রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, এপ্রিল ২৮, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৮ এপ্রিল, ২০২৪/১৫ বৈশাখ, ১৪৩১

নং ০৩.১০.২৬৯০.৮৮২.১৮.০০১.২০২২-৮৩—সরকার এতদসংগে সংযুক্ত **"জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি, ২০২৪"** অনুমোদন করেছেন। তা এতদ্বারা প্রকাশ করা হলো।

০২। অনুমোদিত **"জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি, ২০২৪"** অবিলম্বে কার্যকর হবে।

এ এইচ এম জামেরী হাসান
পরিচালক, নির্বাহী সেল।

মূল্য : টাকা ০০.০০

জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি, ২০২৪

অধ্যায় ০১
প্রেক্ষাপট ও পথপরিক্রমা

১.১ ভূমিকা

১.১.১ লজিস্টিক্স একটি গতিশীল ও সৃজনশীল খাত, যা প্রতিযোগিতাপূর্ণ বৈশ্বিক ব্যবস্থায় সক্ষমতা ও উন্নয়নের অপরিহার্য অংশ হিসাবে বিবেচিত। একটি দেশের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পণ্য ও সেবা সরবরাহ ব্যবস্থার মেরুদণ্ড হিসাবে এ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশ্ববাজারে লজিস্টিক্স খাতের আকার প্রায় ০৯ (নয়) ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের মতো রপ্তানিমুখী দেশে এ খাতের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ। একটি দক্ষ লজিস্টিক্স ব্যবস্থা ব্যতীত উৎপাদন, বাণিজ্য, শিল্প ও বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ফলপ্রসূ নাগরিক সেবা নিশ্চিত করা প্রায় অসম্ভব।

১.১.২ বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগাযোগ, পরিবহণ ও সার্বিক সরবরাহ তথা লজিস্টিক্স অবকাঠামো পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে ঘোষিত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) এই অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশ পুনর্গঠনকালে অন্যান্য খাতের তুলনায় পরিবহণ ব্যবস্থাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এ সময়ে বন্দরে মালপত্র ওঠা-নামার ব্যবস্থা দ্রুত স্বাভাবিক পর্যায়ে আনা, নৌপথ পুনর্গঠন, রেল ও সড়ক সেতু নির্মাণ প্রভৃতিকে বিশেষ বিবেচনায় আনা হয়। এই ধারাবাহিকতায় ক্ষতিগ্রস্ত নৌযানসমূহ মেরামত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা ছাড়াও বিদেশ থেকে বার্জ, নৌকা, ট্রলার, ট্রাক প্রভৃতি আমদানি, অবতরণ ক্ষেত্র ও ওয়ার্কশপ তৈরি করা হয়। পণ্য হ্যান্ডলিং- এর পরিমাণ বাড়ানোর জন্য অতি দ্রুততার সঙ্গে ০৭টি স্থানে ফেরি সার্ভিস ও ১৬টি স্থানে ডাইভারশন সড়ক নির্মাণ করা হয়। দেশে খাদ্যশস্য, জ্বালানি তেল, রাসায়নিক দ্রব্য আমদানি-রপ্তানির প্রয়োজনীয়তা থেকে বঙ্গবন্ধু এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য গড়ে তোলেন আন্তর্জাতিক নৌবাণিজ্যের সহায়ক 'বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন'। এই কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক নৌপথে নিরাপদ এবং দক্ষ শিপিং সেবা প্রদান এবং দেশের আমদানি ও রপ্তানি পণ্য নিজস্ব জাহাজ বহর দ্বারা পরিবহণের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়সহ আন্তর্জাতিক নৌপথে বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করা। বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত বৈদেশিক সহযোগিতার মাধ্যমে দেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রামকে উন্নত করে তিনি এটিকে সংযুক্ত করেন বিশ্ব বাণিজ্যের সঙ্গে। ১৯৭২ সালে নৌ, রেল এবং সড়ক পরিবহণ খাতের সমন্বয়ে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। গঠিত হয় বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি এবং ঢেলে সাজানো হয় বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড, খুলনা শিপইয়ার্ড প্রভৃতিকে। উভয় দেশে নৌপথ ব্যবহার করে কম খরচে অধিক পরিমাণ মালামাল পরিবহণ এবং নৌ-বাণিজ্য বৃদ্ধি করার

লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের পহেলা নভেম্বর বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে বাণিজ্য প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়। এই সময়ে কুর্মিটোলা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণের কাজ শুরু হয় এবং সড়ক পথের উন্নয়ন ও সড়ক সেতু নির্মাণে প্রভূত অগ্রগতি অর্জন করা হয়। সরকারি উদ্যোগে দেশব্যাপী মালামাল ও খাদ্যশস্য সরবরাহের জন্য ৯৯টি নতুন ট্রাক এবং ১৮টি তেলের লরি নামানো হয় । বাস ট্রাকের বডি অ্যাসেম্বল করার জন্য চট্টগ্রামের গান্ধারা ইউনিটকে 'প্রগতি' নামে জরুরি ভিত্তিতে সচল করা হয়। রেলওয়ে খাতে ৬৫ মাইল ক্ষতিগ্রস্ত ট্র্যাক অতি দ্রুত মেরামত করা হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত ১৪৮৪টি মালবাহী ওয়াগনের মধ্যে ১৪৭৪টি ওয়াগনের মেরামত সম্পন্ন করা হয়। (তথ্যসূত্র : মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার: দেশ নির্মাণের মৌলিক রূপরেখা, জানুয়ারি ২০২৩)।

১.২ বাংলাদেশে লজিস্টিক্স খাতের উন্নয়ন

১.২.১ লজিস্টিক্স খাত একই সঙ্গে অবকাঠামো ও সেবা শিল্পের সমন্বয়ে গঠিত। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অব্যাহত আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং নীতি সংস্কারের ফলে উল্লেখযোগ্য হারে জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হওয়ায় বাংলাদেশ দ্রুতগতিতে উন্নয়ন-পর্যায় (Development Stage) অতিক্রম করছে এবং বর্তমানে উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে স্বীকৃত। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)-এর ২০২২ সালের তথ্য অনুযায়ী জিডিপি ভিত্তিমূল্যে বৃহৎ অর্থনীতির দেশ হিসাবে বাংলাদেশের অবস্থান ৩৫তম। বিভিন্ন গবেষণা অনুযায়ী ২০৪১ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতি ২.৫০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হবে। এই অর্জনে সরকারের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, খাতভিত্তিক সুনির্দিষ্ট নীতি ও লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ, কার্যকর কর্মকৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ অন্যতম ভূমিকা পালন করছে।

১.২.২ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সড়ক ও রেল যোগাযোগের বিস্তৃতি, স্থল, নৌ, সমুদ্র ও বিমানবন্দর এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নের ফলে লজিস্টিক্স খাতের প্রাথমিক অবকাঠামোগত সক্ষমতা অর্জিত হচ্ছে। তবে, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এর প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০২১ সালের তুলনায় ২০৪১ সালে লজিস্টিক্স-সংক্রান্ত বিভিন্ন নির্দেশক যেমন—প্যাসেঞ্জার ট্র্যাফিক ২৯ গুণ, ফ্রেইট ট্র্যাফিক ১০ গুণ, পোর্ট কন্টেইনার ট্র্যাফিক ১৩ গুণ, সমুদ্রগামী কার্গো ট্র্যাফিক (কন্টেইনার) ২২ গুণ বৃদ্ধি পাবে।

১.২.৩ প্রবৃদ্ধির এ ধারা বজায় রেখে আগামী দিনের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ ও ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের রপ্তানি আয়, ২০৩১ সালে উচ্চ-মধ্যম আয় ও ২০৪১ সালে উচ্চ আয়ের দেশে উন্নীত এবং ৩০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয়) অর্জনের প্রভূত সম্ভাবনার সঙ্গে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। এর মধ্যে বিদ্যমান স্বল্পদক্ষ, ব্যয়বহুল ও বিক্ষিপ্ত লজিস্টিক্স পরিষেবা ব্যবস্থা অন্যতম। ২০২০ সালে বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত 'Moving Forward: Connectivity and Logistics to Sustain Bangladesh's Success' শীর্ষক বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদনে দেখা যায়, বাংলাদেশে লজিস্টিক্স পরিষেবার ব্যয় খাতভেদে ৪.৫% থেকে ৪৮% পর্যন্ত হয়ে থাকে, যা অন্যান্য বাণিজ্য সহযোগী ও প্রতিযোগী দেশের তুলনায় অনেক বেশি। কিছু সুনির্দিষ্ট লজিস্টিক্স ক্ষেত্রে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি সংস্কার এবং

অগ্রগতি সাধন করেই জাতীয় রপ্তানি আয় ১৯% বাড়ানো সম্ভব। পণ্যমূল্য হিসাবে পরিবহণ/লজিস্টিক্স ব্যয় মাত্র ১% হ্রাস করতে পারলে বাংলাদেশি পণ্যের রপ্তানি চাহিদা ৭.৪% বৃদ্ধি পেতে পারে। তাছাড়া এটি সুবিদিত যে উন্নততর জাতীয় লজিস্টিক্স ব্যবস্থা সার্বিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ, রপ্তানি বহুমুখীকরণ, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১.২.৪ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অনেক ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রাপ্ত বিভিন্ন সহায়তা ও সুবিধা (International Support Measures—ISM, যেমন—শুল্ক ও কোটা রেয়াত, জিএসপি, রুলস অব অরিজিন এবং আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্বসহ অন্যান্য ফ্লেক্সিবিলিটি) হ্রাস পাবে। এছাড়াও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) বিভিন্ন চুক্তির আওতায় প্রাপ্ত স্পেশাল এবং ডিফারেন্সিয়াল ট্রিটমেন্ট (S&DT) হ্রাস পাবে। অধিকন্তু উত্তরণ পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশের উপর অনেক নতুন বাধ্যবাধকতা (Obligation) আরোপিত হবে। এতে বিনিয়োগ এবং বাণিজ্য ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। গবেষণায় দেখা যায়, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পর শুল্কমুক্ত সুবিধার অবর্তমানে কেবল ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ৮-১২% শুল্ক বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে গন্তব্য দেশে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। এক্ষেত্রে কেবল লজিস্টিক্স ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমেই এই বর্ধিত ব্যয় সংকুলান করা যেতে পারে এবং এর মাধ্যমে বাংলাদেশি রপ্তানি পণ্য ও সেবার প্রতিযোগিতা-সক্ষমতা ধরে রাখা সম্ভব হতে পারে।

১.৩ বাংলাদেশে বিদ্যমান লজিস্টিক্স খাতের সম্ভাবনা

১.৩.১ একটি অপরিহার্য ব্যবসা পরিষেবা হিসাবে লজিস্টিক্স খাতের ব্যাপ্তি সুদূর প্রসারিত ও বহুমুখী। এটি অন্যান্য সকল উৎপাদন, শিল্প, অবকাঠামো ও সেবা খাতের বিকাশ এবং দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। লজিস্টিক্স খাতের বিস্তৃত পরিসর ও বহুমাধ্যমতা (Scope and Multimodality) বিবেচনায় এ খাতের সার্বিক পরিচালনা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থা/ কর্তৃপক্ষ/ দপ্তর/ অধিদপ্তরের আওতাধীন। এজন্য লজিস্টিক্স খাতে কাঙ্ক্ষিত ব্যয় হ্রাস ও দক্ষতা অর্জনে সমন্বিত নীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় ও সংযোগ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় নীতি-পরিবেশ বিবেচনা করে বিভিন্ন দেশে এই প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় ও সংযোগ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মাধ্যমে হয়ে থাকে।

১.৩.২ উল্লেখ্য, বাংলাদেশে প্রায় অর্ধশতাধিক আইন, বিধি, নীতি, কৌশল, মহাপরিকল্পনা, বিল, অর্ডিন্যান্স, চুক্তি এবং কনভেনশনের মাধ্যমে এ খাতের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধান বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগীসহ প্রায় সকল প্রতিযোগী দেশই সমন্বিত জাতীয় নীতি, আইন ও বিধিমালা, কৌশল, মহাপরিকল্পনা (Master Plan), কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) ইত্যাদি প্রণয়নের মাধ্যমে লজিস্টিক্স খাতের উন্নয়নে নিরন্তর সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম, তুরস্ক, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি দেশের উদ্যোগ প্রণিধানযোগ্য।

১.৪ বাংলাদেশে লজিস্টিক্স খাতে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ

১.৪.১ লজিস্টিক্স খাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অবকাঠামো ও সেবা মান উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক্‌নির্দেশনায় বিবিধ প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে ও চলমান রয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে বঙ্গবন্ধু সেতু, পদ্মা বহুমুখী সেতু, পদ্মা রেল সংযোগ প্রকল্প, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, ঢাকা বাইপাস, ঢাকা চট্টগ্রাম রেল করিডোর উন্নয়ন প্রকল্প, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন, কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীতকরণ, মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্র বন্দর, বে-টার্মিনাল, ধীরাশ্রম আইসিডি প্রকল্প, পায়রা সমুদ্র বন্দর, পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল, পানগাঁও নৌ কন্টেইনার টার্মিনাল, আশুগঞ্জ নৌ কন্টেইনার টার্মিনাল, ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, বেনাপোল, বুড়িমারি, ভোমরা স্থল বন্দর উন্নয়ন, চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজ অবকাঠামো উন্নয়ন, আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে বিভিন্ন সড়ক ও রেল সংযোগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগরী ইত্যাদি।

১.৫ জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি প্রণয়ন পরিক্রমা

১.৫.১ জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি প্রণয়নের সূচনা হয়েছে সরকারি-বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগীসহ সকল অংশীজনের একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। বিভিন্ন বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা ও প্রতিবেদনে লজিস্টিক্স খাতের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। একই ধারাবাহিকতায় ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২০২৫ ও বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১-এ লজিস্টিক্স খাতের উন্মুক্তকরণ (Deregulation), অটোমেশন ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষতা (Efficiency) বৃদ্ধি ও ব্যয় হ্রাসে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

১.৫.২ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে লজিস্টিক্স খাত নিয়ে বিশেষায়িত সংলাপের জন্য 'Logistics Infrastructure Development Working Committee (LIDWC)' গঠন করা হয়। সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সঙ্গে ব্যাপক সংলাপ, মতবিনিময়, বিশ্লেষণ, নীতি সুপারিশ ও পরামর্শের ভিত্তিতে ১১ আগস্ট ২০২২-এ অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুমোদিত জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২-এ লজিস্টিক্স খাতকে 'অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত' ও 'রপ্তানি বহুমুখীকরণ' শিল্প হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অধিকন্তু, প্রথমবারের মতো জাতীয় শিল্পনীতিতে বাংলাদেশে প্রচলিত লজিস্টিক্স সেবা খাতের উপখাতসমূহ চিহ্নিত করা হয়। এর ফলে লজিস্টিক্স খাতের প্রসারে বহুমুখী সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ, কৌশলগত প্রকল্প বাছাই, উন্নয়ন প্রস্তাব প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (Institutional Framework) গঠনের বিষয়াদি প্রাধান্য পায়। তৎপরিপ্রেক্ষিতে ২২ জানুয়ারি ২০২৩-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিবের সভাপতিত্বে সরকারি, বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সমন্বয়ে লজিস্টিক্স খাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য 'জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি' (National Logistics Development and Coordination Committee—NLDCC) গঠিত হয়। NLDCC-এর কার্যপরিধি হলো নিম্নরূপ :

- জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি প্রণয়ন;
- লজিস্টিক্স খাতে বিনিয়োগ আকর্ষণে নীতিগত সহায়তা প্রদান ও বিদ্যমান নীতি কাঠামো সহজীকরণ;
- লজিস্টিক্স উপখাতভিত্তিক নীতি ও উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নে সার্বিক দিক্‌নির্দেশনা প্রদান; এবং
- সামগ্রিক লজিস্টিক্স উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন।

১.৫.৩ পরবর্তীকালে NLDCC-এর কার্যসম্পাদনের সুবিধার্থে জাতীয় কমিটির আওতায় ৫টি উপকমিটি গঠিত হয়। উপকমিটিগুলো হলো : (১) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে পলিসি ও রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক উপকমিটি, (২) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের নেতৃত্বে অবকাঠামো উপকমিটি, (৩) শিল্প মন্ত্রণালয় ও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বে প্রাতিষ্ঠানিক ও দক্ষতা উন্নয়ন উপকমিটি, (৪) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নেতৃত্বে প্রযুক্তি ও ডিজিটালাইজেশন উপকমিটি এবং (৫) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বে বিনিয়োগ আকর্ষণ উপকমিটি। উপকমিটিগুলো সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয়ে বিভিন্ন টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ/টিম গঠন, সমীক্ষা পরিচালনা, টেকনিক্যাল ওয়ার্কশপ, ডায়ালগ ও বিশেষজ্ঞ মতামত এবং পরামর্শের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

১.৬ জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি (NLDCC)-এর কার্যক্রমের ধারাক্রম

১.৬.১ জানুয়ারি ২০২৩-এ NLDCC গঠনের অব্যবহিত পর থেকেই লজিস্টিক্স খাতের সকল সরকারি-বেসরকারি অংশীজনের অংশগ্রহণে ধারাবাহিক মতবিনিময়, বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা, ফোকাসড গ্রুপ আলোচনা, কারিগরি কর্মশালা, সংস্কার প্রস্তাব বিশ্লেষণ ইত্যাদি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিত্বকারী চেম্বার, অ্যাসোসিয়েশন, প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগকারী যেমন : ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, মেট্রোপলিটান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সোসাইটি, শিপার্স কাউন্সিল অব বাংলাদেশ, ফরেইন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো এসোসিয়েশন, সিএন্ডএফ এজেন্টস এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস এসোসিয়েশন, কুরিয়ার সার্ভিস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ এসোসিয়েশন, ই-কমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ট্রাক বাস মালিক সমিতি ইত্যাদির মতামত গ্রহণে বিশেষ প্রাধান্য দেয়া হয়।

১.৬.২ জাতীয় লজিস্টিক্স নীতির প্রাথমিক খসড়া প্রণয়নের জন্য মতামত প্রাপ্তিতে জাতীয় কমিটির ৩টি পূর্ণাঙ্গ সভা, উপ-কমিটিসমূহের সভাসহ ৫০টির অধিক অংশীজন সভা ও কর্মশালার আয়োজন এবং সরেজমিনে লজিস্টিক্স সেবা কেন্দ্র ও স্থাপনা পরিদর্শন করার পাশাপাশি ১৩টি দেশের লজিস্টিক্স নীতি, কৌশল, পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এসকল কার্যক্রমের মাধ্যমে লজিস্টিক্স খাতে সম্পাদিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন বিশ্লেষণ, লজিস্টিক্স খাতে দক্ষতার ঘাটতি নিরূপণ, বিভিন্ন দেশের লজিস্টিক্স নীতি ও বাস্তবায়ন কৌশল বিশ্লেষণ, নীতি প্রণয়নে বৈশ্বিক উত্তম চর্চা পর্যালোচনা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ, মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক পর্যালোচনা এবং নীতি সংস্কার প্রস্তাবনার খসড়া প্রণয়ন করা হয়, যা জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি, ২০২৪-এ প্রতিফলিত হয়েছে।

অধ্যায় ০২
সংজ্ঞার্থ

২.১ লজিস্টিক্স খাত: এই নীতির অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে লজিস্টিক্স খাত হলো গ্রাহকের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে তার চাহিত পণ্য বা পরিষেবা প্রবাহের প্রারম্ভিক স্থল হতে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে, স্বল্পতম ব্যয়ে এবং সুনির্দিষ্ট সময়ে চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য সম্পৃক্ত সকল মাধ্যম ও কার্যক্রমের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা।

২.২ লজিস্টিক্স উপখাত: আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে লজিস্টিক্স ব্যবস্থাপনার সঙ্গে বহুবিধ উপখাত সম্পৃক্ত রয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ অনুযায়ী এই খাত সংশ্লিষ্ট প্রচলিত উপখাতসমূহ হলো সড়ক পরিবহণ ও যোগাযোগ সেবা, বিমান/এভিয়েশন সেবা, রেল পরিবহণ সেবা, সমুদ্র বন্দর সেবা, পণ্যবাহী সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল সেবা, আঞ্চলিক ফিডার ভেসেল ও লাইটার/কোস্টাল/উপকূলীয় জাহাজ চলাচল শিল্প সেবা, মেইন লাইন অপারেটর সেবা, অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ সেবা, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং সেবা, তেল/গ্যাস/এলএনজি (Liquefied Natural Gas - LNG) ট্যাংক টার্মিনাল সেবা, টেম্পারেচার কন্ট্রোল্ড লজিস্টিক্স/কোল্ড চেইন/ কোল্ড স্টোরেজ সেবা, প্রাইভেট ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো ও কন্টেইনার ফ্রেইট স্টেশন সেবা, কুরিয়ার ও পোস্টাল সার্ভিস সেবা (অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক), রাইড শেয়ারিং সেবা, ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং সেবা, তথ্য ও প্রযুক্তিগত লজিস্টিক্স সেবা, ফাইনান্সিয়াল লজিস্টিক্স সেবা, যন্ত্রচালিত ট্রলারযোগে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ শিল্প সেবা, প্রাইভেট ওয়্যারহাউজ সেবা, ই-কমার্স লজিস্টিক্স সেবা এবং গ্লোবাল লজিস্টিক্স সেবা। এছাড়াও, অন্যান্য লজিস্টিক্স সেবাসমূহের মধ্যে রয়েছে এয়ার ফ্রেইট স্টেশন সেবা, এয়ার এক্সপ্রেস সেবা, থার্ড পার্টি লজিস্টিক্স (3PL) সেবা, ফোর্থ পার্টি লজিস্টিক্স (4PL) সেবা, ফিফথ পার্টি লজিস্টিক্স (5PL) সেবা ইত্যাদি।

২.৩ লজিস্টিক্স খাত সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞার্থসমূহ নিম্নরূপ:

২.৩.১ লজিস্টিক্স: লজিস্টিক্স বলতে ক্রেতার চাহিদা পূরণের জন্য 'প্রারম্ভিক স্থল (Point of Origin)' এবং 'চূড়ান্ত গন্তব্য (Point of Consumption)'-এর মধ্যকার উৎপাদিত পণ্য ও সেবার সঞ্চালনকে বুঝায়। মূলত, পণ্য উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ হতে উৎপাদন পরবর্তীকালে ক্রেতার নিকট সঠিক সময়ে সঠিক পণ্য গুণগতমান বজায় রেখে স্বল্পতম ব্যয়ে ক্রেতার শর্তানুযায়ী পৌঁছে দেওয়ার সামগ্রিক পরিবহণ সঞ্চালন ব্যবস্থাকে লজিস্টিক্স বলে।

২.৩.২ সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট: সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, যার মাধ্যমে ভোক্তার চাহিদামাফিক পণ্য উৎপাদন ও সেবা সরবরাহের জন্য কাঁচামাল ক্রয় হতে শুরু করে পরিকল্পনা, পণ্যের উৎস চিহ্নিতকরণ, পণ্য মজুতকরণ, বিপণন ও সরবরাহ কার্যক্রমকে বোঝায়। দক্ষ ও কার্যকর সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান ঠিক রেখে সঠিক ক্রেতার নিকট স্বল্প সময়ে ও সঠিক মূল্যে পৌঁছানো নিশ্চিত করা হয়।

২.৩.৩ মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ম্যানেজমেন্ট: মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ম্যানেজমেন্ট (বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহণ ব্যবস্থাপনা) বলতে পরিবহণের বিভিন্ন মাধ্যম, যথা : সড়ক, রেল, বিমান, নৌপরিবহণ সেবা ইত্যাদির সুষম সমন্বয়কে বোঝায়। পরিবহণ মাধ্যমসমূহের অন্তত দুটি মাধ্যম ব্যবহার করে উৎপাদিত/চাহিত পণ্য সমন্বিত ও বিরতিহীন (সিমলেস) যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্রেতার নিকট পৌঁছে দেয়াকে সাধারণ অর্থে মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ম্যানেজমেন্ট বলে।

২.৩.৪ গ্রিন লজিস্টিক্স: গ্রিন লজিস্টিক্স বলতে পরিবেশগত প্রভাব হ্রাসে লজিস্টিক্স পরিষেবাসমূহে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই লজিস্টিক্স প্রক্রিয়ার প্রচলনকে বোঝায়। একে ইকো-লজিস্টিক্স হিসাবেও অভিহিত করা হয়। গ্রিন লজিস্টিক্স নিশ্চিতকরণে টেকসই নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের প্রতি গুরুত্বারোপ আবশ্যক। এই পরিষেবা প্রসারের ফলে পরিবেশের উপর লজিস্টিক্স সেবা খাতের প্রভাব যথা : গ্রিন হাউজ গ্যাস, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি নিঃসরণ ও উচ্চমাত্রার শব্দ হ্রাস করার পাশাপাশি নবায়নযোগ্য সম্পদ ও শক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব।

২.৩.৫ সেন্ট্রাল লজিস্টিক্স ট্র্যাকিং প্ল্যাটফর্ম: সেন্ট্রাল লজিস্টিক্স ট্র্যাকিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে লজিস্টিক্স সেবা দাতা ও গ্রহীতা, ই-কমার্স খাত, নীতি নির্ধারক ও নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যে রিয়েল টাইম সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করা হয়। মূলত ই-কমার্স খাত ও ক্রস বর্ডার লজিস্টিক্স পরিষেবাসমূহের সামগ্রিক কার্যক্রমের সঠিক পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ করার পাশাপাশি আর্থিক লেনদেনের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সেন্ট্রাল লজিস্টিক্স ট্র্যাকিং প্ল্যাটফর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য।

২.৩.৬ ক্রস বর্ডার লজিস্টিক্স: এক দেশ থেকে অন্য দেশে পণ্য পরিবহণের সামগ্রিক ব্যবস্থাকে ক্রস বর্ডার লজিস্টিক্স বলে। ক্রস বর্ডার লজিস্টিক্স ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের শুল্ক ও কর নীতি, কাস্টমস প্রক্রিয়া, বর্ডার ব্যবস্থাপনা, সুরক্ষা, ট্র্যাকিং ও ট্রেসিং, পরিবহণ-সংক্রান্ত দলিলাদি, ব্যাংক ও বিমাসহ অন্যান্য আর্থিক লেনদেন ইত্যাদি ব্যবস্থাপনার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়।

২.৩.৭ ই-কমার্স লজিস্টিক্স: অনলাইন/ডিজিটাল মার্কেট প্লেসে ক্রেতার চাহিদা অনুসারে পণ্য সরবরাহের সামগ্রিক কার্যক্রমের সমন্বিত ব্যবস্থাপনাকে ই-কমার্স লজিস্টিক্স বলে। ক্রেতাকে তথ্য প্রদান, পণ্য প্রেরণের আদেশ প্রক্রিয়াকরণ (Order Processing), পণ্য সংগ্রহ ও গুদামজাতকরণ (Product Sourcing and Warehousing), মোড়কিকরণ (Packing), ইনভেনট্রি (Inventory) ব্যবস্থাপনা, বিমা (Insurance), ক্রেতার নিকট পণ্য সরবরাহ (Product Delivery), আর্থিক লেনদেন নিশ্চিতকরণসহ (Financial Transaction) বিক্রয় পরবর্তী সেবা প্রদান (After Sales Service) সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করাই ই-কমার্স লজিস্টিক্সের প্রধান কাজ।

২.৩.৮ গ্লোবাল লজিস্টিক্স সার্ভিসেস: গ্লোবাল লজিস্টিক্স সার্ভিসেস বলতে আন্তর্জাতিক সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বৈশ্বিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং ক্রেতা/ভোক্তাদের নিকট পণ্য ও সেবা পৌঁছে দেওয়ার সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে বোঝায়। কাঁচামাল সংগ্রহ, পণ্য সংরক্ষণ, প্যাকেজিং, পণ্য পরিবহণ পদ্ধতিসহ সামগ্রিক সাপ্লাই চেইন এই প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। আন্তর্জাতিক থার্ড পার্টি লজিস্টিক্স প্রতিষ্ঠানগুলো এ প্রক্রিয়ায় সেবা প্রদান করে থাকে।

২.৩.৯ থার্ড পার্টি লজিস্টিক্স: কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য বা সেবা নিজ প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্রেতা/ভোক্তার নিকট পৌঁছে দেওয়ার সামগ্রিক কার্যক্রমকে থার্ড পার্টি লজিস্টিক্স বলে। থার্ড পার্টি লজিস্টিক্স প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রধানত ক্রয়াদেশ সম্পন্নকরণ (Order Fulfillment) কার্যক্রম সম্পাদন করে যার মধ্যে রয়েছে ওয়্যারহাউজিং, ইনভেনট্রি (Inventory) ব্যবস্থাপনা, পণ্য সংগ্রহ ও প্যাকিং, শিপিং, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং ইত্যাদি।

২.৩.১০ ফোর্থ পার্টি লজিস্টিক্স: ফোর্থ পার্টি লজিস্টিক্স (4PL) হলো লজিস্টিক্স ও পরিবহণ কার্যক্রম আউটসোর্সিং-এর একটি মডেল, যার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা এবং সমন্বয় পরিষেবাসহ সমগ্র সাপ্লাই চেইন প্রক্রিয়া অন্য কোনো বিশেষায়িত কোম্পানির মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। 4PL প্রদানকারীরা সাধারণত একটি লজিস্টিক্স ইন্টিগ্রেটর হিসাবে কাজ করে এবং গ্রাহকদের জন্য একটি প্রয়োজনমাফিক (Customised) সমাধান তৈরি করতে একাধিক পরিবহণ কোম্পানি ও পরিষেবা প্রদানকারীদের সঙ্গে কাজ করে। তারা উৎপত্তিস্থল থেকে গ্রাহকের গন্তব্যে পণ্য সরবরাহের সাথে জড়িত সমস্ত কার্যক্রম এবং সংস্থানগুলোর (Activities and Resources) সমন্বয় এবং সর্বোত্তম প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করে থাকে।

২.৩.১১ ফিফথ পার্টি লজিস্টিক্স: ফিফথ পার্টি লজিস্টিক্স (5PL) হল লজিস্টিক্স ও পরিবহণ কার্যক্রম আউটসোর্সিং-এর একটি মডেল, যাতে অন্য কোনো বিশেষায়িত কোম্পানি সামগ্রিকভাবে উদ্ভাবনী লজিস্টিক্স সমাধান প্রদান করে এবং একটি সর্বোত্তম সাপ্লাই চেইন নেটওয়ার্ক তৈরি করে। 5PL পরিষেবা প্রদানকারীরা ব্লকচেইন, রোবোটিক্স, অটোমেশন, ব্লুটুথ বিকন এবং রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন (RFID) ডিভাইসের মতো প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সাপ্লাই চেইনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দক্ষতার সাথে কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

২.৩.১২ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং পরিষেবা: আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে আমদানি ও রপ্তানিকারকের পক্ষে ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট কৌশলগত লজিস্টিক্স পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (Strategic Logistics Planning and Execution) করে থাকে। ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং সেবা অর্থ কোন অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক অন্যের দ্বারা মোড়কজাতকৃত বা মোড়কজাতকরণ ব্যতীত, পণ্যের বিনিময়ে মোড়কজাতকরণসহ বা মোড়কজাতকরণ ব্যতীত কোন পণ্য আমদানি বা রপ্তানির উদ্দেশ্যে, গন্তব্যস্থলে পণ্য ডেলিভারি প্রদানের জন্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিবহণ সংক্রান্ত কার্যে নিয়োজিত ফরওয়ার্ডার, মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট অপারেটর বা ডেলিভারি এজেন্ট বা পরিবহন কার্য সম্পাদন। রপ্তানিকারকের কাছ থেকে পণ্য সংগ্রহ করে সমুদ্র, বিমান, স্থল, রেল পরিবহণ বা একাধিক পরিবহণ মাধ্যমের সমন্বয়ে ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং কোম্পানিগুলো সাশ্রয়ী খরচে ভোক্তা বা ক্রেতার কাছে পণ্য প্রেরণের ব্যবস্থা করে থাকে। পণ্য গুদামজাতকরণ, অভ্যন্তরীণ পরিবহণ, বিতরণ কার্যাবলীসমূহও ফরওয়ার্ডিং সেবার অন্তর্ভুক্ত। ফ্রেইট ফরওয়ার্ডারগণ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই পণ্য পরিবহণ, একত্রীকরণ (Consolidation), স্টোরেজ, হ্যান্ডলিং, প্যাকিং করে পরবর্তীতে সমুদ্র, বিমান, রেল, অথবা ট্রাকের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণ করে। ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং পরিষেবার মধ্যে কাস্টম ক্লিয়ারেন্স, বন্ডেড ওয়্যারহাউজ এবং গ্রাউন্ড সার্ভিসিং ইত্যাদি কার্যক্রমও অন্তর্ভুক্ত।

২.৩.১৩। ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং (C&F)/ কাস্টমস হাউস ব্রোকারেজ (CHB)/ কাস্টমস হাউস এজেন্ট (CHA) পরিষেবা: ক্লিয়ারিং ও ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট (C&F)/ (CHB)/(CHA) অনুমোদিত এজেন্ট কর্তৃক কাস্টমস থেকে পণ্য ছাড়করণে আমদানিকারক, রপ্তানিকারক, জাহাজ কোম্পানিসহ অন্যান্য অংশীজনদের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পন্ন করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সিএন্ডএফ এজেন্টগণ আমদানি ও রপ্তানিকারকের পক্ষে বন্দর হতে পণ্য ছাড়করণে বিবিধ পরিষেবা প্রদান করে থাকে, যেমন: প্রয়োজনীয় দলিলাদির ভিত্তিতে পণ্যের HS Code যাচাই করে শুল্কায়নের জন্য কাস্টমস বিল অফ এন্ট্রি ফাইলিং (আমদানিকৃত পণ্য) ও রপ্তানির ক্ষেত্রে শিপিং বিল ফাইলিং বা কাস্টমস ডিক্লারেশন, বিল অব লেডিং, এয়ারওয়ে বিল, ডক রিসিপ্ট, কমার্শিয়াল ইনভয়েস, সার্টিফিকেট অব অরিজিন, এক্সপোর্ট ডিক্লারেশন, শুল্ক, ভ্যাট ও কর চালানসহ অন্যান্য চাহিত দলিলাদি বন্দর ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল, শুল্ক কর্মকর্তা কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণ কার্যে সহযোগিতা, সমন্বয় ইত্যাদি।

২.৩.১৪। টেম্পারেচার কন্ট্রোল্ড লজিস্টিক্স (TCL): টেম্পারেচার কন্ট্রোলড লজিস্টিক্স বা TCL পণ্য পরিবহণের এমন একটি বিশেষায়িত প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে উৎপাদন স্থল/ কারখানা হতে উৎপাদিত পণ্য ক্রেতার নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রেখে পণ্যের গুণগত মান ও ব্যবহার উপযোগিতা নিশ্চিত করা হয়। কৃষি পণ্য, খাদ্য পণ্য, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য/কৃষি পণ্য, ঔষধসহ বিভিন্ন পণ্য সুনির্দিষ্ট মান বজায় রেখে উপযুক্ত ক্রেতার নিকট পৌঁছে দিতে টেম্পারেচার কন্ট্রোলড লজিস্টিক্স ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই। টেম্পারেচার কন্ট্রোলড লজিস্টিক্স ব্যবস্থায় পণ্য উৎপাদন, গুদামজাতকরণ, পরিবহণ ও সংরক্ষণসহ সকল পর্যায়ে উপযুক্ত তাপমাত্রা নিশ্চিত করা হয়। উল্লেখ্য, কোল্ড চেইন লজিস্টিক্স হলো TCL-এর অন্যতম একটি প্রকারভেদ। এই ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তির রেফ্রিজারেটেড যানবাহন, যথা: হিমায়িত কন্টেইনার, কাভার্ড ভ্যান, কুলিং ভ্যান, কুলিং ওয়াগন ইত্যাদি ব্যবহারসহ ট্র্যাকিং ও ট্রেসিং ব্যবস্থার প্রয়োগ করা হয়।

অধ্যায় ০৩
জাতীয় লজিস্টিক্স নীতির অভীষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৩.১ জাতীয় লজিস্টিক্স নীতির অভীষ্ট লক্ষ্য

বিশ্বমানের প্রযুক্তিভিত্তিক, সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ী, সুদক্ষ ও পরিবেশবান্ধব লজিস্টিক্স ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধি করে টেকসই ও অভীষ্ট অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন।

৩.২ জাতীয় লজিস্টিক্স নীতির উদ্দেশ্য

৩.২.১ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মানদন্ডের ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক সময়ের মধ্যে পণ্য উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবহণ, জাহাজিকরণ, ছাড়করণ ও বিতরণসহ সামগ্রিক লজিস্টিক্স সেবায় দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে বিলম্ব ও ব্যয়ের ক্রমহ্রাস নিশ্চিতকরণ;

৩.২.২ লজিস্টিক্স সেবা প্রদান সংক্রান্ত সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমকে একটি সমন্বিত কাঠামোয় অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে সাবলীল (Smooth), নিরবচ্ছিন্ন (Seamless) ও কার্যকর (Effective) লজিস্টিক্স প্রতিবেশ (Ecosystem) নিশ্চিতকরণ;

৩.২.৩ বহুমাধ্যমভিত্তিক লজিস্টিক্স অবকাঠামো গড়ে তোলা এবং বিদ্যমান অবকাঠামোর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

৩.২.৪ বিশ্বমানের ট্র্যাকিং ও ট্রেসিং ব্যবস্থাপনাসহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটালাইজড লজিস্টিক্স ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;

৩.২.৫ বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও কাস্টমসসহ লজিস্টিক্স খাত সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিবিধান, নীতি, পদ্ধতি ইত্যাদি কার্যকর, সহজীকরণ ও সুসমন্বিতকরণ;

৩.২.৬ লজিস্টিক্স খাতের চাহিদাভিত্তিক শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতায়নের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা;

৩.২.৭ বিশ্বমানের বিনিয়োগবান্ধব প্রতিবেশ (Ecosystem) উন্নয়নের মাধ্যমে লজিস্টিক্স খাতের উপখাতসমূহে প্রতিযোগিতাপূর্ণ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ, সংরক্ষণ ও ক্রমবর্ধিতকরণ;

৩.২.৮ লজিস্টিক্স পারফরম্যান্স সংক্রান্ত বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের সক্ষমতার ক্রমোন্নতি নিশ্চিতকরণ ;

৩.২.৯ লজিস্টিক্স খাতে সুরক্ষা (Safety), নিরাপত্তা (Secuirity), ও প্রতিপালন (Compliance) নিশ্চিতকরণ;

৩.২.১০ বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থায় ফলপ্রসূ অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive), জেন্ডার সংবেদনশীল (Gender Sensitive) পরিবেশবান্ধব (Green) ও জলবায়ু সহিষ্ণু (Climate Resilient) লজিস্টিক্স অবকাঠামো ও সেবা প্রতিবেশ উন্নয়ন; এবং

৩.২.১১ ভবিষ্যতে লজিস্টিক্স-সংশ্লিষ্ট কার্যকর উদ্ভাবন, প্রযুক্তি ও আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা (Global Good Practice) গ্রহণ এবং ব্যবহারে উৎসাহিতকরণ।

অধ্যায় ০৪
জাতীয় লজিস্টিক্স নীতির পরিধি, প্রয়োগ, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ

৪.১ পরিধি ও প্রয়োগ

জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি ২০২৪ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে প্রযোজ্য হবে :

৪.১.১ লজিস্টিক্স খাত ও উপখাতসমূহের সকল কার্যক্রম ও উদ্যোগে;

৪.১.২ লজিস্টিক্স সেবার উপখাতসমূহের বিকাশে দিক্‌নির্দেশনা প্রদানে;

৪.১.৩ বাণিজ্য প্রবৃদ্ধি, বিনিয়োগ বিকাশ এবং সাপ্লাই চেইনের সকল ধাপে গুণগতমান বৃদ্ধি ও লজিস্টিক্স খাতে বিশ্বমানের দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলায়;

৪.১.৪ সমন্বিত ও পরিমাপযোগ্য কর্মসম্পাদন সূচক প্রবর্তন ও বাস্তবায়নে;

৪.১.৫ উপখাতভিত্তিক সুনির্দিষ্ট নীতি ও কৌশল প্রণয়নে; এবং

৪.১.৬ লজিস্টিক্স-সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান ও প্রণীতব্য সকল আইন/বিধি/নীতিসমূহ সাযুজ্যপূর্ণকরণে।

৪.২ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ

৪.২.১ এই নীতি একটি চলমান দলিল)Living Document(হিসাবে বিবেচিত হবে। জারির তারিখ থেকে এ নীতির মেয়াদ ০৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এবং ০২ (দুই) বছর অন্তর পর্যালোচনার)Review(মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা যাবে। তবে পরবর্তী নীতি জারি না হওয়া পর্যন্ত এ নীতি কার্যকর থাকবে;

৪.২.২ নীতিমালা বাস্তবায়নে লজিস্টিক্স-সংক্রান্ত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাদের মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক)KPI(-সংবলিত বছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা)Action Plan(প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে (জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি, ২০২৪ বাস্তবায়নে নমুনা কর্মপরিকল্পনা সংযুক্ত: পরিশিষ্ট-০৭);

৪.২.৩ নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান কোনো আইন/বিধি/প্রবিধি/নীতি/গেজেট/সার্কুলার ইত্যাদিতে কোনো অসামঞ্জস্য থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা চিহ্নিত করে যথাযথ প্রক্রিয়ায় সমন্বয়/সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

৪.২.৪ উক্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্য-সংবলিত মনিটরিং টুল প্রণয়নের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন অগ্রগতি ডিজিটাল ড্যাশবোর্ডে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবে; এবং

৪.২.৫ সময়ের চাহিদা, বাস্তবতা এবং আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার নিরিখে এ নীতি বাস্তবায়নকালে প্রণীত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনাতে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা যাবে।

অধ্যায় ০৫
লজিস্টিক্স খাতের অবকাঠামো উন্নয়ন

৫.১ বিশ্বায়নের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বহুমাত্রিক ও বহুমাধ্যমভিত্তিক দক্ষ পরিবহণ ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে পণ্য পরিবহণে ব্যয় ও সময় সাশ্রয় করা সম্ভব। বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-৪১) অনুসারে ২০১৮ সালে মোট পণ্য পরিবহণের ৭৭% সড়ক পথে, ১৬% নৌপথে এবং ৬% রেলপথে এবং অন্যান্য মাধ্যমে ১% পরিবাহিত হয়। সড়ক পথে চাপ কমিয়ে ২০৪১ সালে পণ্য পরিবহণের যথাক্রমে সড়ক পথে ৬০%, নৌপথে ২৫%, রেলপথে ১৪% এবং অন্যান্য মাধ্যমে ১% লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। তবে বহুমাত্রিক ও বহুমাধ্যমভিত্তিক সমন্বিত পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং এ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার দক্ষ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মোডাল শিফট করে নির্ধারিত সময়ে সড়ক পথে ৫০%, নৌপথে ২৮%, রেলপথে ২০% এবং আকাশপথসহ অন্যান্য মাধ্যমে ২% পণ্য পরিবহণ করা সম্ভব।

৫.২ বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার আলোকে পরিবহণ ব্যয় ও সময় হ্রাস, অপচয় রোধ এবং নির্ভরযোগ্যতার ভিত্তিতে নৌ, রেল, সড়ক ও আকাশপথের মধ্যে একটি সুসমন্বিত পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। এ সমন্বিত ব্যবস্থায় প্রয়োজন অনুসারে আন্তঃমাধ্যম পরিবহণ ও পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে। এ পরিবহণ ব্যবস্থা নির্ধারণের ভিত্তি হবে সমন্বয়, হ্যান্ডলিং ও ট্রান্সফার সংখ্যা হ্রাস, দূরত্ব হ্রাসের জন্য সহজ ট্রান্সফার ব্যবস্থা, যানজট হ্রাস, প্রাকরুট পরিকল্পনা এবং জ্বালানি সাশ্রয়। এইরূপ সমন্বিত পরিবহণ ব্যবস্থার মাধ্যম ও পরিবহণ পথ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম ও টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহৃত হবে; যেমন—জিপিএস ট্র্যাকিং, রিয়েল টাইম ভিজিবিলিটি, ত্রুটিহ্রাস ব্যবস্থা, সাপ্লাই চেইন ভিজিবিলিটি, ইনভেনট্রি (Inventory) ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে ক্রাউড শিপিং, স্বচালিত যানবাহন এবং ড্রোন ডেলিভারির মতো ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে।

৫.৩ পণ্য পরিবহণে সমন্বিত যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়নে দেশের কয়েকটি উপযুক্ত স্থানকে কানেক্টিভিটি হাব (সংযোগ কেন্দ্র) হিসাবে গড়ে তোলা হবে। এ হাবগুলোতে পণ্য সরবরাহের সঙ্গে সম্পৃক্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। আমদানি-রপ্তানি সহজীকরণের জন্য এখানে প্রয়োজনীয়সংখ্যক আইসিডি, বহুখাতভিত্তিক সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সুবিধা স্থাপন করা হবে। এ স্থাপনাসমূহে কাস্টমস শুল্ক স্টেশন, ব্যাংকিং, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং সিএন্ডএফ এজেন্ট, কুরিয়ারসহ সকল প্রকার সেবা একই স্থান হতে প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। লজিস্টিক্স ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করতে কাস্টমস বন্ডেড ট্রাকিং ব্যবস্থা চালু করা হবে। সর্বোপরি, এটি পণ্য উৎপাদন কেন্দ্র হতে ভোক্তার দোরগোড়ায় (End to End/Last Mile Delivery) পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসাবে ভূমিকা পালন করবে।

৫.৪ লজিস্টিক্স-সংক্রান্ত সকল অবকাঠামো ও পরিষেবা উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তি, পরিবেশ ও জেন্ডার সংবেদনশীলতা সংক্রান্ত প্রতিপালনীয়সমূহ (Compliance) নিশ্চিত করা হবে। বহুমাধ্যমভিত্তিক সমন্বিত অবকাঠামো ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে উপখাতভিত্তিক উন্নয়ন কৌশলসমূহ হবে নিম্নরূপ :

৫.৪.১ সড়ক অবকাঠামো: দেশের সকল অর্থনৈতিক অঞ্চল, শিল্পাঞ্চল, বিমানবন্দর, নৌবন্দর, স্থলবন্দর, ওয়্যারহাউজ, আইসিডি/কন্টেইনার ফ্রেইট স্টেশন এবং এয়ার ফ্রেইট স্টেশনকে জাতীয় মহাসড়কের মাধ্যমে সংযুক্ত করা হবে। পাশাপাশি, আন্তঃদেশীয় অর্থনৈতিক করিডোর চিহ্নিত করে সড়ক নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। দেশের সকল জাতীয় মহাসড়কে লেন বৃদ্ধি, পণ্য পরিবহণকারী যানবাহনের জন্য পৃথক লেন নির্ধারণ, যানবাহনের গড় গতি বৃদ্ধি, যানবাহন আধুনিকায়ন ও মাল্টি এক্সেল বাহন প্রচলন, Weighing Bridge স্থাপন করে যানবাহনের ওজন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সড়কের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি এবং সড়ক ব্যবহার ফি (Road User Charge) প্রবর্তন করে মহাসড়কের উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা হবে। সড়ক অবকাঠামোতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সড়ক ব্যবহারকারীদের আগাম তথ্য প্রদান, পরিবহণ নিরাপত্তা, যানবাহন ট্র্যাকিং, ট্রেসিং এবং টোল প্লাজাসমূহের পূর্ণ অটোমেশন নিশ্চিত করা হবে। সড়ক পরিবহণের সহায়ক অবকাঠামো, যেমন—বিশ্রামাগার, সার্ভিস সেন্টার, রিফুয়েলিং স্টেশন, ইলেক্ট্রিক ভেহিকেল চার্জিং স্টেশন, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র, বেবি কেয়ার সেন্টার, ওয়েটিং রুম, ওয়াশরুম ইত্যাদি নিশ্চিত করা হবে। এছাড়া সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদান করা হবে।

৫.৪.২ রেল অবকাঠামো: রেলপথে পণ্য পরিবহণের সক্ষমতা ও হার বৃদ্ধিতে দেশের সকল অর্থনৈতিক অঞ্চল, আন্তঃদেশীয় অর্থনৈতিক করিডোর, শিল্পাঞ্চল, বিমানবন্দর, নৌবন্দর, সমুদ্রবন্দর, স্থলবন্দর এবং আইসিডির সঙ্গে রেল সংযোগ স্থাপন করা হবে। রেললাইন ও ইঞ্জিন আধুনিকায়নের মাধ্যমে রেলের গড় গতিবেগ বৃদ্ধি করা হবে। বিদ্যমান সকল মিটারগেজ রেল লাইনকে পর্যায়ক্রমে ব্রডগেজ এবং ডুয়াল লাইনে রূপান্তর করা হবে। দেশের রেল নেটওয়ার্কে আন্তর্জাতিক মানের নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ আধুনিক সিগন্যাল ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশন, আধুনিক যন্ত্রনির্ভর পণ্য হ্যান্ডলিং, কুলিং কার সংযোজন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে। আপৎকালীন জরুরি উদ্ধার কার্যক্রম ও দ্রুততম সময়ে পণ্য চলাচল নিশ্চিত করা হবে। রেলপথ ও আনুষঙ্গিক অবকাঠামোর উন্নয়ন, নির্মাণ ও পরিচালনায় পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ এবং বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে সার্বিক নীতি সহায়তা প্রদান করা হবে। অধিকন্তু, বিদ্যমান রেল সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

৫.৪.৩ সেতু অবকাঠামো: সড়ক, রেল ও নৌপথে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয়তার নিরিখে সেতু অবকাঠামো স্থাপন করা হবে। এক্ষেত্রে সড়ক, নৌ, রেল ও সেতু কর্তৃপক্ষের মধ্যে নিবিড় সমন্বয় সাধন করতে হবে। নৌরুটের উপর সেতু, কালভার্ট বা অন্য যে-কোনো ধরনের অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে পণ্যবাহী নৌ চলাচলে কোনো বাধা হবে না মর্মে বাস্তবায়নকারী সকল মন্ত্রণালয়কে নিশ্চিত করতে হবে। ইতঃপূর্বে তৈরিকৃত অবকাঠামো কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে থাকলে তা চিহ্নিতপূর্বক প্রতিস্থাপন করতে হবে।

৫.৪.৪ অভ্যন্তরীণ নৌপথ : যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের চাহিদার ভিত্তিতে নৌপথের গুরুত্বপূর্ণ রুটসমূহ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সুবিধাদি নির্মাণ করা হবে। বছরের সকল মৌসুম এবং সকল রুটে চলাচল উপযোগী পণ্যবাহী নৌযান নির্মাণ এবং নিয়মিত হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভের মাধ্যমে ড্রেজিং করে বছরব্যাপী নৌপথের নাব্যতা বজায় রাখা হবে। যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের সুবিধা বিকাশে অভ্যন্তরীণ নৌপথসমূহের মধ্যে আন্তঃসংযোগ নিশ্চিত করতে হবে। নৌপথে পণ্য পরিবহণ নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে নৌযানের উপযুক্ততা, চালক ও কর্মীদের দক্ষতাসহ অন্যান্য নিরাপত্তা সামগ্রী, নৌযান ও নৌ চালকদের নিবন্ধন/লাইসেন্স/পারমিট নিশ্চিত করতে হবে। নৌপথের মাশুল হার যৌক্তিকীকরণ করা হবে এবং ব্যবসা ও পর্যটন খাতের বিকাশে উপ-আঞ্চলিক নৌ-সংযোগ বৃদ্ধিতে প্রাধান্য প্রদান করা হবে। নৌযান নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য বেসরকারি বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা হবে।

৫.৪.৫ অভ্যন্তরীণ নৌবন্দর অবকাঠামো: নৌবন্দরের সঙ্গে সড়ক ও রেলপথের সংযোগ স্থাপন এবং নদীবন্দর হতে অন্যান্য পরিবহণ মাধ্যমে সহজে পণ্য স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। ড্রেজিং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নৌবন্দরে সকল আকারের নৌযানের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণ নিশ্চিত করতে হবে। সাশ্রয়ী ও নিরাপদ কন্টেইনার টার্মিনাল এবং বন্ডেড ও নন-বন্ডেড ওয়্যারহাউজ নির্মাণের মাধ্যমে নৌপথে পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থাকে দক্ষ ও সাশ্রয়ী করে গড়ে তোলা হবে। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ নৌবন্দরসমূহকে River Information System (RIS)-এর আওতায় নিয়ে আসা হবে। নৌবন্দরের তীরভূমি হতে সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, দখল ও দূষণ রোধ এবং ভরাট অপসারণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। নৌবন্দর ও সমুদ্রবন্দরের মধ্যে সংযোগস্থাপন করা এবং আন্তর্জাতিক নদীবন্দরসমূহে চলাচলকারী নৌযানের পারমিট, অনাপত্তিপত্র প্রভৃতি নীতিমালা সহজীকরণসহ প্রতিযোগিতামূলক হারে বন্দর ব্যবহার ফি নির্ধারণ ও আধুনিক কাস্টমস সুবিধাদি স্থাপন করা হবে। সর্বোপরি, নৌবন্দরসমূহ পরিচালনায় দক্ষ জনবল ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণের সময় ও ব্যয় কমিয়ে আনা হবে।

৫.৪.৬ সমুদ্র বন্দর অবকাঠামো: সমুদ্র বন্দরের সঙ্গে সড়ক, রেলপথ, আকাশ ও অভ্যন্তরীণ নৌপথের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশের সকল অর্থনৈতিক অঞ্চল, আন্তঃদেশীয় অর্থনৈতিক করিডোর, শিল্পাঞ্চল, বিমানবন্দর, নৌবন্দর, স্থলবন্দর, ওয়্যারহাউজ আইসিডি/ কন্টেইনার ফ্রেইট স্টেশন এবং এয়ার ফ্রেইট স্টেশনকে সংযুক্ত করতে প্রয়োজনীয় পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। সমুদ্রবন্দরে পণ্য ওঠা-নামা করার জন্য অত্যাধুনিক সরঞ্জাম সংযোজন এবং সমুদ্রবন্দরের নিকট কন্টেইনার/পণ্যের নিরাপদ মজুতের জন্য ওয়্যারহাউজ/অফ ডক/আইসিডি সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। সমুদ্রপথের নিরাপত্তার জন্য আন্তর্জাতিক প্রটোকল অনুযায়ী আন্তঃদেশীয় সমঝোতা স্বাক্ষর করা হবে। এতে সমুদ্রপথের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এবং সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহণের সুবিধাজনক ব্যবস্থা তৈরি হবে। সমুদ্রবন্দরে জাহাজের বার্থিং এবং গ্যাংশিফ্ট আউটপুট আধুনিকীকরণের মাধ্যমে বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। বড় আকারের জাহাজযোগে পণ্য পরিবহণের জন্য জোয়ার এবং ভাটা, উভয় সময়ে বন্দরের নাব্যতা বজায় রাখা হবে। এছাড়া সমুদ্রবন্দর অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদানসহ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP)-কে উৎসাহিত করা হবে। এক্ষেত্রে ল্যান্ডলর্ড পোর্ট মডেল অনুসরণ করা যেতে পারে।

৫.৪.৭ বিমানবন্দর অবকাঠামো : আকাশপথে পণ্য পরিবহণের জন্য বিশেষায়িত (Dedicated) কার্গো সার্ভিস চালু এবং এয়ার কার্গো টার্মিনাল স্থাপন করা হবে। একই সঙ্গে দেশের সকল আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরে পৃথকভাবে আধুনিক কার্গো সার্ভিস চালু এবং ওয়্যারহাউজ নির্মাণ করা হবে। আকাশপথে পণ্য পরিবহণ প্রক্রিয়া আরও নিরাপদ ও দক্ষ করার লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি বিমানবন্দরে আধুনিক পণ্য হ্যান্ডলিং ও অপারেশন এবং কাস্টম সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। দেশের সকল বিমানবন্দরের বিদ্যমান পণ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আধুনিক সরঞ্জাম ও প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। কৃষি, কৃষিজাত, ঔষধ, মৎস্য, খাদ্যপণ্য ইত্যাদির গুণগতমান নিশ্চিতকরণে বিমানবন্দরে বিশেষায়িত কোল্ড চেইন ব্যবস্থাপনা ও গ্রিন চ্যানেল স্থাপন করা হবে। পণ্য বাছাই ও প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (Sorting and Processing Centre)-এর মাধ্যমে ক্রস বর্ডার ই-কমার্সের প্রসার ঘটানো হবে। এয়ার কার্গো হাব নির্মাণ, এয়ার এক্সপ্রেস ও এয়ার কার্গো শিল্পের বিকাশ এবং কার্গো স্ক্রিনিং ও কার্গো হ্যান্ডলিং ব্যয় হ্রাসে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সার্বিকভাবে বিমানবন্দরে পণ্য পরিবহণ প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা ও দক্ষতা বহুলাংশে বৃদ্ধি করা হবে। এছাড়া বিমানবন্দর অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদান করা হবে।

৫.৪.৮ স্থলবন্দর/ টোল অবকাঠামো: দেশের সকল স্থল বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। পণ্য হ্যান্ডলিং-এর ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সংরক্ষণের জন্য পণ্যভিত্তিক বিশেষায়িত আধুনিক বন্ডেড এবং নন-বন্ডেড ওয়্যারহাউজ নির্মাণের মাধ্যমে পরিবহণকৃত পণ্যের গুণগতমান অক্ষুণ্ন রেখে পরিবহণজনিত ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা হবে। স্থল বন্দরসমূহে কাস্টমস ব্যবস্থাপনা আরও দক্ষ ও কার্যকর করা হবে। এছাড়া স্থল বন্দর অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদান করা হবে।

৫.৪.৯ অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপো/ওয়্যারহাউজ অবকাঠামো: সমুদ্রবন্দর, বিমানবন্দর এবং রেল স্টেশনের নিকটবর্তী সুবিধাজনক স্থানে প্রয়োজনীয়সংখ্যক অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপো (ICD)/কন্টেইনার ফ্রেইট স্টেশন (CFS)/এয়ার ফ্রেইট স্টেশন (AFS)/ অফ ডক/ওয়্যারহাউজ/সকল পণ্যভিত্তিক বন্ডেড ওয়্যারহাউজ/সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যারহাউজ নির্মাণ করা হবে। কন্টেইনার নির্মাণ, মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে বেসরকারি উদ্যোক্তা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদান করা হবে। এছাড়া বন্দর হতে পণ্য ছাড়করণ ব্যবস্থাপনার উপর চাপ হ্রাসে অধিক পরিমাণে বেসরকারি অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপো/ওয়্যারহাউজ নির্মাণে সহায়তা প্রদান, স্থাপন ও পরিচালনা-সংক্রান্ত নীতিমালা সংস্কার ও বিদ্যমান সম্ভাবনাময় আইসিডিগুলোর ক্ষেত্রে সড়ক/ নৌ/ রেল সংযোগ স্থাপন করা হবে, যাতে এটি বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে এবং পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। আইসিডি/সিএফএস/অফ ডক/ওয়্যারহাউজের জন্য নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বন্দর হতে অফ ডক/অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপোতে কন্টেইনার এন্ট্রি ও এক্সিটের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা সহজীকরণ করা হবে। সর্বোপরি, সকল অর্থনৈতিক অঞ্চল ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপো/ওয়্যারহাউজ/কন্টেইনার ডিপো/টার্মিনাল অবকাঠামো উন্নয়ন ও সমন্বয় সাধন করা হবে।

৫.৪.১০ টেম্পারেচার কন্ট্রোল্ড লজিস্টিক্স অবকাঠামো: কৃষি, ঔষধ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ শিল্পের বিকাশ, পরিবহণজনিত অপচয় হ্রাস এবং দেশি ও আন্তর্জাতিক বাজারে এ সকল পণ্যের বাজারজাতকরণের প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য দেশব্যাপী টেম্পারেচার কন্ট্রোল্ড লজিস্টিক্স অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি জেলার উৎপাদন সক্ষমতা বিবেচনায় রাখা হবে। কুলিং ভ্যানসহ টেম্পারেচার কন্ট্রোল্ড যানবাহন, যন্ত্রাংশ আমদানি, সংযোজন ও উৎপাদন শিল্পের বিকাশে নীতি সহজীকরণ করা হবে। টেম্পারেচার কন্ট্রোল্ড লজিস্টিক্স অবকাঠামোর বিকাশে ফরওয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ তৈরিতে নীতি সহায়তা প্রদান করা হবে। এছাড়া বেসরকারি খাত কর্তৃক সমুদ্র, নৌ ও বিমানবন্দরসমূহের নিকট টেম্পারেচার কন্ট্রোল্ড ওয়্যারহাউজ গড়ে তুলতে নীতি সহায়তা প্রদান করা হবে।

৫.৪.১১ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে লজিস্টিক্স অবকাঠামো: অর্থনৈতিক অঞ্চল ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি অর্থনৈতিক অঞ্চল ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের মহাপরিকল্পনায় লজিস্টিক্স হাব নির্মাণে স্থান নির্ধারণ ও অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা হবে। বর্ণিত অঞ্চলসমূহকে সড়কের পাশাপাশি রেলপথ ও নৌপথের মাধ্যমে দেশের লজিস্টিক্স নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। সর্বোপরি, এসকল অঞ্চলের অভ্যন্তরে ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান, লরি, কন্টেইনার কারসহ যাবতীয় যানবাহনের জন্য কেন্দ্রীয় ফ্রেইট টার্মিনাল ও ডিপো স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

অধ্যায় ০৬
লজিস্টিক্স খাত ও বাণিজ্য সহজীকরণ (Trade Facilitation)

৬.১ সুদক্ষ লজিস্টিক্স ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাণিজ্য সহজীকরণ। লজিস্টিক্স সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সূচকে দ্রুততম সময়ে ও স্বল্প ব্যয়ে পণ্য ছাড়করণ অন্যতম নির্ণায়ক হিসাবে বিবেচিত হয়।

৬.২ পণ্য আমদানি ও রপ্তানি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন, নীতি, বিধি, পদ্ধতি সহজীকরণ, সমন্বিতকরণ এবং ডব্লিউটিও ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্টের বিধিবিধান বাস্তবায়ন করে ব্যাবসা-বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে। এর ফলে ব্যাবসা-বাণিজ্যের সময় ও ব্যয় হ্রাস পাবে যা এ নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হবে। বাণিজ্য সহজীকরণের আওতায় কাস্টমস পদ্ধতি, সার্টিফিকেশন পদ্ধতি ও আমদানি-রপ্তানি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের নিজস্ব ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন ও উন্নয়ন, পণ্য জাহাজিকরণ ও ছাড়করণ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের মধ্যে নিবিড় সমন্বয় সাধন অন্তর্ভুক্ত হবে।

৬.৩ পণ্য খালাস প্রক্রিয়া দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে শুল্কায়ন প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও ত্বরান্বিতকরণ, বন্দর ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, ইলেকট্রনিক কাস্টমস ডিক্লারেশন, ডিজিটাল ডকুমেন্টেশন, অটোমেটেড ক্লিয়ারেন্স সিস্টেম, দক্ষ ও সমন্বিত সীমান্ত ব্যবস্থাপনা (Integrated and Coordinated Border Management System), পোর্ট কমিউনিটি সিস্টেম, প্রি এরাইভাল প্রসেসিং, অটোমেটেড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, অথোরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর, অ্যাডভান্সড রুলিংস, পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট, ও কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের প্রক্রিয়া সমন্বিতকরণ (Harmonization) এবং মিউচুয়াল রিকগনিশন এগ্রিমেন্ট সম্পাদন করা হবে।

৬.৪ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুসমন্বিতকরণ ও সহজীকরণের লক্ষ্যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-এর ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট (TFA)-এর স্বাক্ষরকারী দেশ হিসাবে বাংলাদেশ ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্টের সকল সূচক বাস্তবায়ন করবে। WTO ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্টে বাংলাদেশের অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বিশেষত লজিস্টিক্স-সংক্রান্ত নির্দেশক তারিখ নির্ধারিত রয়েছে সে-সকল কার্যক্রম অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গৃহীত হবে। এ বিষয় ত্বরান্বিতকরণে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন National Trade Facilitation কমিটিসহ সকল সংশ্লিষ্ট সরকারি, বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান কাজ করবে।

অধ্যায় ০৭
লজিস্টিক্স খাতে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার

৭১. বিশ্বমানের ট্র্যাকিং ও ট্রেসিং ব্যবস্থাপনাসহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটালাইজড লজিস্টিক্স ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence), মেশিন লার্নিংসহ আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা-সংবলিত সমন্বিত লজিস্টিক্স অবকাঠামো ও সেবা ব্যবস্থা তৈরি এ নীতির অন্যতম লক্ষ্য। এ খাতে সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর এবং সুবিধাভোগী দেশি-বিদেশি সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ কর্তৃক বর্তমানে ব্যবহৃত সকল ডিজিটাল পদ্ধতি পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত করে কাঙ্ক্ষিত সুবিধাদি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে উপাত্ত বিনিময় (Data Sharing) ও আন্তঃপরিচালন (Interoperability) সুবিধা নিশ্চিত করাসহ বিশ্বের উন্নত দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও পণ্য পরিবহণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পৌঁছানো (End to End) এবং গতিপথ অনুসরণের জন্য তাৎক্ষণিক (Real Time) অনুসন্ধান ব্যবস্থা (Tracing and Tracking System) কার্যকর করা হবে। প্রদেয় সেবার মান যাচাই করার জন্য মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। দেশের সকল সড়ক পথে ও সেতুর জন্য পণ্য পরিবহণে স্বয়ংক্রিয় টোল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে।

৭.২ বিভিন্ন উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করে তৈরিকৃত একক সেবা প্ল্যাটফর্ম (One Stop Service Platform) সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে পারবে। এই প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুতকরণ ও বাস্তবায়নে ব্লক চেইন প্রযুক্তি ও ইন্টারনেট অব থিংস (Internet of Things—IoT)-এর ব্যবহার এবং ন্যাশনাল ডেটা আর্কিটেকচার (BNDA) স্ট্যান্ডার্ডস অনুসরণ করবে। ডেটা ও তথ্য আদান-প্রদানে নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সিকিউরিটি গাইডলাইন অনুসরণসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জাতীয় ই-সার্ভিস বাস ব্যবহার করতে হবে।

৭.৩ ই-কমার্সের বিকাশ এবং ক্রসবর্ডার পেপারলেস ট্রেড (Cross Border Paperless Trade) নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিক কানেক্টিভিটি প্ল্যাটফর্মে অন্তর্ভুক্তি, ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমের বর্ধিত ও কার্যকর ব্যবহার, ডিজিটাল স্বাক্ষর সংযোজন, ইলেকট্রনিক্যালি দলিলাদি যাচাইকরণ এবং তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অধ্যায় ০৮
লজিস্টিক্স খাতে মানবসম্পদ ও দক্ষতা উন্নয়ন

৮.১ জাতীয় লজিস্টিক্স নীতির অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজন দক্ষ ও বিশেষায়িত কর্মী। এ খাতে দক্ষ জনশক্তি তৈরির মাধ্যমে একদিকে যেমন অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে লজিস্টিক্স খাতের সামগ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, অপরদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে বিশেষায়িত জনশক্তি রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৮.২ একটি কার্যকর লজিস্টিক্স প্রতিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে পেশাভিত্তিক চাহিদা পূরণের জন্য সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপক ও প্রকর্মী, ওয়্যারহাউজ ব্যবস্থাপক ও প্রকর্মী, পরিবহণ ব্যবস্থাপক ও প্রকর্মী, সিএন্ডএফ, কাস্টমস ও ট্রেড কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপক, ট্রেড ডেটা বিশেষজ্ঞ, প্রকিউরমেন্ট বিশেষজ্ঞ, ব্যয় ও গুণগতমান নিরীক্ষক ও প্রকর্মী, লজিস্টিক্স ব্যবস্থাপকসহ সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হবে। আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের শিল্পকারখানায় পূর্ণাঙ্গ ডিজিটালাইজেশন এবং বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রবর্তিত হচ্ছে। স্মার্ট ফ্যাক্টরি ধারণায় মানুষের কাজের সঙ্গে সাইবার ফিজিক্যাল পদ্ধতিতে যন্ত্রকে সুসংহতভাবে যুক্ত করা হচ্ছে যার প্রভাব লজিস্টিক্স খাতেও পরিলক্ষিত। লজিস্টিক্স খাতে মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে :

৮.২.১ লজিস্টিক্স খাতের কর্মী সংখ্যা নিরূপণ ও দক্ষ মানবসম্পদের ভবিষ্যৎ চাহিদা ও যোগান প্রক্ষেপণে উপখাতভিত্তিক জরিপ ও গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে দক্ষতাসংক্রান্ত ঘাটতি বিশ্লেষণ;

৮.২.২ লজিস্টিক্স বিষয়ক শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রশিক্ষণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাঠক্রম (Curriculum) প্রস্তুতকরণ এবং শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন;

৮.২.৩ বিদ্যমান শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

৮.২.৪ লজিস্টিক্স খাতের সুনির্দিষ্ট দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন;

৮.২.৫ বিভিন্ন পর্যায়ের দক্ষ জনবল প্রস্তুতের লক্ষ্যে বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে লজিস্টিক্স খাতের উপখাতসমূহের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সুনির্দিষ্ট পেশাভিত্তিক উচ্চতর শিক্ষা কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন;

৮.২.৬ দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য শিল্প ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সংযোগ দৃঢ়ীকরণ;

৮.২.৭ দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানে ফ্রেশ স্কিলিং ছাড়াও পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (Recognition of Prior Learning), পুনর্দক্ষতায়ন (Re-Skilling), উচ্চতর দক্ষতায়ন (Up-Skilling) প্রশিক্ষণ, শিক্ষানবিশি (Apprenticeship) এবং ইন্টার্নশিপকে গুরুত্ব প্রদান;

৮.২.৮ আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য পেশাভিত্তিক সনদায়নের ব্যবস্থাকরণ;

৮.২.৯ বিদেশি প্রকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষতা হস্তান্তর (Skills Transfer) এবং সনদায়নের ক্ষেত্রে মিউচুয়াল রিকগনিশন এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর (MRA) নিশ্চিতকরণ; এবং

৮.২.১০ দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) কর্তৃক প্রণীত ও অনুমোদিত 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২২' ও 'জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৭'-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সরকারি ও বেসরকারি খাতের পরিবর্তনশীল চাহিদার নিরিখে দক্ষ কর্মী তৈরিতে একটি 'মানবসম্পদ উন্নয়ন কৌশল' প্রণয়ন এবং 'লজিস্টিক্স ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল' গঠন।

৮.৩ এ খাতের উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে লজিস্টিক্স শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ পর্যায়ক্রমে স্ব স্ব কর্মীদের দক্ষ কর্মীতে রূপান্তর করবে। একই সঙ্গে নিয়োজিত কর্মীর কল্যাণ, অনুকূল কর্মপরিবেশ, পেশাগত সুরক্ষা ও নিরাপত্তাসহ শ্রম আইন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিধিবিধানে বিধৃত বিষয়াদি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

অধ্যায় ০৯
লজিস্টিক্স খাতে বিনিয়োগ

৯.১ বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০৪১ সালে জাতীয় অর্থনীতির আকার দাঁড়াবে আনুমানিক ২.৫০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ সময়ে রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ৩০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে প্রায় ৬০-৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যেখানে অবকাঠামো খাতের বছরভিত্তিক বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এসকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অনুঘটক হিসাবে লজিস্টিক্স খাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৯.২ বিপুল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশের ফলে বাংলাদেশকে বিনিয়োগের জন্য গুরূত্বপূর্ণ গন্তব্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশ বিদেশি বিনিয়োগের জন্য উদার বিনিয়োগ পরিবেশ নিশ্চিত করেছে। বাংলাদেশে সুনির্দিষ্ট আইন দ্বারা বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা প্রদান এবং লজিস্টিক্সের উপখাতসমূহে দেশি-বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হয়েছে।

৯.৩ জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২-এ বর্ণিত লজিস্টিক্স খাতের প্রচলিত উপ-খাতসমূহে বিনিয়োগ আহরণের লক্ষ্যে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। এসকল উপখাতসমূহে বিনিয়োগ, পরিচালন এবং গ্রাহক সেবা সময়াবদ্ধ করা হয়েছে। এ খাতে নীতি ও পরিচালন বিশ্বমানের করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

৯.৪ লজিস্টিক্স খাতে বিনিয়োগ আহরণ ও বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত নীতিগত দিকগুলো প্রাধান্য পাবে :

৯.৪.১। লজিস্টিক্সের সকল উপখাতে বেসরকারি বিনিয়োগ (দেশীয়, সম্পূর্ণ বিদেশি, দেশি-বিদেশি যৌথ) ও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বমূলক (Public Private Partnership) বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ;

৯.৪.২। বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দেশীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যাকওয়ার্ড/ফরোয়ার্ড লিংকেজ হিসাবে সাপ্লাই চেইনে সংযুক্তকরণে উৎসাহিতকরণ;

৯.৪.৩। অধিক হারে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে দেশি-বিদেশি যৌথ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যৌক্তিক সমতা বিধান;

৯.৪.৪ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নতুন কর্মসংস্থান ও দক্ষতা তৈরিতে সহায়ক এবং প্রযুক্তিভিত্তিক ও উদ্ভাবনী লজিস্টিক্স প্রকল্পে বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ;

৯.৪.৫ বাস্তবতার নিরিখে বিশ্বে প্রচলিত নন-ইক্যুইটি পদ্ধতিতে বিনিয়োগের পাশাপাশি অন্যান্য পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও প্রকল্প বাস্তবায়নে নীতি সহায়তা প্রদান;

৯.৪.৬ লজিস্টিক্স খাতকে প্রদত্ত অগ্রাধিকার মর্যাদার ভিত্তিতে কৌশলগত প্রকল্প গ্রহণ ও দ্রুত বাস্তবায়ন;

৯.৪.৭ দীর্ঘমেয়াদি ও বৃহৎ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ও সহজতর পদ্ধতিতে যথাসময়ে গ্রাহক সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ;

৯.৪.৮ লজিস্টিক্স খাতে পিপিপি পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রক্রিয়া সহজিকরণ; এবং

৯.৪.৯ লজিস্টিক্স খাতে বিনিয়োগ সংক্রান্ত আইন/বিধি/প্রবিধি/নীতি ইত্যাদি সহজিকরণ।

অধ্যায় ১০
পরিবেশবান্ধব লজিস্টিক্স খাত ব্যবস্থাপনা

১০.১ বিশ্ববাজারে বিশেষত উন্নত দেশসমূহে বর্তমান ও ভবিষ্যতে পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা একটি অন্যতম নিয়ামক হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী জীবাশ্ম জ্বালানি (Fossil Fuel) ব্যবহারের ফলে পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি সাধনের পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ ঘটছে, যা বৈশ্বিক উষ্ণায়নসহ জলবায়ু পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করছে। তাছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও শিল্প বর্জ্যকে পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ বিপর্যয় রোধে সার্কুলার ইকোনমিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। একই সঙ্গে বিনিয়োগের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসাবে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো কার্বন নিঃসরণ হ্রাসকরণসহ নেট জিরো (Net Zero) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করছে। এক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব লজিস্টিক্স ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একটি টেকসই ব্যাবসায়িক পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব।

১০.২ জাতীয় পরিবেশ নীতি, ২০১৮ অনুযায়ী যোগাযোগ ও পরিবহণ খাতসহ মোট ২৪টি খাতভিত্তিক কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে এবং উক্ত নীতির ৩.১৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য যোগাযোগ ও পরিবহণ খাতে যে-কোনো নীতি এবং পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে ১৬টি সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা এবং বাস্তবায়নযোগ্য ১২টি কার্যক্রম এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা চিহ্নিত করা হয়েছে। অধিকন্তু, সরকার বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক Nationally Determined Contribution (NDC) প্রণয়ন করেছে, যেখানে ২০৩০ সালের মধ্যে শর্তহীন অবদানের মাধ্যমে (নিজস্ব উদ্যোগে) ৬.৭৩% এবং শর্তযুক্ত অবদানের মাধ্যমে (বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে) ১৫.১২% গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন কমানোর প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে। NDC অনুযায়ী পরিবহণ খাতে ২০৩০ সাল নাগাদ গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ দাঁড়াবে ৩৬.২৮ মিলিয়ন টন CO_2e, যার মধ্যে ৩.৩৯ মিলিয়ন টন CO_2e শর্তহীনভাবে এবং আরও অতিরিক্ত ৬.৩৩ মিলিয়ন টন CO_2e শর্তহীন অবদানের মাধ্যমে হ্রাস করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

১০ ৩. পরিবেশবান্ধব লজিস্টিক্স ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে জাতীয় পরিবেশ নীতি, ২০১৮-এর আলোকে, বাংলাদেশের Nationally Determined Contribution (NDC), মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা, ২০২২-২০৪১ (Mujib Climate Prosperity Plan 2022-2041), National Adaptation Plan, ২০৫০ অনুসরণপূর্বক বিশ্বের উন্নত দেশে গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থার দেশীয় পরিবেশবান্ধব অভিযোজন ও বাস্তবায়নের নিমিত্ত বাংলাদেশকে একটি সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ আলোকে নিম্নরূপ পরিকল্পনার ভিত্তিতে সকল খাতের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা সহযোগে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে :

১০.৩.১ অর্থনীতিতে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে পরিবহণ খাতের কার্বন মুক্তকরণ (Decarbonization) কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে সর্বস্তরের পণ্য পরিবহণে পরিবেশবান্ধব যানবাহন (Green Transport) চালুকরণ;

১০.৩.২ লজিস্টিক্স অবকাঠামোতে পরিবেশবান্ধব ও নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

১০.৩.৩ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব (যথা—চরম আবহাওয়া, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য জলবায়ু সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ) মোকাবিলায় লজিস্টিক্স অবকাঠামোর সহিষ্ণুতা (Resilience) বাড়ানোর জন্য কৌশল উদ্ভাবন এবং এর বাস্তবায়ন;

১০.৩.৪ বায়ুদূষণ রোধে পরিবহণ জ্বালানি ব্যবহার হ্রাসকল্পে পরিবহণ রুটের সর্বোত্তম ব্যবহার (Optimization) নিশ্চিতকরণ;

১০.৩.৫ শব্দদূষণ রোধে লজিস্টিক্স-সম্পর্কিত সকল কার্যক্রমে শব্দ দূষণরোধক প্রযুক্তির ব্যবহার;

১০.৩.৬ লজিস্টিক্স-সম্পর্কিত সকল কার্যক্রমে প্লাস্টিক ও প্যাকেজিং বর্জ্যসহ কঠিন ও তরল বর্জ্যের হ্রাস, পুনঃচক্রায়ন ও পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাপনায় যথাযথ প্রযুক্তি ব্যবহার;

১০.৩.৭ জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি, ২০২৪ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশবিষয়ক বিধিবিধান, মানমাত্রা ও প্রটোকল প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ;

১০.৩.৮ লজিস্টিক্স খাতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি যেমন: বৈদ্যুতিক যান, নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস এবং স্মার্ট লজিস্টিক্স সলিউশন ইত্যাদি গ্রহণে উৎসাহিতকরণ;

১০.৩.৯ প্রাকৃতিক বনভূমি ও জীববৈচিত্র্যের প্রাকৃতিক আবাসস্থল সংরক্ষণে লজিস্টিক্স-সম্পর্কিত সকল কার্যক্রমে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

১০.৩.১০ লজিস্টিক্স অপারেশনসমূহে পানির ব্যবহার হ্রাস এবং সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে ভূ-উপরিভাগস্থ পানির (Surface Water) ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, পরিবহণের সময় বিপজ্জনক পদার্থের ছড়িয়ে পড়া রোধে পানি দূষণ প্রতিরোধমূলক অনুশীলন (The National Oil and Chemical Spill Contingency Plan-NOSCOP) ইত্যাদির বাস্তবায়ন;

১০.৩.১১ লজিস্টিক্স খাতের প্রতিটি উপখাতের কার্যসম্পাদনকালে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (Environmental Impact Assessment); এবং

১০.৩.১২ বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem) এবং জীববৈচিত্র্যের (Biodiversity) উপর নেতিবাচক প্রভাব দূরীকরণে লজিস্টিক্স অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ (Conservation of Biodiversity) ব্যবস্থা বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।

অধ্যায় ১১
লজিস্টিক্স খাতে সেফটি, সিকিউরিটি ও কমপ্লায়েন্স

১১.১ লজিস্টিক্স খাতে সেফটি, সিকিউরিটি ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে নিরোধ (Prevention), প্রস্তুতি (Preparedness) এবং প্রতিক্রিয়া (Response) বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের লজিস্টিক্স-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন/নীতিমালা/প্রটোকল/চুক্তি/কনভেনশন ইত্যাদির আলোকে প্রতিপালনসহ (Compliance) নিম্নোক্ত বিষয়াদি নিশ্চিত করা হবে :

১১.১.১ লজিস্টিক্স খাতের প্রতিটি উপখাতের কার্যসম্পাদনকালে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রতিপালন নিশ্চিত করা হবে;

১১.১.২ পণ্য পরিবহণ প্রবাহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জিপিএস, ট্র্যাকিং ও ট্রেসিংসহ (Tracking and Tracing) আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত পদ্ধতিসমূহ চালু, দুর্ঘটনা প্রতিরোধে নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা নির্দেশিকা প্রদান করা হবে;

১১.১.৩ সকল শ্রেণির পরিবহণে এবং সড়ক, নৌ ও রেলপথে পর্যাপ্তসংখ্যক অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাকরণ ও আধুনিক প্রযুক্তি সুবিধা-সংবলিত যানবাহন ও যন্ত্রাদির সংযোজন এবং ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম (Emergency Response Team) গঠনের মাধ্যমে এ খাতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Risk Management) নিশ্চিত করা হবে;

১১.১.৪ পণ্যবাহী সকল পরিবহণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে যানবাহনের উপযুক্ততা, চালক ও কর্মীদের নিবন্ধন/লাইসেন্স/সনদায়নসহ প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সামগ্রী নিশ্চিত করা হবে;

১১.১.৫ পণ্য পরিবহণ নিরাপদ করার লক্ষ্যে সার্ভেইলেন্স ক্যামেরা, পর্যাপ্ত সার্ভিস সেন্টার, রিফুয়েলিং স্টেশন, জরুরি SOS Point, ইলেকট্রিক ভেহিকেল চার্জিং স্টেশন, সার্ভিস লেন নির্মাণ, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র, পণ্যবাহী গাড়িচালকদের জন্য বিশ্রামাগার, এবং যানবাহনের জরুরি মেরামতের জন্য পরিকল্পিত অবকাঠামো তৈরি করা হবে;

১১.১.৬ বিপজ্জনক পণ্যের পরিবহণ, গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণ, বন্দোবস্ত ও বিনষ্টকরণসহ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করা হবে;

১১.১.৭ লজিস্টিক্স খাতের সকল উপখাতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করা হবে;

১১.১.৮ লজিস্টিক্স খাতে দুর্ঘটনা বিমা সুবিধা নিশ্চিত করা হবে;

১১.১.৯ সেফটি, সিকিউরিটি ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষিত ও সনদপ্রাপ্ত জনবল নিয়োগ নিশ্চিত করা হবে;

১১.১.১০ সেফটি, সিকিউরিটি ও কমপ্লায়েন্স সেবা ব্যবস্থাপনায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হবে; এবং

১১.১.১১ স্ব স্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দ্রুততম সময়ে অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ নিশ্চিত করা হবে।

অধ্যায় ১২
নীতি বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা ও মূল্যায়নে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

১২.১। লজিস্টিক্স খাত সংশ্লিষ্ট নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা, সংশোধন ও মূল্যায়ন দুই পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে সম্পাদিত হবে:

১২.১.১ দিক্‌নির্দেশনা ও সমন্বয় পর্যায় : জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত দুটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দিকনির্দেশনা প্রদান ও সমন্বয় সাধন করবে :

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন কাউন্সিল; এবং
- প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি।

১২.১.২ বাস্তবায়ন পর্যায় : এ নীতিতে বর্ণিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/কর্তৃপক্ষসমূহ সময়ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। এ নীতি জারি হওয়ার পর নির্দেশিত সময়ের মধ্যে পরিমাপযোগ্য মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশকসহ (Key Performance Indicator—KPI) সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা 'জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির' নিকট দাখিল করবে এবং পরবর্তীকালে নিয়মিতভাবে সময়ভিত্তিক অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/কর্তৃপক্ষ KPI অর্জনের লক্ষ্যে নিজস্ব মনিটরিং টুল প্রস্তুত করত ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে তা ডিজিটাল পদ্ধতিতে রিয়েল টাইমে প্রদর্শিত রাখবে, যা সমন্বিত লজিস্টিক্স ড্যাশবোর্ডে (Integrated Logistics Dashboard—ILD) প্রতিফলিত হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর/ সংস্থা/ কর্তৃপক্ষসমূহ তাদের নিজস্ব কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে লজিস্টিক্স-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় নিশ্চিত করবে। কোনো বিষয় নিষ্পন্ন না করা গেলে সিদ্ধান্তের জন্য জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটিতে উপস্থাপিত হবে।

১২.২ জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন কাউন্সিল (National Council for Logistics Development—NCLD) বাংলাদেশের লজিস্টিক্স খাতের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন কাউন্সিল গঠিত হবে। লজিস্টিক্স খাত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিবগণ এই কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

১২.২.১ জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন কাউন্সিলের গঠন নিম্নরূপ :

১	**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী**	**সভাপতি**
২	মাননীয় মন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩	মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪	মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য

৭	মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮	মাননীয় মন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯	মাননীয় মন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০	মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
১১	সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
১২	প্রেসিডেন্ট, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি	সদস্য
১৩	প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
১৪	প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি	সদস্য
১৫	লজিস্টিক্স খাত সংশ্লিষ্ট স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞ (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	২ জন সদস্য
১৬	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব	সদস্য-সচিব

১২.২.২ জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন কাউন্সিলের কর্মপরিধি

জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন কাউন্সিলের কর্মপরিধি নিম্নরূপ :

- জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন নিশ্চিতকরণে দিক নির্দেশনা প্রদান;
- লজিস্টিক্স খাতে বিনিয়োগ আহরণ ও ব্যবসা প্রসারে কৌশলগত দিক্‌নির্দেশনা প্রদান; এবং
- লজিস্টিক্স খাতের বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ চাহিদার ভিত্তিতে জাতীয় লজিস্টিক্স নীতির পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংশোধন অনুমোদন।

জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন কাউন্সিল বছরে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবে। উক্ত কাউন্সিল প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্‌ট করতে পারবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্বাহী সেল এ কাউন্সিলের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

১২.৩ জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি (National Logistics Development and Coordination Committee—NLDCC) :

জাতীয় প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধি, দক্ষ পণ্য পরিবহণ ও সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে লজিস্টিক্স খাতের সার্বিক উন্নয়নে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করবে।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি গঠিত হবে। লজিস্টিক্স খাত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিব ও বেসরকারি খাতের অংশীজনগণ এই কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবেন। কমিটির কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আন্তঃমন্ত্রণালয়ে কোনো উপখাতভিত্তিক অমীমাংসিত বিষয় থাকলে, তা জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটিতে উপস্থাপনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হবে।

উল্লেখ্য, জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিগত ২৫ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের (নং ০৩.১০.২৬৯০.৮৮২.০১৮.০০১.২২-১৫) মাধ্যমে গঠিত 'জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি' অবলুপ্ত হবে এবং এই নীতিতে ঘোষিত 'জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি' উক্ত অবলুপ্ত কমিটির স্থলে প্রতিস্থাপিত হবে।

১২.৩.১ জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির গঠন নিম্নরূপ :

১	**প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব**	**সভাপতি**
২	গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
৩	সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
৪	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭	সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সদস্য
৮	সচিব, সেতু বিভাগ	সদস্য
৯	সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০	সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
১১	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
১২	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য
১৪	সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫	সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৬	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
১৭	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ	সদস্য
১৮	নির্বাহী চেয়ারম্যান, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
১৯	উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
২০	প্রেসিডেন্ট, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি	সদস্য
২১	প্রেসিডেন্ট, চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি	সদস্য

২২	প্রেসিডেন্ট, ফরেইন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি	সদস্য
২৩	প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সোসাইটি	সদস্য
২৪	চেয়ারম্যান, শিপার্স কাউন্সিল অব বাংলাদেশ	সদস্য
২৫	প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
২৬	প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো এসোসিয়েশন	সদস্য
২৭	প্রেসিডেন্ট, ই-কমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ	সদস্য
২৮	প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি	সদস্য
২৯	চেয়ারপারসন, বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট	সদস্য
৩০	লজিস্টিক্স খাত সংশ্লিষ্ট স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞ (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	২ জন সদস্য
৩১	মহাপরিচালক, নির্বাহী সেল, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য-সচিব

এ কমিটির সদস্য হিসাবে সচিব বলতে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

১২.৩.২ জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির কর্মপরিধি

জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির কর্মপরিধি নিম্নরূপ :

- জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন;
- লজিস্টিক্স খাতে বিনিয়োগ আকর্ষণে নীতিগত সহায়তা প্রদান ও বিদ্যমান নীতি কাঠামো সহজীকরণ;
- লজিস্টিক্স উপখাতভিত্তিক নীতি ও উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নে সার্বিক দিক্‌নির্দেশনা প্রদান;
- জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি বাস্তবায়নে খাতভিত্তিক সমন্বয় সাধন; এবং
- স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/দপ্তর/কর্তৃপক্ষসমূহ কর্তৃক জাতীয় লজিস্টিক্স নীতিতে বর্ণিত নমুনা কর্মপরিকল্পনার আলোকে মূল কর্মসম্পাদন সূচকভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং উক্ত বিষয়াদি জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন কাউন্সিলকে অবহিতকরণ।

জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি প্রতি ০৩ (তিন) মাসে একবার সভায় মিলিত হবে। উক্ত কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্‌ট করতে পারবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্বাহী সেল এ কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

অধ্যায় ১৩
মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক (Key Performance Indicator—KPI)

১৩.১ এ নীতিমালার আওতায় প্রণীত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে লজিস্টিক্স খাতে অবকাঠামো উন্নয়ন, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার, মানবসম্পদ ও দক্ষতা উন্নয়ন, বিনিয়োগ ও পরিবেশবান্ধব লজিস্টিক্স খাত ব্যবস্থাপনাসহ সম্পৃক্ত বিষয়সমূহের দিক্‌নির্দেশনামূলক নমুনা কর্মপরিকল্পনা (পরিশিষ্ট ০৭ - মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক) প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত নমুনা কর্মপরিকল্পনার আলোকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, কর্তৃপক্ষ, দপ্তর ও সংস্থা স্ব স্ব বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিমাপপূর্বক প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে এসকল কর্মপরিকল্পনার বিপরীতে সুনির্দিষ্ট KPI (মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক) নির্ধারণ করবে। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট KPI নির্ধারণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহকে বিবেচনা করা যেতে পারে:

১৩.১.১ নীতি, নিয়ন্ত্রক, প্রাতিষ্ঠানিক ও সমন্বয় কার্যক্রম সংক্রান্ত

- লজিস্টিক্স-সংক্রান্ত পরিকল্পনা, গবেষণা, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনার সংখ্যা
- লজিস্টিক্স উন্নয়ন সংক্রান্ত সরকারি প্রকল্পের সংখ্যা ও প্রকল্প মূল্য
- লজিস্টিক্স খাতে উন্নয়ন সহযোগীদের কারিগরি সহায়তার ধরন ও আর্থিক সহায়তার পরিমাণ
- সংস্কার পরিকল্পনার অংশ হিসাবে নীতি/প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের সংখ্যা
- লজিস্টিক্স-সংক্রান্ত বৈশ্বিক ইনডেক্স/ইনডিসেস ট্র্যাকিং ব্যবস্থা
- অভিযোগ নিষ্পত্তির সংখ্যা ও সময়কাল
- দেশের সামগ্রিক লজিস্টিক্স ব্যয় হ্রাসের হার

১৩.১.২ লজিস্টিক্স অবকাঠামো ও সেবা সংক্রান্ত

- কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স ও বর্ডার ক্লিয়ারেন্স সময় ও সংখ্যা
- শিপ টার্ন অ্যারাউন্ড সময়
- কন্টেইনার ডুয়েল সময়
- শিপ-টু-শোর ইন্টারচেঞ্জের গুণগতমান
- সড়ক সংযোগ ও সেবার গুণগতমান
- মেরিটাইম সংযোগের গুণগতমান
- বন্দর অবকাঠামোর ক্ষমতা/সেবার সক্ষমতা
- গুদাম/স্টোরসমূহ, যথা—আইসিডি, ওয়্যারহাউজ ইত্যাদির গুণগতমান, সংখ্যা ও সেবার সক্ষমতা

- সড়ক ও রেল পরিবহণ ব্যবস্থার গুণগতমান ও সক্ষমতা
- অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ ব্যবস্থার গুণগতমান ও সক্ষমতা
- লজিস্টিক্স সেবাসমূহ, যথা—থ্রিপিএল লজিস্টিক্স, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং, সিএন্ডএফ এজেন্ট, কনসোলিডেটর, ট্রাক সার্ভিস ইত্যাদির গুণগতমান, দক্ষতা ও সক্ষমতা
- এয়ার ফ্রেইট লজিস্টিক্স সেবার গুণগতমান, দক্ষতা ও সক্ষমতা
- কৃষি/কৃষি ব্যবসা/স্বাস্থ্যসেবা সংশ্লিষ্ট লজিস্টিক্স অবকাঠামো ও সেবার দক্ষতা ও গুণগতমান
- ইনল্যান্ড/অভ্যন্তরীণ কুরিয়ার সেবার গুণগতমান, দক্ষতা ও সক্ষমতা
- লজিস্টিক্স সংক্রান্ত নিয়ম/প্রটোকল/সেবার স্ট্যান্ডার্ড আন্তর্জাতিক চাহিদার সঙ্গে সমন্বয় করা
- আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের সময় ও ব্যয়
- নিরাপত্তা প্রতিপালন (Safety Compliance)

১৩.১.৩ বিনিয়োগ-সংক্রান্ত

- লজিস্টিক্স খাতে বিনিয়োগ চাহিদা (খাতওয়ারি সম্ভাব্য বিনিয়োগের পরিমাণ)
- দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ প্রকল্প সংখ্যা ও প্রকল্প মূল্য
- লজিস্টিক্স খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ প্রকল্প সংখ্যা ও প্রকল্প মূল্য
- বিনিয়োগ আকর্ষণ লক্ষ্যমাত্রা (খাতওয়ারি পরিমাণ)
- লজিস্টিক্স খাতে বিনিয়োগ পরিবেশ সংক্রান্ত সূচকে অবস্থান
- লজিস্টিক্স খাতের বিনিয়োগকারীদের সেবা প্রদান (সেবা সংখ্যা ও প্রদানকাল)
- লজিস্টিক্স খাতে প্রস্তাবিত প্রকল্পে জনবলের সংখ্যা

১৩.১.৪ লজিস্টিক্স দক্ষতা সংক্রান্ত

- দক্ষতার ঘাটতির পরিমাণ (ট্রেড অনুযায়ী)
- লজিস্টিক্স খাতে দক্ষতা বৃদ্ধিতে পাঠ্যক্রম, পাঠ্যবস্তু, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট প্রণয়ন
- লজিস্টিক্স খাতের দক্ষতা প্রশিক্ষণ/ডিগ্রি/সার্টিফিকেট প্রদান সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান
- লজিস্টিক্স খাতে সনদধারী পেশাদার বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা
- লজিস্টিক্স খাতে দক্ষতা বৃদ্ধিতে বৈশ্বিক পার্টনারশিপ, সমঝোতা, অ্যাক্রেডিটেশন
- লজিস্টিক্স ইকোসিস্টেমে জাতীয়ভাবে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের সনদপ্রাপ্ত দক্ষ/স্বল্পদক্ষ কর্মীর অনুপাত
- লজিস্টিক্স খাতের প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক কল্যাণ ব্যবস্থাপনা

১৩.১.৫ লজিস্টিক্স ডিজিটালাইজেশন সংক্রান্ত

- লজিস্টিক্স খাতের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য দেশীয় ড্যাশবোর্ড প্রণয়ন
- লজিস্টিক্স খাতের দেশীয় ড্যাশবোর্ডের ব্যবহারমাত্রা ও ব্যবহারকারীদের সন্তুষ্টি
- সরকারি প্রতিষ্ঠান/নীতি নির্ধারক কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম প্রণয়ন
- লজিস্টিক্স/পরিবহণ খাতের জন্য ট্র্যাকিং ও ট্রেসিং টুল প্রণয়ন
- লজিস্টিক্স খাতের গ্লোবাল ডিজিটাল স্ট্যান্ডার্ড চিহ্নিতকরণ এবং কমপ্লায়েন্স-সংক্রান্ত চাহিদা নিরূপণ
- লজিস্টিক্স-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের ডিজিটালাইজেশন এবং আন্তঃপরিচালন (Interoperability)
- আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহৃত সিস্টেমসমূহের সঙ্গে আন্তঃপরিচালন (Interoperability) নিশ্চিতকরণ
- ই-মেরিটাইম সিঙ্গেল উইন্ডো প্রবর্তন
- লজিস্টিক্স-সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক সেবার সংখ্যা
- দেশি ও আন্তর্জাতিক লজিস্টিক্স সেবা দাতা ও গ্রহীতাদের সুবিধার্থে লজিস্টিক্স সেবা সংক্রান্ত তথ্যের অ্যাপস/ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সংখ্যা
- দেশীয় আইসিটি খাতকে লজিস্টিক্স ডিজিটালাইজেশন সংক্রান্ত সুবিধাদি সম্পর্কে অবহিতকরণ।

অধ্যায় ১৪

উপসংহার

১৪.১ পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক বাজার, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, অভিনব প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনসহ সার্বিক প্রতিযোগিতা-সক্ষমতার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দূরদর্শী ও বাস্তবমুখী নীতি প্রণয়ন, সংস্কার ও বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। লজিস্টিক্স খাতের সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে এই জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি, ২০২৪ বাংলাদেশের সার্বিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শিল্প ও সেবাখাতের প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। উৎপত্তি ও গন্তব্যস্থল এবং সময় ও পণ্য নির্বিশেষে নিরবচ্ছিন্ন ও দ্রুততর সরবরাহ ব্যবস্থার ফলে ব্যবসায়িক ব্যয় হ্রাস পাবে। লজিস্টিক্স অবকাঠামো ও সেবামানের নিশ্চয়তার ফলে বাংলাদেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ পরিবেশের উপর ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের আরও আস্থাশীল করে তুলবে। লজিস্টিক্স খাতে ব্যবসা ও বিনিয়োগের প্রসারের ফলে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। লজিস্টিক্স খাতের প্রভূত সম্ভাবনা আহরণে জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি, ২০২৪-এর পরিকল্পিত ও সময়ানুগ বাস্তবায়ন অপরিহার্য। সরকারি, বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগীসহ সকল অংশীজনের নিরলস উদ্যোগ ও কার্যকর অংশগ্রহণ বাংলাদেশের লজিস্টিক্স খাতের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে এবং বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারভুক্ত হবে।

পরিশিষ্ট ০১
লজিস্টিক্স খাতসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞার্থসমূহ

১.১ নেট জিরো : মানব সৃষ্ট কার্যক্রমের (যেমন : শিল্প কলকারখানা, পরিবহণ খাত ইত্যাদি) ফলে উৎপন্ন গ্রিন হাউজ গ্যাসের পরিমাণ ও বায়ুমন্ডল কর্তৃক শোষিত গ্রিন হাউজ গ্যাসের পরিমাণের মধ্যকার 'শূন্য পার্থক্য'-কে নেট জিরো বলা হয়।

১.২ গ্রিন ট্রান্সপোর্ট : গ্রিন ট্রান্সপোর্ট হলো পরিবেশবান্ধব ও টেকসই প্রযুক্তি-সংবলিত এমন পরিবহণমাধ্যম, যা ব্যবহারের ফলে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণকালে পরিবেশগত কোনো ক্ষতি সাধিত হয় না। গ্রিন ট্রান্সপোর্ট চলাচলের ক্ষেত্রে জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহৃত হয়।

১.৩ রিভার ইনফরমেশন সিস্টেম : রিভার ইনফরমেশন সিস্টেম হলো দুর্ঘটনা হ্রাস, পরিবেশ সুরক্ষা, নাব্যতা নিশ্চিতকরণ ও অভ্যন্তরীণ নৌ পথের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সংযোগে আধুনিক ট্র্যাকিং ব্যবস্থাপনা যার ফলে অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ ও নৌ ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা ও সমন্বয় করা যায়। অটোমেটিক আইডেনটিফিকেশন সিস্টেম, মেটিওরোলজিকাল ও হাইড্রোলজিকাল যন্ত্র, সফটওয়্যার, তথ্য প্রযুক্তি, ইত্যাদির সমন্বিত রূপ হচ্ছে রিভার ইনফরমেশন সিস্টেম।

১.৪ ভেসেল ট্র্যাকিং সিস্টেম : ভেসেল ট্র্যাকিং সিস্টেম একটি রিয়েল টাইম মনিটরিং সিস্টেম, যা GPS (Global Positioning System) ব্যবহারের মাধ্যমে পণ্যবাহী জাহাজ চিহ্নিতকরণ, সামগ্রিক যাত্রাপথের গতিপথ পর্যবেক্ষণ, ট্র্যাকিং ও ট্রেসিং ইত্যাদি নিশ্চিত করে। গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনার দক্ষতা নিশ্চিতকরণে ভেসেল ট্র্যাকিং সিস্টেম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

১.৫ ভেহিকেল ট্র্যাকিং সিস্টেম : GPS (Global Positioning System) ব্যবহারের মাধ্যমে সড়কপথে পণ্যবাহী পরিবহণসমূহ, যথা : ট্রাক, কন্টেইনার লরি, কাভার্ড ভ্যান, ট্রেলার ইত্যাদির সঠিক অবস্থান চিহ্নিতকরণ ও এদের অবস্থান পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়াকে ভেহিকেল ট্র্যাকিং সিস্টেম বলে। পণ্যবাহী যানসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ভেহিকেল ট্র্যাকিং সিস্টেম একটি বহুল ব্যবহৃত আধুনিক ব্যবস্থা।

১.৬ সড়ক পরিবহণ ও যোগাযোগ পরিষেবা : সড়ক পরিবহণ এবং যোগাযোগ পরিষেবা লজিস্টিক্স খাতের অন্যতম উপখাত। বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহণ ব্যবস্থায় বহুলব্যবহৃত একটি মাধ্যম হচ্ছে সড়ক পরিবহণ। সড়ক পথে পণ্য পরিবহণ দ্রুত, মানসম্পন্ন ও দক্ষভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রদত্ত সকল সেবাই এর অন্তর্ভুক্ত।

১.৭ সেতু পরিষেবা : জলপথ (সমুদ্র, নদী, খাল, বিল ইত্যাদি) দ্বারা বিভাজিত স্থলভাগের দুই প্রান্তের তীরভূমির মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী অবকাঠামোকে সেতু বলা হয়। নিরবচ্ছিন্ন পণ্য পরিবহণের জন্য উপযুক্ত সেতু অবকাঠামো নির্মাণ, চলাচল সুবিধা, ভার পরিবীক্ষণ, পণ্য চলাচল প্রাধিকার ইত্যাদি নিশ্চিত করাকে সেতু পরিষেবা বলা হয়। বাংলাদেশের শিল্পখাতের বিকেন্দ্রীকরণ, জেলাভিত্তিক উৎপাদিত পণ্যের বাজার নিশ্চিতকরণ, প্রত্যন্ত অঞ্চলের মধ্যে সংযোগ স্থাপনসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক আর্থসামাজিক অবস্থার টেকসই উন্নয়নের অন্যতম মুখ্য উপাদান হিসাবে সেতু পরিষেবা বিবেচিত।

১.৮ বিমান পরিষেবা : আকাশ পথে বিমানের মাধ্যমে এক স্থান হতে অন্য স্থানে পণ্য পৌঁছে দেওয়ার পরিবহণ ব্যবস্থাকে বিমান পরিষেবা বলা হয়। মূলত কৃষি, খাদ্য, ঔষধসহ দ্রুত পচনশীল পণ্য, পণ্যের নমুনা (Product Sample), জরুরি সরবরাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিমান পরিষেবা ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও, রেল, নৌ ও সড়ক যোগাযোগবিহীন এলাকায় পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে বিমান পরিষেবার প্রয়োজন পড়ে। অন্যান্য পরিবহণ ব্যবস্থার তুলনায় বিমান পরিষেবা ব্যয়বহুল কিন্তু সর্বাধিক সময় সাশ্রয়ী।

১.৯ রেল পরিবহণ পরিষেবা : রেলপথে পরিবহণের জন্য পণ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ, লোডিং ও আনলোডিং, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ সার্বিক পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থাকে রেল পরিষেবা বলা হয়। যাত্রীবাহী ট্রেনে পণ্যবাহী বিশেষ বগি/ওয়াগন যুক্ত করে অথবা বিশেষায়িত পণ্যবাহী রেল ট্রেলারে কন্টেইনার পরিবহণ করে রেল পরিষেবা প্রদান করা হয়। বিমান ও সড়কের তুলনায় রেল পরিবহণ একটি তুলনামূলক সাশ্রয়ী পরিবহণ পরিষেবা।

১.১০ সমুদ্রবন্দর পরিষেবা : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্য আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে বহুলব্যবহৃত পরিবহণ ব্যবস্থা হচ্ছে সমুদ্রবন্দর পরিষেবা। উক্ত পরিষেবায় কার্গো লোডিং এবং আনলোডিং, পোর্ট-টু-পোর্ট শিপিং, কন্টেইনার স্ক্যানিং, কার্গো হ্যান্ডলিং, নিরাপত্তা, কোয়ারান্টিন, রাসায়নিক পরীক্ষাসহ অন্যান্য সহায়ক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত। উন্নত ও আধুনিক সমুদ্র বন্দর ব্যবস্থা একটি দেশের লজিস্টিক্স সক্ষমতা প্রকাশের অন্যতম মুখ্য উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বের আধুনিক সমুদ্র বন্দরসমূহে কন্টেইনার লোডিং ও আনলোডিং প্রক্রিয়া সহজীকরণে আধুনিক ক্রেন, স্ক্যানার সংবলিত একাধিক স্বতন্ত্র টার্মিনাল স্থাপন করা হয় যার মধ্যে বাল্ক টার্মিনাল, ব্রেক-বাল্ক টার্মিনাল, কন্টেইনার টার্মিনাল এবং যাত্রী টার্মিনাল রয়েছে।

১.১১ সমুদ্র কার্গো শিপিং পরিষেবা : আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে সমুদ্র পথে জাহাজের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থাকে সমুদ্র কার্গো শিপিং পরিষেবা বলা হয়। সমুদ্র কার্গো শিপিং পরিষেবার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্য পরিবহণে সর্বোচ্চ সাশ্রয়ী পরিষেবা প্রদান করা হয়।

১.১২ আঞ্চলিক ফিডার জাহাজ এবং লাইটার/উপকূলীয়/অফশোর শিপিং শিল্প পরিষেবা : আঞ্চলিক ফিডার জাহাজ এবং লাইটার/উপকূলীয়/অফশোর শিপিং শিল্প পরিষেবাগুলো বিশ্বব্যাপী সরবরাহ চেইনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উক্ত পরিষেবার আওতায় ছোটো বা মাঝারি আকারের মালবাহী জাহাজের মাধ্যমে ছোটো বন্দর এবং বড় বন্দরগুলোর মধ্যে পণ্য পরিবহণ করা হয়।

১.১৩ মেইন লাইন অপারেটর পরিষেবা : মেইন লাইন অপারেটর হলো বৃহৎ সমুদ্র কার্গো শিপিং/কন্টেইনার জাহাজ পরিষেবা প্রদানকারী মূল প্রতিষ্ঠান যারা নিজস্ব কন্টেইনারবাহী জাহাজের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণ ব্যবসা পরিচালনা করে। মেইন লাইন অপারেটর প্রতিষ্ঠান তাদের মাদার ভেসেল ও ফিডার ভেসেলের মাধ্যমে বন্দরসমূহে পণ্য পরিবহণ করে থাকে। মেইন লাইন অপারেটর দুই প্রকার, যথা—কন্টেইনার শিপ অপারেটর ও ব্রেক বাল্ক ভেসেল অপারেটর।

১.১৪ অভ্যন্তরীণ শিপিং পরিষেবা : দেশের অভ্যন্তরে এক স্থান হতে অন্য স্থানে নৌপথে পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থাকে অভ্যন্তরীণ শিপিং পরিষেবা বা অভ্যন্তরীণ নৌ পরিষেবা বলে। এই পরিষেবার মাধ্যমে সহজ, নিরাপদ, সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব এবং টেকসই অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়।

১.১৫ তেল/গ্যাস/এলএনজি ট্যাংক টার্মিনাল পরিষেবা : তেল/গ্যাস/এলএনজি ট্যাংক টার্মিনাল পরিষেবা হলো সমুদ্রগামী ট্যাংকার থেকে তেল বা গ্যাস বা এলএনজি কার্গো লোড এবং আনলোড করা এবং আমদানি অথবা রপ্তানি পরিচালনার জন্য বার্জ, ওভারল্যান্ড, পাইপলাইন, ট্রাক বা রেলপথের মাধ্যমে অয়েল হেডে স্থানান্তরসংক্রান্ত সেবা। এই পরিষেবার আওতায় অপরিশোধিত তেল বার্জ, ট্যাংকার, ল্যান্ড, পাইপলাইন, ট্রাক এবং রেলপথ ব্যবহার করে অয়েল হেড থেকে শোধনাগারে প্রেরণ করা হয় এবং প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইন দ্বারা ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) ট্যাংকার দ্বারা ভোক্তার নিকট সরবরাহ করা হয়।

১.১৬ অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপো ও কন্টেইনার মালবাহী স্টেশন পরিষেবা : অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপো (ICD) হলো একটি কন্টেইনার গুদামজাত/সংরক্ষণ পরিষেবা, বন্দর হতে নির্দিষ্ট দূরত্বে কন্টেইনার গুদামজাত/সংরক্ষণ, ছাড়করণ ও পরিবহণে সহায়তা করে। মূলত, বন্দরে কন্টেইনার ছাড়করণের সময় হ্রাস ও কন্টেইনার জট হ্রাসে অভ্যন্তরীণ কনটেইনার ডিপো স্থাপন করা হয়। প্রতিটি অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপোতে সরকার নিয়োজিত কর্মকর্তা থাকেন, যিনি সামগ্রিক কার্যক্রম, যথা—কার্গো হ্যান্ডলিং, ট্রান্সশিপমেন্ট এবং কার্গো লোড ও আনলোডসহ বিভিন্ন পরিষেবা পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করেন। যেহেতু অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপোসমূহ বন্দর হতে দূরে অবস্থিত, তাই এগুলোকে কখনও কখনও 'ড্রাই পোর্ট' হিসাবেও উল্লেখ করা হয়।

১.১৭ কুরিয়ার ও ডাক পরিষেবা : কুরিয়ার ও ডাক পরিষেবা বলতে অনুমোদিত কুরিয়ার ও ডাক অপারেটরদের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে পণ্য সরবরাহ সেবাকে বোঝায়। এই পরিষেবায় ট্র্যাকিং ও ট্রেসিং প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ভোক্তাগণ চালানের গন্তব্য, রুট ইত্যাদি রিয়েল টাইমে জানতে পারেন।

১.১৮ রাইড শেয়ারিং সার্ভিস : রাইড শেয়ারিং পরিষেবা বলতে মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে সাধারণত ব্যক্তিগত মালিকানাধীন যানবাহনে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ করাকে বোঝায়। এই ব্যবস্থায় যাত্রাপথের দূরত্ব, সময়, পরিবহণের প্রাপ্যতা ইত্যাদি বিবেচনায় অ্যালগরিদম ব্যবহারের মাধ্যমে ভাড়া নির্ধারিত হয়।

১.১৯ তথ্য ও প্রযুক্তিগত লজিস্টিক্স সেবা : তথ্য ও প্রযুক্তিগত লজিস্টিক্স এমন একটি আধুনিক ব্যবস্থাপনা, যা সাপ্লাই চেইনের সকল অংশীজনের (আপস্ট্রিম এবং ডাউনস্ট্রিম) মধ্যে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্যের অবাধ আদান-প্রদান নিশ্চিত করে। পণ্যের ট্র্যাকিং ও ট্রেসিং, অনলাইন লেনদেন, কাস্টমস ব্যবস্থার অটোমেশন, বর্ডার ব্যবস্থাপনা, পণ্য স্ক্যানিং, RFID, VTS, RTS, অর্ডার প্লেসমেন্ট, ভেন্ডর ম্যানেজমেন্ট, কোয়ালিটি ইন্সপেকশনসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে তথ্য ও প্রযুক্তি লজিস্টিক্স বিস্তৃত পরিসরে ব্যবহৃত হচ্ছে। উল্লেখ্য, তথ্য ও প্রযুক্তিগত লজিস্টিক্স খাতের আধুনিকায়নে বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ব্লক চেইন, ইন্টারনেট অব থিংস, রোবটিক্স, ক্লাউডিং, অ্যাডভান্স অ্যানালিটিক্স, অ্যাগমেন্টেড রিয়েলিটি, থ্রিডি প্রিন্টিং, জিপিএস ট্র্যাকিং, ডেটা অ্যানালিটিক্স, ড্রোন ইত্যাদি ব্যবহৃত হচ্ছে।

১.২০ প্রাইভেট ওয়্যারহাউজ পরিষেবা : প্রাইভেট ওয়্যারহাউজ এমন একটি পণ্য সংরক্ষণ পরিষেবা যার মাধ্যমে উৎপাদক, পরিবেশক বা পাইকারি ব্যবসায়ীগণ থার্ড পার্টি লজিস্টিক্স বা স্বতন্ত্র কোনো পরিষেবা প্রদানকারীর নিকট হতে পণ্য সংরক্ষণ সুবিধা গ্রহণের পরিবর্তে নিজেদের মালিকানায় ওয়্যারহাউজ স্থাপন করেন।

১.২১ জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (Nationally Determined Contribution—NDC) : জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান হলো একটি জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা (Action Plan), যা মূলত গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত লাঘবে অভিযোজন কার্যক্রম চিহ্নিত করে। প্যারিস জলবায়ু চুক্তির আওতায় প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র NDC প্রণয়ন এবং প্রতি ৫ বছর অন্তর তা হালনাগাদ করবে।

১.২২। এয়ার ফ্রেইট স্টেশন (AFS): এয়ার ফ্রেইট স্টেশন (AFS) হল এমন একটি অবকাঠামোগত সুবিধা, যেখানে কার্গো চালান প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ এবং পরিবহণের বিভিন্ন মাধ্যমে (প্রধানত বিমান এবং স্থলযানে) স্থানান্তর করা হয়। AFS-গুলো সাধারণত বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে বা কাছাকাছি দূরত্বে থাকে এবং এয়ার কার্গো পরিবহণের জন্য লজিস্টিক্স চেইনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চূড়ান্ত গন্তব্যে কার্গো পরিবহণের জন্য বিমানে বা স্থলযানে বোঝাই (load) করার পূর্বে AFS-গুলোতে বাছাই, প্যাকেজিং, ডকুমেন্টেশন, কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হতে পারে।

পরিশিষ্ট ০২
লজিস্টিক্স খাত সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নীতি, আইন ও বিধি-বিধানের তালিকা

২.১ বাংলাদেশের লজিস্টিক্স খাত সংশ্লিষ্ট চিহ্নিত নীতি/আইন/বিধি/নীতিমালা/পরিকল্পনা/নির্দেশিকার তালিকা নিম্নরূপ :

বাংলাদেশ লজিস্টিক্স খাত সংশ্লিষ্ট নীতি/আইন/বিধি/নীতিমালা/পরিকল্পনা/নির্দেশিকার তালিকা

লজিস্টিক্স খাত	নীতি/আইন/বিধি/নীতিমালা/পরিকল্পনা/নির্দেশিকা
সার্বিক	১. বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০২১-২০৪১ ২. অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জুলাই ২০২০- জুন ২০২৫ ৩. আমদানি নীতি আদেশ, ২০২১-২০২৪ ৪. রপ্তানি নীতি ২০২১-২৪ ৫. প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ ইত্যাদি
সড়ক পরিবহণ	৬. স্ট্র্যাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্ল্যান, ২০০৫ ৭. রোড মাস্টার প্ল্যান, ২০০৯ ৮. সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ ৯. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ ১০. দ্য ক্যারিয়ারস অ্যাক্ট, ১৮৬৫ ১১. মহাসড়ক আইন, ২০২১ ১২. দ্য টোলস অ্যাক্ট, ১৮৫১ ১৩. দ্য বেঙ্গল ফেরিস অ্যাক্ট, ১৮৮৫ ১৪. বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) আইন, ২০১৬ ১৫. ইলেকট্রিক মোটরযান রেজিস্ট্রেশন ও চলাচল নীতিমালা, ২০২৩ ১৬. মোটরযানের এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা নীতিমালা, ২০১২ ১৭. মহাসড়ক ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা, ২০২০ ১৮. সিএনজি/পেট্রোলচালিত ৪ স্ট্রোক থ্রি-হুইলার সার্ভিস নীতিমালা, ২০০৭ ১৯. জাতীয় স্থল পরিবহন নীতিমালা, ২০০৪ ২০. টোল নীতিমালা, ২০১৪ ২১. ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস গাইডলাইন, ২০১০ ইত্যাদি

লজিস্টিক্স খাত	নীতি/আইন/বিধি/নীতিমালা/পরিকল্পনা/নির্দেশিকা
রেলওয়ে পরিবহণ	২২. রেলওয়ে মাস্টার প্ল্যান, ২০১৯ ২৩. দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন (রেলওয়েস) অ্যাক্ট, ১৯৮০ ২৪. দ্য রেলওয়ে অ্যাক্ট, ১৮৯০ ২৫. মেট্রোরেল আইন, ২০১৫ ইত্যাদি
সমুদ্রবন্দর ও হিন্টারল্যান্ড এক্সিম (আমদানি-রপ্তানি) টার্মিনাল	২৬. বাংলাদেশ মার্চেন্ট শিপিং আইন, ২০২০ ২৭. দ্য ক্যারেজ অফ গুডস বাই সি অ্যাক্ট, ১৯২৫ ২৮. দ্য বিল অব ল্যাডিং আইন, ১৮৫৬ ২৯. বাংলাদেশ মার্চেন্ট শিপিং অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ ইত্যাদি
স্থল বন্দর	৩০. বেনাপোল স্থল বন্দর অপারেশন ও ম্যানেজমেন্ট বিধিমালা, ২০০৭ ইত্যাদি
অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ	৩১. বাংলাদেশ ইনল্যান্ড ওয়াটার করপোরেশন অর্ডার, ১৯৭২ ৩২. ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট অথরিটি রুলস, ১৯৫৯ ৩৩. ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট (টাইম অ্যান্ড ফেয়ার এপ্রুভাল) রুলস, ১৯৭০ ৩৪. বাংলাদেশ ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (কন্ডাক্ট অব বিজনেস) রুলস, ১৯৭০ ৩৫. প্রটোকল অন ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট অ্যান্ড ট্রেড, ২০১৫ ইত্যাদি
বিমানপথে পরিবহণ ও বিমানবন্দর অবকাঠামো	৩৬. দ্য ক্যারেজ বাই এয়ার (ইন্টারন্যাশন্যাল কনভেনশন) অ্যাক্ট, ১৯৬৬ ৩৭. দ্য ক্যারেজ বাই এয়ার অ্যাক্ট, ১৯৩৪ ৩৮. আকাশপথে পরিবহণ (মন্ট্রিল কনভেনশন) আইন, ২০২০ ৩৯. সিভিল এভিয়েশন অ্যাক্ট, ২০১৭ ৪০. সিভিল এভিয়েশন রুলস, ১৯৮৪ ইত্যাদি
ওয়্যারহাউজিং	৪১. খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, মজুত, স্থানান্তর, পরিবহণ, সরবরাহ, বিতরণ ও বিপণন (ক্ষতিকর কার্যক্রম প্রতিরোধ) আইন, ২০২৩ ৪২. কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ ইত্যাদি
কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স	৪৩. কাস্টমস আইন, ২০২৩ ৪৪. ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি, ২০২৩ ৪৫. কাস্টমস ট্যারিফ শিডিউল (সর্বশেষ সংস্করণ) ইত্যাদি
সিএন্ডএফ এজেন্ট	৪৬. কাস্টমস (এজেন্টস) লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৯ ৪৭. সিএন্ডএফ এজেন্টস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০১৬ ইত্যাদি
ফ্রেইট ফরওয়ার্ডাস	৪৮. ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস (লাইসেন্সিং ও কার্য-পরিচালনা) বিধিমালা, ২০০৮ ইত্যাদি

লজিস্টিক্স খাত	নীতি/আইন/বিধি/নীতিমালা/পরিকল্পনা/নির্দেশিকা
বেসরকারি আইসিডি/ সিএফএস/অফ ডক	৪৯. বেসরকারি আইসিডি/সিএফএস বা অফ ডক স্থাপন ও পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২১ ইত্যাদি
আয়কর ও শুল্ক	৫০. আয়কর আইন, ২০২৩ ৫১. মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ ৫২. উন্নয়ন সারচার্জ ও লেভী (আরোপ ও আদায়) আইন, ২০১৫ ৫৩. বেঙ্গল মোটর ভেহিকেলস ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৩২ ৫৪. কাস্টমস এজেন্ট লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০২০ ইত্যাদি
বিনিয়োগ ও বিনিয়োগ সেবা	৫৫. বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫ ৫৬. ফরেন প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট (প্রমোশন অ্যান্ড প্রটেকশন) অ্যাক্ট, ১৯৮০ ৫৭. ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮ ইত্যাদি
আঞ্চলিক চুক্তি	৫৮. ইন্দো-বাংলাদেশ প্রটোকল অন ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়ে ট্রানজিট অ্যান্ড ট্রেড ৫৯. এগ্রিমেন্ট অন দ্য ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্ক ৬০. Bangladesh, Bhutan, India, and Nepal Motor Vehicle Agreement 2015 ইত্যাদি
রাইড শেয়ারিং	৬১. রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭ ইত্যাদি
কুরিয়ার সার্ভিস	৬২. মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস পরিচালনা বিধিমালা, ২০১৩ ইত্যাদি
ই-কমার্স	৬৩. জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা (সংশোধিত), ২০২০ ৬৪. ডিজিটাল কমার্স পরিচালনা নির্দেশিকা, ২০২১ ৬৫. ডিজিটাল বিজনেস আইডেন্টিটি (ডিবিআইডি) নিবন্ধন নির্দেশিকা, ২০২২ ইত্যাদি
বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহণ	৬৬. জাতীয় সমন্বিত বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহন নীতিমালা, ২০১৩ ইত্যাদি
পরিবেশ-সম্পর্কিত আইন/নীতি	৬৭. বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ ৬৮. বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ ইত্যাদি
তথ্য ও প্রযুক্তি	৬৯. জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৮ ইত্যাদি
স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং	৭০. বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন আইন, ২০১৮ ৭১. বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন প্রবিধানমালা, ২০২২ ইত্যাদি

পরিশিষ্ট ০৩
লজিস্টিক্স খাতের বিস্তারিত নীতি সংস্কার প্রস্তাবনা

৩.১ লজিস্টিক্স খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন নিশ্চিতকরণে কার্যকর কৌশল এবং সমাধান তৈরির লক্ষ্যে লজিস্টিক্স খাত সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সমন্বয়ে বিশদ আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে উক্ত খাতের প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তা সমাধানে প্রয়োজনীয় নীতি সংস্কার ও প্রক্রিয়া সহজীকরণ-বিষয়ক সুপারিশমালা/প্রস্তাবনা চিহ্নিতকরণপূর্বক নিম্নে প্রদত্ত হলো :

নীতি সংস্কার সংক্রান্ত

মুখ্য প্রতিষ্ঠান : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ক্রম	অংশীজন কর্তৃক চিহ্নিত মুখ্য সমস্যাবলি	অংশীজন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংস্কার প্রক্রিয়া	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)
১	আইসিডিতে ফুল কন্টেইনার লোড কন্টেইনারের পাশাপাশি লেস কন্টেইনার লোড কন্টেইনারে আমদানিকৃত পণ্যচালান খালাস	• ফুল কন্টেইনার লোড (FCL) চালানের পাশাপাশি লেস কন্টেইনার লোড (LCL)-এর পণ্যচালান পরিচালনার অনুমতি দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা এবং এ-সংক্রান্ত নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধন করা।	• জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত বেসরকারি Inland Container Depot (ICD)/ সিএফএস বা অফ ডক (Off-Dock) স্থাপন ও পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২১-এর অনুচ্ছেদ ৭(ঝ) সংশোধন।
২	অনিচ্ছাকৃত ভুলের ক্ষেত্রে Import General Manifest (IGM) সংশোধনে জটিলতা	• সংশোধন আবেদনের সর্বোচ্চ ১-২ কার্যদিবসের মধ্যে সংশোধন অনুমোদনের সময়সীমা নির্ধারণ; এবং • জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক করণিক (Clerical) এবং অকরণিক (Non-Clerical) ভুলসমূহ নির্দিষ্ট করা এবং সে অনুযায়ী পৃথক পদ্ধতি অনুসরণ করা।	• জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং ৪৭/২০২০/ কাস্টমস তারিখ ১১ জুন ২০২০-এ প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়ন
৩	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অসংবেদনশীল (Non-sensitive) পণ্যের তালিকা না থাকা	• জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অসংবেদনশীল পণ্য জাহাজ থেকে সরাসরি খালাসের জন্য গ্রিন চ্যানেল চালু করা যায়। এর মাধ্যমে পণ্য খালাস দ্রুততর করা সম্ভব; • Authorized Economic Operator (AEO) ব্যবস্থার আওতা বৃদ্ধি করা; এবং • দ্রুততার সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা।	• Customs Act, ১৯৬৯-এর section ৮০-এর Sub-section (৩) এবং Section ৮৩-এর Sub-section (২) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নোটিফিকেশন জারি। • AEO সংক্রান্ত আইন ও প্রজ্ঞাপনের শর্ত পরিবর্তন

ক্রম	অংশীজন কর্তৃক চিহ্নিত মুখ্য সমস্যাবলি	অংশীজন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংস্কার প্রক্রিয়া	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)
৪	আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) গাইডলাইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যের অভাব	• লাইসেন্সিং নীতিমালাকে বন্ডেড পলিসির উপশাখা হিসাবে রাখা (বন্ডেড লাইসেন্সিং-এর ক্ষেত্রে UNCTAD গাইডলাইন অনুসরণ করা)।	• বন্ডেড ওয়্যারহাউজ লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮
৫	কাস্টমসে পণ্য চালান খালাসে অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত এবং অপ্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ধাপ	• জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং অংশীজনদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি অপ্রয়োজনীয় ধাপ এবং দলিলাদি চিহ্নিত করে তা অপসারণের প্রস্তাব/সুপারিশ করতে পারে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারে; • ২০০১ সালে জারিকৃত Prescribed Bill of Entry and Bill of Export Form Order-এ উল্লিখিত দলিলাদি হ্রাস করার সুযোগ রয়েছে কি না তা পর্যালোচনা করা; এবং • এয়ার শিপমেন্টের ডকুমেন্টস এবং নমুনার ক্ষেত্রে অনেকগুলো চালান একসঙ্গে একটি বিল অব এন্ট্রির মাধ্যমে শুল্কায়নের ব্যবস্থা করা।	• ২০০১ সালে জারিকৃত Prescribed Bill of Entry and Bill of Export Form Order-এর প্রয়োজনীয় সংশোধন; এবং • দ্রুততম সময়ে National Single Window (Automated Risk Management System-সহ) চালুকরণ।
৬	ফ্রাস্ট্রেটেড কার্গো সংক্রান্ত সমস্যা নিরসনে সহায়ক কাস্টমস বিধিমালার অভাবে আকাশ পথে পরিবাহিত কার্গো ছাড়করণ বিলম্বিত হয়।	• কাস্টমস কর্তৃক আন্তর্জাতিক এয়ার এক্সপ্রেস শিপমেন্টগুলো এয়ারওয়ে বিলের উল্লিখিত ঠিকানায়/দেশে ফেরত পাঠানোর অনুমতি দেওয়া উচিত। বর্তমানে শুধু উৎসে ফেরার অনুমতি দেওয়া হয়। এজন্য আইন ও প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা প্রয়োজন।	• Customs Act, ১৯৬৯-এর section ১৩৮-এর প্রয়োজনীয় সংশোধন; • ১৯৮৪ সালে জারিকৃত এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের পরিবর্তে একটি নতুন প্রজ্ঞাপন জারি।

ক্রম	অংশীজন কর্তৃক চিহ্নিত মুখ্য সমস্যাবলি	অংশীজন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংস্কার প্রক্রিয়া	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)
৭	অধিকাংশ স্থলবন্দরের মাধ্যমে স্বল্পসংখ্যক পণ্য খালাস করা যায়। বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য খালাসযোগ্য পণ্যের সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন	• জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কোনো স্থলবন্দরের মাধ্যমে কী কী পণ্য আমদানি বা রপ্তানি করা যাবে, তা নির্ধারণ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে কোনো কোনো স্থলবন্দরের মাধ্যমে স্বল্পসংখ্যক পণ্য আমদানি/ রপ্তানি করা যায়। পণ্যের আওতা বৃদ্ধি, স্থল বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষের জনবল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এতে বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে।	• এসআরও. নং ৩৭-আইন/ ২০২২/৫৩/কাস্টমস তারিখ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২-এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করে স্থলবন্দরের মাধ্যমে আমদানিযোগ্য পণ্যের আওতা বৃদ্ধি; এবং • স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং কাস্টমস কর্তৃপক্ষের আধুনিকায়ন।
৮	স্বয়ংক্রিয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতিতে আমদানিকৃত পণ্য খালাসের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া না থাকায় বর্তমানে অধিকসংখ্যক পণ্য কায়িক পরীক্ষার প্রয়োজন হয় এবং এর ফলে পণ্য খালাসে বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়।	• রিস্ক প্রোফাইলিং প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন ও স্বয়ংক্রিয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত কায়িক পরীক্ষার হার ১০%-এর নিচে রাখা।	• রিস্ক প্রোফাইলিং প্রক্রিয়া বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রজ্ঞাপন ও গাইডলাইন তৈরি; এবং • জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিশনারেটকে পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর করা।
৯	আন্তর্জাতিক এয়ার এক্সপ্রেস অপারেটরদেরকে ভ্যাট এবং এআইটি দুই পর্যায়ে (অপারেটর ও এজেন্ট) প্রদান করতে হয় ফলে লজিস্টিক্স ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়।	• ভ্যাট ও এআইটি আদায়ের দ্বৈততা পরিহার করে কেবল এক পর্যায়ে তা আদায় করা যেতে পারে।	• মূসক নীতিমালা/ আইন
১০	লজিস্টিক্স খাতে, বিশেষ করে ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং উপখাতে, বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের জন্য সর্বোচ্চ ৪৯% শেয়ার হোল্ডিং-এর সীমাবদ্ধতা।	• শেয়ার হোল্ডিং-এর বিদ্যমান সীমা প্রত্যাহার করা হলে লজিস্টিক্স খাতে নতুন প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) বৃদ্ধি পাবে।	• ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস (লাইসেন্সিং ও কার্য-পরিচালনা) বিধিমালা, ২০০৮-এ শেয়ার হোল্ডিং-এর সীমাবদ্ধতা প্রত্যাহার।

ক্রম	অংশীজন কর্তৃক চিহ্নিত মুখ্য সমস্যাবলি	অংশীজন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংস্কার প্রক্রিয়া	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)
১১	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ অনুযায়ী বর্তমানে বেসরকারি অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপো (ICD)/ অফ ডকে ৩৮ শ্রেণির পণ্য খালাস করা যায়, অন্যান্য পণ্য অফ ডক থেকে খালাসের সুযোগ নেই। এর ফলে ICD-গুলোর সক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার হয় না। উপরন্তু বন্দরের স্পেস অকুপাইড থাকায় রপ্তানি পণ্যের জাহাজিকরণ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়।	• বন্দরের পণ্যজট হ্রাস, পণ্য চালান দ্রুত খালাস এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়নের জন্য বেসরকারি ICD/অফ ডকে আমদানিযোগ্য পণ্য শ্রেণির সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।	• জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বেসরকারি ICD/অফ ডকে আমদানিযোগ্য পণ্য শ্রেণির সংখ্যা বৃদ্ধিসংক্রান্ত আদেশ জারি।
১২	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশে বেসরকারি ICD/অফ ডকে আমদানিযোগ্য অধিকাংশ পণ্যের HS কোড উল্লেখ না থাকা। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ অনুযায়ী বর্তমানে বেসরকারি ICD/অফ ডকে যে ৩৮ শ্রেণির পণ্য খালাস করা যায়, তার মধ্যে ৯টি পণ্য HS Code দ্বারা নির্দিষ্ট, অবশিষ্ট পণ্য HS Code দ্বারা সুনির্দিষ্ট নয়।	• জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশে বেসরকারি ICD/অফ ডকে আমদানিযোগ্য সকল পণ্যের HS Code উল্লেখ থাকলে, তা আমদানিকারক এবং কাস্টমস কর্তৃপক্ষ উভয়ের জন্য ইতিবাচক হবে এবং বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত জটিলতা দূর হবে।	• বেসরকারি ICD/অফ ডকে আমদানিযোগ্য পণ্যের তালিকাসংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশে সকল পণ্যের HS Code উল্লেখ করা।
১৩	ICD স্থাপনের ক্ষেত্রে বন্দর এলাকা থেকে কমপক্ষে ২০ কি.মি. দূরে অবস্থান সংক্রান্ত জটিলতা : বেসরকারি আইসিডি/ কন্টেইনার ফ্রেইট স্টেশন (CFS) বা অফ ডক (Off-Dock) স্থাপন ও পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২১ অনুযায়ী অফ ডক বন্দর এলাকা থেকে কমপক্ষে ২০ কি.মি. দূরে হতে হবে। তবে, বিশেষ বিবেচনা ও পরিস্থিতি বিবেচনায় এ শর্ত শিথিল করা যেতে পারে।	• বন্দরের নিকটে শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র থাকলে, উৎপাদনকারীদের সুবিধা, সময় ও ব্যয় বিবেচনায় বন্দরের ২০ কি.মি. দূরত্বের মধ্যে ICD/CFS স্থাপনের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে; • বিমান বন্দরের চারপাশে ২০ কি.মি. অঞ্চলে নিষেধাজ্ঞা বিলোপ করা যেতে পারে। কেননা, বিমানবন্দরের নিকটে ICD/CFS প্রয়োজন; এবং • বিনিয়োগকারীর চাহিদা অনুযায়ী জমির ন্যূনতম সীমা বিবেচনা করা যেতে পারে।	• বেসরকারি আইসিডি/ সিএফএস বা অফ ডক (Off-Dock) স্থাপন ও পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২১ এবং বেসরকারি আইসিডি/ সিএফএস নীতিমালা, ২০১৬-এর সংশোধন

ক্রম	অংশীজন কর্তৃক চিহ্নিত মুখ্য সমস্যাবলি	অংশীজন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংস্কার প্রক্রিয়া	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)
১৪	ইলেকট্রনিক সিল ও লক সেবা বিধিমালা অনুযায়ী আমদানিকৃত পণ্য বিশেষত বন্ডেড সুবিধায় আমদানিকৃত পণ্যের ট্র্যাকিং ব্যবস্থা চালুকরণ	• জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ২০১৮ সালে ইলেকট্রনিক সিল ও লক সেবা বিধিমালা জারি করা হয়েছে। কিন্তু এখনও এ সেবার সেবা প্রদানকারী নিয়োগ করা হয়নি বিধায় আমদানিকারক/ রপ্তানিকারকগণ এ সেবার সুবিধা পাচ্ছেন না। পণ্যের নিরাপত্তা এবং রাজস্ব সুরক্ষার লক্ষ্যে দ্রুত সেবা প্রদানকারী নিয়োগ করা প্রয়োজন।	• জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত ইলেকট্রনিক সিল ও লক সেবা বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী সেবা প্রদানকারী নিয়োগের মাধ্যমে ট্র্যাকিং সুবিধা প্রদান
১৫	শিল্পভিত্তিক কার্গো ট্রেসিং সিস্টেম না থাকা	• জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ২০১৮ সালে ইলেকট্রনিক সিল ও লক সেবা বিধিমালা জারি করা হয়েছে। কিন্তু এখনও এ সেবার সেবা প্রদানকারী নিয়োগ করা হয়নি বিধায় আমদানিকারক/রপ্তানিকারকগণ এ সেবার সুবিধা পাচ্ছেন না। পণ্যের নিরাপত্তা এবং রাজস্ব সুরক্ষার লক্ষ্যে দ্রুত সেবা প্রদানকারী নিয়োগ করা প্রয়োজন।	• জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত ইলেকট্রনিক সিল ও লক সেবা বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী সেবা প্রদানকারী নিয়োগের মাধ্যমে ট্রেসিং সুবিধা প্রদান
১৬	SME এবং আংশিক রপ্তানিকারকদের জন্য বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সুবিধার অভাব	• এসকল খাতকে বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সুবিধা প্রদান করা হলে রপ্তানির পরিমাণ এবং পণ্যে বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাবে।	• বন্ডেড ওয়্যারহাউজ লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮-এর সংশোধন
১৭	লজিস্টিক্স অপারেটরদের ক্ষেত্রে উচ্চ হারের মূল্য সংযোজন কর এবং আয়কর আরোপ	• ICD/অফ ডক কোম্পানির ক্ষেত্রে আয়করের হার ২৭.৫% থেকে কমিয়ে আনা; • Advance Income Tax (AIT) ১০% থেকে কমিয়ে আনা এবং অগ্রিম প্রদত্ত কর সমন্বয় করা; এবং • C&F কমিশনের উপর আন্তর্জাতিক লজিস্টিক্স অপারেটরদের জন্য কর ও ভ্যাট হার কমিয়ে আনা।	• মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এবং আয়কর আইন, ২০২৩ এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমালা/প্রজ্ঞাপনে পরিবর্তন

ক্রম	অংশীজন কর্তৃক চিহ্নিত মুখ্য সমস্যাবলি	অংশীজন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংস্কার প্রক্রিয়া	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)
১৮	পোশাক খাতের ন্যায় অন্যান্য অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাতেও একই রকম বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সুবিধা না থাকা	• তৈরি পোশাক শিল্পের সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানপূর্বক বন্ডেড নীতিমালা পুনর্মূল্যায়ন ও সংস্কার; • SME এবং আংশিক রপ্তানিকারকদের জন্য সাধারণ বা কেন্দ্রীয় বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সুবিধা প্রদান; • এসকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে রপ্তানির পরিমাণ এবং পণ্যে বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাবে।	• বন্ডেড ওয়্যারহাউজ লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮-এর সংশোধন
১৯	চালান নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় অপ্রতুল সামর্থ্য এবং প্রযুক্তি	• বিভিন্ন নিরীক্ষা কাজে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল এবং কারিগরি অপর্যাপ্ততা নিরসন।	• নিরীক্ষা কাজ বিষয়ে নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদানসহ প্রয়োজনীয় কারিগরি সক্ষমতা ও অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি
২০	বেসরকারি খাতের বন্ডেড ট্রান্সফার সনদ প্রদানের সুবিধার অনুপস্থিতি	• RA3 (Regulated Agent for Third Country) সনদ থাকা সাপেক্ষে আন্তর্জাতিক এয়ার এক্সপ্রেসগুলোকে বন্ডেড ট্রান্সফার সুবিধা প্রদান।	• নতুন বন্ডেড নীতিমালা প্রণয়ন
২১	রপ্তানিকারকদের নথিপত্রে সাধারণ/অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভ্রান্তির ক্ষেত্রে কাস্টমস কর্তৃক জরিমানার বিধান	• গুরুতর নয় এমন ভুলের তালিকা তৈরি। • উপেক্ষাযোগ্য ছোটো ভুলের ক্ষেত্রে জরিমানা না করা এবং ছাড়পত্র প্রদান করা।	• জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে আদেশ জারি
২২	আন্তর্জাতিক এয়ার এক্সপ্রেস সেবা প্রদানকারীদের সেলফ ক্লিয়ারেন্স সুবিধার অভাব; যার জন্য অবাঞ্ছিত জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং সময় ব্যয় হয়।	• C&F এজেন্ট লাইসেন্সের জন্য ৪৯ শতাংশের অধিক শেয়ারধারী বিদেশি কোম্পানির জন্য বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হলে তারা C&F এজেন্ট হিসাবে পণ্যচালান খালাস করতে পারবে। এতে বিভিন্ন জটিলতা ও ব্যয় হ্রাস পাবে।	• কাস্টমস এজেন্ট লাইসেন্সিং বিধিমালার সংশোধন

ক্রম	অংশীজন কর্তৃক চিহ্নিত মুখ্য সমস্যাবলি	অংশীজন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংস্কার প্রক্রিয়া	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)
২৩	ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং লাইসেন্সিং বিধিমালা ২০০৮ সালে প্রণয়ন করা হয়। এটি অনেক ক্ষেত্রে বর্তমান সময়ের লজিস্টিক্স চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।	• সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনদের মতামত ও পরামর্শ বিবেচনায় ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং লাইসেন্সিং বিধিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধন।	• এসআরও ১৮-আইন/২০০৮/কাস্টমস/২১৭৪/শুল্ক, তারিখ ২৩ জানুয়ারি ২০০৮-এর সংশোধন বা বাতিলপূর্বক নতুন বিধিমালা জারি
২৪	লজিস্টিক্স খাতের আইনি, রেগুলেটরি ও প্রশাসনিক দায়িত্ব বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, কর্তৃপক্ষ এবং সংস্থার মধ্যে বিভক্ত, যার ফলে নীতি সমন্বয়ে ও সহজ সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হয়।	• এ খাতের উন্নয়ন, বিকাশ এবং জটিলতা নিরসনের লজিস্টিক্স-সংক্রান্ত একটি সমন্বিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করা।	• প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন

মুখ্য প্রতিষ্ঠান : বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

ক্রম	অংশীজন কর্তৃক চিহ্নিত মুখ্য সমস্যাবলি	অংশীজন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংস্কার প্রক্রিয়া	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)
২৫	স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এবং ২০২৬ পরবর্তী প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বজায় রাখার জন্য লজিস্টিক্স খাতের ভূমিকা সুনির্দিষ্টকরণের প্রয়োজনে লজিস্টিক্স স্ট্র্যাটেজি/কৌশল ও মহাপরিকল্পনার (Master Plan) অনুপস্থিতি রয়েছে।	• দ্রুততার সঙ্গে জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে উন্নত সাপ্লাই চেইন তৈরি নিশ্চিত করা।	• লজিস্টিক্স বিষয়ে নতুন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

মুখ্য প্রতিষ্ঠান : রেলপথ মন্ত্রণালয়

ক্রম	অংশীজন কর্তৃক চিহ্নিত মুখ্য সমস্যাবলি	অংশীজন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংস্কার প্রক্রিয়া	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)
২৬	বর্তমান আইনে রেলওয়ের পরিচালনা এবং অবকাঠামো উন্নয়নে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত।	• রেল সেবায় বেসরকারি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; এবং • বেসরকারি খাতকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদান করা।	• পিপিপি আইন, ২০১৫ • রেলওয়ে আইন, ১৮৯০ • ভ্যাট ও আয়করসংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি

মুখ্য প্রতিষ্ঠান : নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়

ক্রম	অংশীজন কর্তৃক চিহ্নিত মুখ্য সমস্যাবলি	অংশীজন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংস্কার প্রক্রিয়া	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)
২৭	বিপজ্জনক পণ্যের চালান চিহ্নিত করার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থার অনুপস্থিতি	• বিপজ্জনক পণ্য চিহ্নিতকরণ, নির্ধারণ, সংরক্ষণ ও পরিবহণ প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ের দায়িত্ব নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনে সুনির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের হাতে অর্পণ; • International Maritime Dangerous Goods (IMDG) কোড অব স্ট্যান্ডার্ড প্রতিপালন করা; এবং • আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সমন্বয় করে বিধিমালা নির্ধারণ।	• Bangladesh Merchant Shipping Ordinance, 1983 • The Dangerous Cargoes Act, 1953
২৮	বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯-এর কতিপয় ধারার কারণে বিদেশি পতাকাবাহী জাহাজ অপারেটররা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। যেমন : ধারা ৩(১)-সমুদ্রবাহিত কার্গোর কমপক্ষে পঞ্চাশ শতাংশ (৫০%) বাংলাদেশের পতাকা বহনকারী জাহাজ হতে হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে বাংলাদেশি পতাকাবাহী জাহাজ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ধারা নম্বর ৩ উপধারা (২)-এ উপধারা (১)-এ যা কিছুই থাকুক না কেন, জনসাধারণের তহবিলের ব্যয়ে বহন করা সমুদ্রবাহিত কার্গোগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কর্পোরেশনের মাধ্যমে বহন করতে হবে এবং	উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা যেতে পারে— • আমদানি, রপ্তানি ও অর্থনীতির বৃহত্তর স্বার্থ বিবেচনায় সরকারি, দেশি ও বিদেশি শিপিং কোম্পানির সঙ্গে আলোচনা করে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯-এর ধারা ৩ সহজীকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে; • এক্ষেত্রে বাংলাদেশি পতাকাবাহী জাহাজ কর্তৃক পরিবাহিত পণ্যের শতকরা হার, সম্প্রতি শিপিং খাতে দেশীয় বিনিয়োগ, বিভিন্ন রুটে চলাচলকারী জাহাজের সংখ্যা, দেশের রপ্তানি বাণিজ্য, পরিবহণ ব্যয় প্রভৃতি বিবেচনা করা যেতে পারে।	• বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯-এর ধারা ৩-এর প্রয়োজনীয় সংশোধন

ক্রম	অংশীজন কর্তৃক চিহ্নিত মুখ্য সমস্যাবলি	অংশীজন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংস্কার প্রক্রিয়া	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)
	উপধারা (৩)-এর অধীনে মওকুফ পাওয়ার জন্য (খ) উপধারা (১), জাহাজের মালিক বা তার এজেন্টকে কার্গো লোড করার কমপক্ষে ১৫ (পনেরো) দিন আগে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট একটি আবেদন করতে হবে। বিদেশি পতাকাবাহী জাহাজ অপারেটররা বাংলাদেশে ব্যাবসা চালিয়ে যাওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেললে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি এবং দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ সমুদ্র বন্দর ব্যবহার করে আমদানি-রপ্তানি ৯০% থেকে ৯৫% বিদেশি পতাকাবাহী জাহাজ দ্বারা পরিচালিত হয়।		
২৯	স্থলবন্দরে ওয়ান স্টপ সার্ভিস ব্যবস্থা না থাকা	• স্থলবন্দর দিয়ে বর্তমানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পণ্য (বিশেষত নিত্য প্রয়োজনীয় ও খাদ্যদ্রব্য) আমদানি রপ্তানি হয়। এক্ষেত্রে স্থলবন্দরে ওয়ান স্টপ সার্ভিস ব্যবস্থা চালুকরণ।	• নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো (NSW) চালু করার মাধ্যমে ওয়ান স্টপ সেবা প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া।

মুখ্য প্রতিষ্ঠান : শিল্প মন্ত্রণালয়

ক্রম	অংশীজন কর্তৃক চিহ্নিত মুখ্য সমস্যাবলি	অংশীজন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংস্কার প্রক্রিয়া	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)
৩০	বর্তমান বিধিমালা অনুযায়ী টেস্টিং ফ্যাসিলিটি/গবেষণাগার নির্মাণে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের সুযোগের অনুপস্থিতি; যার ফলে টেস্টিং-এর ধাপে সময় অপচয় হয়।	• বেসরকারি টেস্টিং ল্যাবরেটরি বা গবেষণাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি। • বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন নির্ধারিত পরীক্ষা ফি কমানো ও গবেষণাগার উন্নয়ন করা। • ঝুঁকিভিত্তিক ছাড়পত্র প্রদান। • দ্রুত প্রক্রিয়াকরণের জন্য ওয়ান স্টপ সেবা প্রদান। • বৈশ্বিক মান অনুযায়ী সনদপ্রাপ্ত গবেষণাগার তৈরি। • দক্ষিণ এশিয়া উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংস্থা (SASEC)-এর কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী স্থলবন্দরের মানোন্নয়ন করা।	• বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন আইন, ২০১৮-এর সংশোধন

মুখ্য প্রতিষ্ঠান : বন্দর কর্তৃপক্ষ

ক্রম	অংশীজন কর্তৃক চিহ্নিত মুখ্য সমস্যাবলি	অংশীজন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংস্কার প্রক্রিয়া	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)
৩১	লেস কন্টেইনার লোড (LCL) চালানের স্টোরেজের ক্ষেত্রে চার্জের অতি উচ্চ হার আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি করছে।	• সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনাপূর্বক LCL পণ্যের স্টোরেজের ক্ষেত্রে যৌক্তিক চার্জ নির্ধারণ।	• নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক যৌক্তিক চার্জ নির্ধারণ বিষয়ে নিয়মিত পর্যালোচনা

মুখ্য প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ

ক্রম	অংশীজন কর্তৃক চিহ্নিত মুখ্য সমস্যাবলি	অংশীজন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংস্কার প্রক্রিয়া	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)
৩২	গ্রাহকের দোরগোড়ায় দ্রুত কার্গো ডেলিভারির ক্ষেত্রে যথাযথ সুবিধার অভাবে পচনশীল পণ্য নষ্ট হচ্ছে এবং লজিস্টিক্স সেবায় দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি হচ্ছে।	• ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার ও এয়ার সার্ভিস প্রোভাইডারদের জন্য ক্লিয়ারেন্স হাব তৈরি করা। • বন্দরে কোল্ড সাপ্লাই চেইন স্থাপন করা। • ডেলিভারি মোটর বাইকে ১৬'/১৬'/১৬' বক্স স্থাপনের বৈধতা প্রদান করা।	• বন্দর কর্তৃপক্ষ/ সিভিল এভিয়েশন কর্তৃক প্রয়োজনীয় স্থাপনা নির্মাণ • সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮-এর সংস্কার

সমন্বিত প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্রম	অংশীজন কর্তৃক চিহ্নিত মুখ্য সমস্যাবলি	অংশীজন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংস্কার প্রক্রিয়া	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)	মুখ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩৩	এয়ার ফ্রেইটের ক্ষেত্রে অত্যধিক এয়ার ট্যারিফ। এর ফলে এয়ার ফ্রেইটে অনেক বেশি ব্যয় বহন করতে হয়।	• বাংলাদেশের প্রতিযোগী দেশসমূহের এয়ার ফ্রেইটের চার্জ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে চার্জ হ্রাস বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	• বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের এয়ারলাইন চার্জ পুনর্বিবেচনা করা (এয়ার ট্যারিফ যৌক্তিক হারে কমানো) • কার্গো স্ক্যানিং চার্জ পুনর্মূল্যায়ন করা	• বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় • বেসরকারি বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ • বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স
৩৪	শুল্ক পরিশোধে দিনরাত ২৪ ঘণ্টা ইলেকট্রনিক পেমেন্টের সুবিধা নেই। সাধারণত, শুল্কায়নের পর সোনালী ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ইলেকট্রনিকভাবে শুল্ক পরিশোধ করা হয়। কিন্তু শুল্ক প্রদানের এ প্রক্রিয়া সন্ধ্যায় বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বিকালে যে চালানগুলোর শুল্কায়ন হয়, লেনদেন চ্যানেল বন্ধ থাকায় সেই চালানগুলোর শুল্ক-কর ওইদিন প্রদান করা যায় না।	• শুল্ক-কর যে-কোনো সময়ে পরিশোধ করার জন্য সার্বক্ষণিক (২৪/৭) ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থা চালু রাখা প্রয়োজন	• সার্বক্ষণিক (২৪/৭) লেনদেন চালু রাখার জন্য অফিস আদেশ প্রদান	• জাতীয় রাজস্ব বোর্ড • সোনালী ব্যাংক • বাংলাদেশ ব্যাংক
৩৫	কাস্টমস কর্তৃক CIN প্রদানে বিলম্ব : ০১.০৯.২০২৩ তারিখ হতে প্রত্যেক ব্যক্তির পাসপোর্ট/জাতীয় পরিচয়পত্রের বিপরীতে একটি প্রেরক শনাক্তকরণ নম্বর (CIN) তৈরি করা শুরু হয়েছে। মূলত, জাল জালিয়াতি রোধ	• CIN প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণে আবেদনের সর্বোচ্চ ২ কার্যদিবসের মধ্যে CIN তৈরির দাপ্তরিক সময়সীমা নির্ধারণ ও প্রচার; • প্রয়োজনে আবেদনকারীর সঙ্গে মোবাইলে/ই-মেইলে যোগাযোগ করা যেতে পারে।	• CIN তৈরির সময়সীমা হ্রাস ও পদ্ধতি সহজীকরণ বিষয়ে অফিস আদেশ জারি	• জাতীয় রাজস্ব বোর্ড • বাংলাদেশ কাস্টমস কর্তৃপক্ষ

ক্রম	অংশীজন কর্তৃক চিহ্নিত মুখ্য সমস্যাবলি	অংশীজন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংস্কার প্রক্রিয়া	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)	মুখ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ
	এবং প্রকৃত আমদানিকারক/রপ্তানি কারক কর্তৃক পণ্যচালান খালাস নিশ্চিত করার জন্য এই শনাক্তকরণ নম্বর তৈরি করা হয়। বর্তমানে এ শনাক্তকরণ নম্বর তৈরিতে ১ সপ্তাহের বেশি সময় লাগে যা হ্রাস করা প্রয়োজন			
৩৬	নন ইন্ট্রুসিভ ইন্সপেকশনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত এবং মানবসম্পদের দক্ষতার অভাব	• দক্ষ জনসম্পদ ও প্রযুক্তি ব্যবহৃত হবে। এতে পণ্যচালান খালাসে সময় হ্রাস পাবে।	• জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে প্রয়োজনীয় বাজেট প্রদান	• নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় • জাতীয় রাজস্ব বোর্ড • বন্দর কর্তৃপক্ষ
৩৭	খালি কন্টেইনার পুনর্ব্যবহার সংক্রান্ত জটিল বিধিমালা : সকল খালি কন্টেইনার পুনর্ব্যবহারের পূর্বে প্রথমে প্রবেশ-বন্দরে (Port of Entry) নিয়ে আসতে হয়, যা অপ্রয়োজনীয় সমস্যার সৃষ্টি করে	• খালি কন্টেইনার লাইসেন্স-সাপেক্ষে অন্য বন্দরে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রদান। • খালি কন্টেইনার ব্যবহার উৎসাহিত করতে বিধিমালা/গাইডলাইন সহজীকরণ ও প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ।	• খালি কন্টেইনার সহজে ব্যবহারের অনুমতি সংক্রান্ত নতুন অফিস আদেশ	• জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৮	গুডস এরাইভালের ক্ষেত্রে কাস্টমসসংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সমন্বিত ও স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার অভাব	• স্বয়ংক্রিয় সিদ্ধান্ত প্রদান ব্যবস্থা তৈরি করা; এবং • Harmonized System (HS) কোড নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামো তৈরি করা।	• ASYCUDA World • National Single Window (NSW) • ট্যারিফ শিডিউল	• জাতীয় রাজস্ব বোর্ড • বন্দর কর্তৃপক্ষ

ক্রম	অংশীজন কর্তৃক চিহ্নিত মুখ্য সমস্যাবলি	অংশীজন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংস্কার প্রক্রিয়া	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)	মুখ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩৯	এয়ার কার্গোর অপর্যাপ্ত ফ্রেইট স্টেশনের ফলে পণ্য সরবরাহে সময় ও ব্যয় বেশি হয়	• বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার বিমানবন্দরে মাল্টিমোডাল এয়ার লজিস্টিক্স হাব গড়ে তোলার জন্য পদক্ষেপ নিতে পারে; • বন্ড লাইসেন্সিং বিধিমালায় এটি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।	• বন্ড লাইসেন্স বিধিমালা সংশোধন অথবা নতুন বিধিমালা প্রণয়ন • বন্ডেড পরিবহণ ব্যবস্থা চালুর অনুমতি	• জাতীয় রাজস্ব বোর্ড • বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ
৪০	আমদানি ও রপ্তানিকৃত পণ্য ক্লিয়ারেন্সের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সার্ভিস প্রদান চুক্তির অপর্যাপ্ততা/কার্যকারিতার অভাব	• ডিজিটাল মাধ্যমে নথিপত্র নিরীক্ষা করার ব্যবস্থা রাখা; • আন্তঃমন্ত্রণালয়/সংস্থার সেবা ও যোগাযোগ বৃদ্ধি করা।	• National Single Window (NSW) চালুকরণ	• জাতীয় রাজস্ব বোর্ড • অন্যান্য সেবা প্রদানকারী সংস্থা
৪১	কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স সমন্বয় ও প্রযুক্তির অভাব; যার ফলে পণ্য সরবরাহে সময় অপচয় হয়	• ডিজিটাল ব্যবস্থার প্রসার প্রয়োজন; এবং • আন্তঃমন্ত্রণালয়/সংস্থার যোগাযোগ ও সেবার মান নির্ধারণ।	• কাস্টমস আইন, ২০২৩	• জাতীয় রাজস্ব বোর্ড • তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
৪২	জাতীয় শিল্প নীতি ২০২২-এ লজিস্টিক্স খাতের চিহ্নিত উপখাতসমূহের মধ্যে আন্তর্জাতিক এয়ার এক্সপ্রেস সেবা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।	• বর্তমান ২১টি আলাদা উপখাতের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক এয়ার এক্সপ্রেস সেবাকে নতুন উপখাত হিসাবে চিহ্নিত করা প্রয়োজন; এবং • World Trade Organization এবং World Customs Organization-এর মান অনুসরণ করে খাতটির উন্নয়ন ঘটাতে হবে।	• জাতীয় শিল্প নীতি, ২০২২	• শিল্প মন্ত্রণালয় • বাণিজ্য মন্ত্রণালয় • জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ক্রম	অংশীজন কর্তৃক চিহ্নিত মুখ্য সমস্যাবলি	অংশীজন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংস্কার প্রক্রিয়া	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)	মুখ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ
৪৩	WTO Trade Facilitation Agreement আর্টিকেল ৭ (৮) এবং World Customs Organization-এর বিধিমালা অনুযায়ী দ্রুত পণ্য খালাসের (ইমিডিয়েট গুডস রিলিজ) প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় না।	• পণ্য আগমনের সময় থেকে দ্রুত খালাসের ব্যবস্থা করা এবং সেই অনুযায়ী পারফরম্যান্স মাপকাঠি ঠিক করা; • এক্সপ্রেস শিপমেন্টের ক্ষেত্রে প্রায় ৯০% সময়ে এক ঘণ্টার মধ্যে (সর্বাধিক ২ ঘণ্টা) পণ্য খালাস হওয়া প্রয়োজন এবং বাকি ১০% সমস্যা অনুযায়ী এক থেকে দুই দিনের মধ্যে ছাড়পত্রের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত; • পরিস্থিতি অনুসারে World Customs Organization বিধিমালার মূলনীতিগুলো অনুসরণ করা উচিত; • কোনো কারণ ছাড়া প্রকাশ্যে পণ্যের ছাড়পত্র দিতে দেরি করা বা অন্যান্য পণ্যবাহী কার্গো থেকে আলাদা করা থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন।	• জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে নতুন অফিস আদেশ	• জাতীয় রাজস্ব বোর্ড • গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং এজেন্ট (বিমান)
৪৪	Di Minimis (ডি মিনিমিস) সুবিধার/ব্যবস্থার অসম্পূর্ণ কার্যকারিতা: ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি হওয়া সত্ত্বেও বিবিধ কারণে এর সম্পূর্ণ সুবিধা পাওয়া যায় না। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সংখ্যা	• পণ্য খালাসের ব্যবস্থার সহজীকরণ করতে হবে, ডি মিনিমিসে একত্রিতভাবে পণ্য খালাস করলে নথিপত্র কম দরকার হয় এবং প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। এতে একটি বিল অব এন্ট্রি থাকলেই পণ্য খালাস করা যায়, আলাদা বিল অব এন্ট্রি প্রয়োজন হয় না;	• এসআরও ২৯৭-আইন/২০১৯/৪৬ তারিখ : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯	• জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ক্রম	অংশীজন কর্তৃক চিহ্নিত মুখ্য সমস্যাবলি	অংশীজন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংস্কার প্রক্রিয়া	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)	মুখ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ
	কমানো বা একসঙ্গে ছাড়পত্র প্রদান করা হয় না। প্রত্যেকটি চালান খালাস করতে আলাদা বিল অব এন্ট্রি দাখিল করতে হয়। আমদানি শুল্ক না নেওয়া হলেও VAT ও AIT চার্জ করা হয়। নমুনা আমদানির ক্ষেত্রে 'কোনো বাণিজ্যিক মূল্য নেই (No Commercial Value)' জাতীয় বিষয় উল্লেখ থাকলে উক্ত পণ্য ডি মিনিমিস-এর অধীনে খালাস করা যায় না।	• ডি মিনিমিসে VAT ও AIT ছাড় দেওয়া যেতে পারে; • পণ্য মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ডি মিনিমিসের সীমারেখা বর্তমানের ২ (দুই) হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।		
৪৫	ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান 'রেড কান্ট্রি স্ট্যাটাস'-এ পাকিস্তান, আফগানিস্তানের মতো আরও কিছু দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের নামও এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, ফলে প্রতিটি শিপমেন্ট অতিরিক্ত নিরীক্ষার সম্মুখীন হয়। এর ফলে ডেলিভারি সময়, পণ্য খালাসের সময়, খরচ সব কিছুই অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বেড়ে যায়।	• বিমানবন্দরসহ রপ্তানি কেন্দ্রগুলোতে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা; • 'রেড কান্ট্রি লিস্ট'-থেকে বাংলাদেশের নাম প্রত্যাহার করার জন্য আন্তর্জাতিক মহলে কার্যকর কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ।		• পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় • বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

লজিস্টিক্স অবকাঠামো

মুখ্য প্রতিষ্ঠান : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ক্রম	অংশীজন কর্তৃক চিহ্নিত মুখ্য সমস্যাবলি	অংশীজন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংস্কার প্রক্রিয়া	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)
৪৬	কোল্ড চেইন এবং ফার্মাসিউটিক্যালস লজিস্টিক্সের জন্য আলাদা এবং নির্দিষ্ট অফ ডকের অভাব, যার ফলে জরুরি সেবা প্রদান সময়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে	• ফার্মাসিউটিক্যালস, খাদ্যসামগ্রী, কৃষিপণ্যসহ পচনশীল দ্রব্য ব্যবসায়ীদের সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করে উপযুক্ত ব্যবস্থা চিহ্নিতকরণ; • এ খাতে কার্যকর বিনিয়োগ আকর্ষণে উদ্যোগ গ্রহণ করা।	• শুল্ক-কর প্রণোদনা • প্রচলিত আইন ও পদ্ধতি সহজীকরণ
৪৭	এয়ারসাইড অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় অফ ডক বন্ড লাইসেন্সের অনুপস্থিতি	• নির্বাচিতভাবে আলাদা অফ ডক বন্ড লাইসেন্স এবং চালান খালাস প্রক্রিয়া চালু করা।	• নতুন বন্ডেড বিধিমালা • অফ ডকের জন্য কাস্টমস বিধিমালা

মুখ্য প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ

ক্রম	অংশীজন কর্তৃক চিহ্নিত মুখ্য সমস্যাবলি	অংশীজন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংস্কার প্রক্রিয়া	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)
৪৮	বৈদ্যুতিক গাড়ি ব্যবহারে উৎসাহ বাড়াতে প্রয়োজনীয় প্রণোদনার অভাব, যার ফলে সবুজ যানবাহন জনসাধারণ পর্যাপ্ত ব্যবহার করতে পারছে না।	• পরিবেশবান্ধব গাড়ি আমদানিতে প্রণোদনা দেওয়া।	• জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং অর্থ বিভাগ থেকে প্রণোদনা প্রদান
৪৯	সাধারণ ভ্যানকে পণ্য ডেলিভারি ভ্যানে রূপান্তরিত করতে পলিসির অনুপস্থিতি; রূপান্তরিত ভ্যানগাড়ির রেজিস্ট্রেশন পলিসি না থাকায় ডেলিভারি ভ্যান ব্যবহার করতে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে।	• রূপান্তরিত ডেলিভারি ভ্যানের রেজিস্ট্রেশন বিধিমালা নির্ধারণ করা।	• সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮

মুখ্য প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

ক্রম	অংশীজন কর্তৃক চিহ্নিত মুখ্য সমস্যাবলি	অংশীজন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংস্কার প্রক্রিয়া	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)
৫০	বিমানবন্দর কেন্দ্রিক সমন্বিত কার্গো হাবের অপ্রতুলতা	• এয়ার এক্সপ্রেস শিল্প আরও বিকশিত করতে সম্ভাব্যতা অনুসন্ধান করা। • বন্দরের সকল প্রক্রিয়ায় কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা। • অন্তর্বর্তীকালীন ওয়্যারহাউজ তৈরি করা। • কুরিয়ার টার্মিনাল নির্মাণ করা ।	• বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের জন্যে নতুন মাস্টার প্ল্যান

মুখ্য প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

ক্রম	অংশীজন কর্তৃক চিহ্নিত মুখ্য সমস্যাবলি	অংশীজন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংস্কার প্রক্রিয়া	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)
৫১	নদীপথে পণ্য পরিবহণ সুবিধা প্রসারে প্রয়োজনীয় প্রণোদনার অভাব	• পরিকল্পিত ড্রেনেজ এবং বৃহৎ বিনিয়োগের মাধ্যমে নদীপথে পণ্যের কন্টেইনার আনা নেওয়া করার জন্যে প্রণোদনামূলক বিধিমালা তৈরি করা। একইসঙ্গে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিস্তারিত সম্ভাব্যতা যাচাই ও কার্যকর গবেষণা প্রয়োজন।	• নদীপথে পণ্য পরিবহণ-সংক্রান্ত নতুন নীতিমালা/নির্দেশিকা

সমন্বিত প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্রম	অংশীজন কর্তৃক চিহ্নিত মুখ্য সমস্যাবলি	অংশীজন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংস্কার প্রক্রিয়া	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)	মুখ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ
৫২	রেলভিত্তিক ICD নির্মাণে সহায়ক বিধিমালার অভাব	• শুল্ক পর্যালোচনা ও সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য লাভজনক অবস্থান নিশ্চিত করা। • কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি। • রেলপথ সংযুক্ত ICD নির্মাণে বিধিমালা তৈরি করা। • অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নীতিমালা উন্নয়ন করা।	• বেসরকারি আইসিডি/সিএফএস বা অফ ডক (Off-Dock) স্থাপন ও পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২১ • ICD বিধিমালা ২০১৬	• রেল মন্ত্রণালয় • নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় • সড়ক ও যোগাযোগ বিভাগ • জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ক্রম	অংশীজন কর্তৃক চিহ্নিত মুখ্য সমস্যাবলি	অংশীজন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংস্কার প্রক্রিয়া	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)	মুখ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ
৫৩	দীর্ঘ সময়ের জমে থাকা পণ্য নিয়মিত এবং দ্রুত খালাসের কার্যকর ব্যবস্থার অভাব	• অখালাসকৃত মালামাল খালাসের লক্ষ্যে আমদানিকারকের সঙ্গে যোগাযোগ করা; এবং • প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে নিলামের আয়োজন করা।	• বাংলাদেশ কাস্টমস আইন, ১৯৬৯-এর ৮২ নং ধারা	• জাতীয় রাজস্ব বোর্ড • বন্দর কর্তৃপক্ষ
৫৪	অপর্যাপ্ত টেম্পারেচার কন্ট্রোলড লজিস্টিক্স (TCL) ব্যবস্থা; টেম্পারেচার কন্ট্রোলড লজিস্টিক্স ব্যবস্থার উন্নয়নে যথাযথ পরিচালনা বিধিমালা ও অবকাঠামোগত সুবিধার অভাব	• সারাদেশে বন্দরসমূহে লজিস্টিক্স হাব ও উপযুক্ত উৎপাদন ও বিতরণে টেম্পারেচার কন্ট্রোলড লজিস্টিক্স সুবিধা চালুকরণ	• TCL সুবিধা ও পরিচালনাসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন	• কৃষি মন্ত্রণালয় • শিল্প মন্ত্রণালয় • মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় • কৃষি মন্ত্রণালয় • বন্দর কর্তৃপক্ষ • বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

প্রতিষ্ঠানসমূহ ও দক্ষতা উন্নয়ন

মুখ্য প্রতিষ্ঠান : জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

ক্রম	অংশীজন কর্তৃক চিহ্নিত মুখ্য সমস্যাবলি	অংশীজন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংস্কার প্রক্রিয়া	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)
৫৫	কার্যকর প্রশিক্ষণ/কর্মস্থলে প্রশিক্ষণের অপ্রতুলতার ফলে লজিস্টিক্স খাতে দক্ষ জনবলের অভাব	• ব্যবসায়ের চাহিদামাফিক লজিস্টিক্স খাতে দক্ষ জনবল তৈরির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা-সংবলিত পরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ। • দক্ষতার ঘাটতি চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ প্রস্তুতি গ্রহণ। • জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করা যার উপর নির্ভর করে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করা। • শিল্প ও শিক্ষা খাতের মধ্যে সমন্বয় সাধন।	• জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ লজিস্টিক্স-বিষয়ক দক্ষতা অর্জন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করতে পারে।

প্রযুক্তি ও ডিজিটালাইজেশন

মুখ্য প্রতিষ্ঠান : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ক্রম	অংশীজন কর্তৃক চিহ্নিত মুখ্য সমস্যাবলি	অংশীজন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংস্কার প্রক্রিয়া	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)
৫৬	Import General Manifest (IGM) সংশোধনে কার্যকর ডিজিটালাইজড ব্যবস্থার অভাব	• Import General Manifest (IGM) সংশোধন ও ব্যবস্থাপনার জন্য ডিজিটাল পদ্ধতি চালুকরণ এবং প্রয়োজনে স্বয়ংক্রিয়/কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার করে সংশোধনের ব্যবস্থা করা	• নতুন অফিস আদেশ
৫৭	Time Release Study (TRS) এবং অটোমেটেড ক্লিয়ারেন্সের ক্ষেত্রে কিয়োটো প্রটোকল অনুসরণ করা হয় না	• জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) কর্তৃক কিয়োটো প্রটোকল মেনে ই-ক্লিয়ারেন্স সেবা চালু করা যার মাধ্যমে কার্গো এবং কন্টেইনার খালাস সহজীকরণ।	• কাস্টমস আইন, ২০২৩

মুখ্য প্রতিষ্ঠান : বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

ক্রম	অংশীজন কর্তৃক চিহ্নিত মুখ্য সমস্যাবলি	অংশীজন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংস্কার প্রক্রিয়া	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)
৫৮	ই-কমার্স খাতে পণ্য পরিবহণে কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থার জন্য সহায়ক প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামোর অভাব।	• সহজ উপায়ে স্বল্পসংখ্যক/ পরিমাণের পণ্য রপ্তানিকেও আন্তর্জাতিক লেনদেন ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্তকরণ। • আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যে ই-কমার্সের বৃদ্ধির জন্য সহায়ক বিধিমালা প্রণয়ন।	• ই-কমার্স নীতিমালা, ২০২২

মুখ্য প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কুরিয়ার অ্যান্ড মেইলিং সার্ভিস

ক্রম	অংশীজন কর্তৃক চিহ্নিত মুখ্য সমস্যাবলি	অংশীজন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংস্কার প্রক্রিয়া	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)
৫৯	কার্যকর প্রি-অ্যারাইভাল ক্লিয়ারেন্স প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতি : প্রজ্ঞাপন নং ৪৭/২০২০/কাস্টমস ১১ জুন ২০২০ অনুযায়ী আইজিএম ASYCUDA সিস্টেমে জমা দেওয়া হয়। পণ্য পৌঁছাবার অনেক আগে থেকে প্রাক্-আগমন প্রক্রিয়াকরণ (PAP) বা আগমন-পূর্ব প্রক্রিয়া চলমান রাখা সত্ত্বেও রোটেশনের অমিলের কারণে এবং হার্ড কপি মাস্টার এয়ারওয়ে বিল (MAWB) বিলম্বে পাওয়ার কারণে বিল অব এন্ট্রি দাখিলে বিলম্ব হয়।	• রোটেশন পদ্ধতিকে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় রূপান্তর। • মাস্টার এয়ারওয়ে বিল (MAWB) প্রয়োজনীয় নথির তালিকা থেকে বাদ দেওয়া। • সার্বক্ষণিক (২৪/৭) কর্মপ্রক্রিয়া চালু রাখা।	• প্রজ্ঞাপন নং ৪৭/২০২০/ কাস্টমস ১১ জুন ২০২০
৬০	ASYCUDA সার্ভারের প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত কার্যক্ষমতা : Bill of Entry (BoE) ও ASYCUDA উভয় ক্ষেত্রেই তথ্য জমা দিতে প্রায়শই ঝামেলায় পড়তে হয়। সার্ভারের কার্যক্ষমতার তুলনায় বেশি তথ্য আসলে সার্ভার কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।	• সার্ভারের কার্যক্ষমতা নিয়মিত পর্যবেক্ষণে রাখা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া; • সাম্প্রতিক ২-৩ বছরের তথ্য জমা রেখে পুরোনো তথ্য অন্যত্র স্থানান্তরের (তথ্য আর্কাইভিং) মাধ্যমে সার্ভারকে চাপমুক্ত রাখা।	• ASYCUDA-র জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি পরিকল্পনা তৈরি করছে। এর দ্রুত বাস্তবায়ন হওয়া প্রয়োজন।

সমন্বিত প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্রম	অংশীজন কর্তৃক চিহ্নিত মুখ্য সমস্যাবলি	অংশীজন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংস্কার প্রক্রিয়া	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)	মুখ্য প্রতিষ্ঠান
৬১	ই-মেরিটাইম TRS ব্যবস্থার অভাব	• সিঙ্গেল উইন্ডো ট্র্যাকিং এবং ট্রেসিং সিস্টেম তৈরি করা। • ডাকঘরে লাস্ট মেইল ট্র্যাকিং চালু করা।	• সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আইন/ বিধি/নীতি/আদেশ জারি করা।	• বন্দর কর্তৃপক্ষ • নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
৬২	বিমানবন্দর থেকে ওয়্যারহাউজ পর্যন্ত ১.৫ টন পর্যন্ত ট্রাকের চলাচলে অপ্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ	• শহরাঞ্চলে পণ্য পরিবহণে ৫ টন পর্যন্ত ট্রাকের চলাচলে বিধিনিষেধ পুনর্বিবেচনা করা।	• রোড ট্রান্সপোর্ট অ্যাক্ট, ২০১৮	• বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ

পরিশিষ্ট ০৪

লজিস্টিক্স খাতে জনশক্তির চাহিদা, দক্ষতা ঘাটতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

৪.১ লজিস্টিক্স খাতের সামগ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে দক্ষ ও বিশেষায়িত জনবলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধু লজিস্টিক্স খাতে জনবল প্রশিক্ষণের জন্য কোনো বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান না থাকলেও বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি খাতে প্রায় ৬২টি বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানে লজিস্টিক্স-সংক্রান্ত ৫৪টি পেশা (occupation)-এ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এ পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত ১০৬টি লজিস্টিক্স-সংশ্লিষ্ট পেশা (occupation)-এর মধ্যে অবশিষ্ট ৫২টির ক্ষেত্রে আরও বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি আবশ্যক।

প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত লজিস্টিক্স-সংশ্লিষ্ট পেশা (Occupation)	বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ সুবিধা-সংবলিত লজিস্টিক্স-সংশ্লিষ্ট পেশা (Occupation)	বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ রয়েছে এমন লজিস্টিক্স-সংশ্লিষ্ট পেশা (Occupation)
১০৬	৫৪	৫২

৪.২ লজিস্টিক্স খাতে চিহ্নিত বিদ্যমান পেশাসমূহ (Occupations) :

ক্রমিক	পেশা (Occupation)-এর নাম
১.	কোল্ড চেইন ম্যানেজমেন্ট : - কোল্ড স্টোরেজ ম্যানেজমেন্ট - ফ্রিজিং ট্রান্সপোর্টেশন - কোল্ড স্টোরেজ ওয়্যারহাউজ
২.	ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং: শিপিং—ক্যাপ্টেন, পাইলট, সারেং, সুকানি, সেইলর
৩.	শিপিং—কমার্শিয়াল পাইলট
৪.	ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং শিপিং—ট্রান্সপোর্ট পাইলট
৫.	হসপিটালিটি লজিস্টিক্স (ট্যুরিজম, হেলথ)
৬.	ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং
৭.	মার্কেট অ্যানালিস্ট (ইনভেন্টরি অ্যান্ড স্টোর ম্যানেজমেন্ট)
৮.	হেভি ইক্যুইপমেন্ট ড্রাইভার : - ট্রেইলার ড্রাইভার - ফর্কলিফ্ট ড্রাইভার (লোডার অ্যান্ড আনলোডার)

ক্রমিক	পেশা (Occupation)-এর নাম
৯.	মেকানিক
১০.	রুট প্ল্যানার
১১.	ওয়্যারহাউজ অ্যাসোসিয়েটস
১২.	ইনভেন্টরি ক্লার্ক
১৩.	শিপিং অ্যান্ড রিসিভিং ক্লার্ক
১৪.	লজিস্টিক্স কো-অর্ডিনেটর
১৫.	সাপ্লাই চেইন
১৬.	ডিমান্ড প্ল্যানার
১৭.	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)
১৮.	বেসিক ড্রাইভিং (ভারী)
১৯.	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা আপগ্রেডিং)
২০.	বেসিক অটোমেকানিজম (আপগ্রেডিং)
২১.	বেসিক অটোমেকানিজম/ওরিয়েন্টেশন (আপগ্রেডিং)
২২.	মেরিন টেকনোলজি
২৩.	শিপ বিল্ডিং টেকনোলজি
২৪.	ইঞ্জিন রুম আর্টিফিসার
২৫.	শিপ ফেব্রিকেশন
২৬.	শিপ ড্রাফ্টসম্যানশিপ
২৭.	শিপ বিল্ডিং ওয়েল্ডিং
২৮.	আইটি
২৯.	ওয়েল্ডিং
৩০.	প্লাম্বিং
৩১.	মেশিন শপ প্রাকটিস
৩২.	অপারেশনস অ্যান্ড সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট
৩৩.	অপারেশনস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স
৩৪.	মাস্টার্স ইন প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড সাপ্লাই ম্যানেজমেন্ট
৩৫.	মেশিন শপ
৩৬.	ডিপ্লোমা ইন শিপ বিল্ডিং
৩৭.	ওয়েল্ডিং

ক্রমিক	পেশা (Occupation)-এর নাম
৩৮.	ইলেক্ট্রিক্যাল মেইন্টেন্যান্স
৩৯.	অটোমোবাইল
৪০.	প্লাস্টিক প্রসেসিং
৪১.	সিএনসি মেশিন অপারেটর
৪২.	পিএলসি
৪৩.	মেশিন মেইন্টেন্যান্স
৪৪.	ডাই সিংক ইডিএম
৪৫.	ফাউন্ড্রি
৪৬.	সিএনসি ওয়্যারকাট মেশিনিং
৪৭.	এয়ারক্র্যাফ্ট মেইন্টেন্যান্স
৪৮.	মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং (তড়িৎযন্ত্র প্রকৌশল)
৪৯.	ফুড প্রসেসিং অ্যান্ড প্রিজারভেশন
৫০.	ডিপ্লোমা ইন ফুড
৫১.	ক্লাউড বেসড সিএনসি
৫২.	এনার্জি মনিটরিং
৫৩.	জেনারেল ড্রাইভিং
৫৪.	পোর্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড লজিস্টিক্স
৫৫.	থ্রি-ডি প্রিন্টিং (3D Printing)
৫৬.	প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড সাপ্লাই ম্যানেজমেন্ট
৫৭.	অটোক্যাড টু-ডি (Autocad 2D)
৫৮.	জিআইএস
৫৯.	কোয়ালিটি কন্ট্রোল
৬০.	রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং
৬১.	ডিপ্লোমা ইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট
৬২.	ডিগ্রি অন অটোমোবাইল টেকনোলজি কোর্স
৬৩.	ডিগ্রি অন এয়ারক্র্যাফ্ট মেইনটেন্যান্স (অ্যারোস্পেস) টেকনোলজি
৬৪.	ডিগ্রি অন এয়ারক্র্যাফ্ট মেইনটেন্যান্স (এভিওনিক্স) টেকনোলজি
৬৫.	ডিগ্রি অন ডেটা টেলিকমিউনিকেশন টেকনোলজি
৬৬.	ডিগ্রি অন পাওয়্যার টেকনোলজি

ক্রমিক	পেশা (Occupation)-এর নাম
৬৭.	ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড নেভিগেশন ইক্যুইপমেন্ট ইন্সটলেশন
৬৮.	শিপ মেশিনারি ইন্সটলেশন
৬৯.	অটো মেকানিক্স
৭০.	মোটর ড্রাইভিং উইথ বেসিক মেইনটেন্যান্স
৭১.	কার্গো হ্যান্ডেলিং স্পেশালিস্ট
৭২.	কাস্টমস ব্রোকার
৭৩.	ডিমান্ড অ্যান্ড ইনভেন্টরি প্ল্যানার
৭৪.	ডেসপ্যাচার
৭৫.	ফ্লিট অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজারস
৭৬.	ফর্কলিফ্ট অপারেটর
৭৭.	ইনভেন্টরি কন্ট্রোলার
৭৮.	ইনভেন্টরি ম্যানেজার
৭৯.	ইনভেন্টরি স্পেশালিস্ট
৮০.	লোড প্ল্যানার
৮১.	লজিস্টিক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেটর
৮২.	লজিস্টিক্স স্পেশালিস্ট/কো-অর্ডিনেটর
৮৩.	লজিস্টিক্স অ্যানালিস্ট
৮৪.	লজিস্টিক্স কন্ট্রোলার
৮৫.	লজিস্টিক্স ইঞ্জিনিয়ার
৮৬.	লজিস্টিক্স ম্যানেজার
৮৭.	লজিস্টিক্স অপারেশনস অ্যাসিসট্যান্ট
৮৮.	অর্ডার প্রসেসিং/কাস্টমার সার্ভিস
৮৯.	পিক প্যাক অপারেশন
৯০.	রিভার্স লজিস্টিক্স স্পেশালিস্ট
৯১.	শিপিং ডকুমেন্টেশন স্পেশালিস্ট
৯২.	ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
৯৩.	ট্রান্সপোর্টেশন স্পেশালিস্ট
৯৪.	ট্রাক ড্রাইভার
৯৫.	ওয়্যারহাউজ ম্যানেজার

ক্রমিক	পেশা (Occupation)-এর নাম
৯৬.	ওয়্যারহাউজ সুপারভাইজার
৯৭.	ওয়্যারহাউজ ওয়ার্কার
৯৮.	ক্যাটাগরি ম্যানেজার, স্পেশালিস্ট, অ্যানালিস্ট
৯৯.	কন্ট্রাক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর/ম্যানেজার
১০০.	প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজার
১০১.	প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট
১০২.	ইমপোর্ট/এক্সপোর্ট স্পেশালিস্ট
১০৩.	অর্ডার ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট
১০৪.	সেলস অ্যান্ড অপারেশনস প্ল্যানার (এসঅ্যান্ডওপি অ্যানালিস্ট)
১০৫.	চেইন ম্যানেজমেন্ট
১০৬.	ট্রেড কমপ্লায়েন্স স্পেশালিস্ট (কমার্শিয়াল)

৪.৩ লজিস্টিক্স খাতে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহে পেশা (Occupation)**-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের বিবরণী :**

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ/ডিগ্রি/ট্রেড/অকুপেশন/পেশার নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
১.	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	৪ সপ্তাহ
২.	বেসিক ড্রাইভিং (ভারী)	৮ সপ্তাহ
৩.	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা আপগ্রেডিং)	২ সপ্তাহ
৪.	বেসিক অটোমেকানিজম (আপগ্রেডিং)	১৬ সপ্তাহ
৫.	বেসিক অটোমেকানিজম/ওরিয়েন্টেশন (আপগ্রেডিং)	০৪ সপ্তাহ (জেনারেল) ৬ সপ্তাহ (ট্রেড)
৬.	ইঞ্জিন আর্টিফিসার	০২ বছর (ডিপ্লোমা)
৭.	শিপ ফ্যাব্রিকেশন	০২ বছর (ডিপ্লোমা)
৮.	শিপ ড্রাফ্টসম্যানশিপ	০২ বছর (ডিপ্লোমা)
৯.	শিপ বিল্ডিং ওয়েল্ডিং	০২ বছর (ডিপ্লোমা)
১০.	আইটি	০২ বছর (ডিপ্লোমা)
১১.	ওয়েল্ডিং	০২ বছর (ডিপ্লোমা)
১২.	প্লাম্বিং	০২ বছর (ডিপ্লোমা)
১৩.	অপারেশনস অ্যান্ড সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট	০৪ বছর (বিবিএ) ও ০২ বছর (এমবিএ)

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ/ডিগ্রি/ট্রেড/অকুপেশন/পেশার নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
১৪.	অপারেশনস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স	০১ বছর (এমবিএ)
১৫.	মাস্টার্স ইন প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট	০২ বছর
১৬.	মেশিন শপ	৩৬০ ঘণ্টা
১৭.	ডিপ্লোমা ইন শিপ বিল্ডিং	০৪ বছর (ডিপ্লোমা)
১৮.	ওয়েল্ডিং	৩৬০ ঘণ্টা
১৯.	ইলেকট্রিক্যাল মেইন্টেন্যান্স	৩৬০ ঘণ্টা
২০.	অটোমোবাইল	৩৬০ ঘণ্টা
২১.	প্লাস্টিক প্রসেসিং	৩৬০ ঘণ্টা
২২.	সিএনসি মেশিন	৩৬০ ঘণ্টা
২৩.	পিএলসি	৩৬০ ঘণ্টা
২৪.	মেশিন মেইন্টেন্যান্স	৩৬০ ঘণ্টা
২৫.	ডাই সিংক ইডিএম	৩৬০ ঘণ্টা
২৬.	ফাউন্ড্রি	৩৬০ ঘণ্টা
২৭.	সিএনসি ওয়্যারকাট মেশিনিং	৩৬০ ঘণ্টা
২৮.	এয়ারক্র্যাফ্‌ট মেইন্টেন্যান্স	০৪ বছর (ডিপ্লোমা)
২৯.	মেকাট্রনিক্স	৩৬০ ঘণ্টা
৩০.	ফুড প্রসেসিং অ্যান্ড প্রিজারভেশন	৩৬০ ঘণ্টা
৩১.	ডিপ্লোমা ইন ফুড	০৪ বছর (ডিপ্লোমা)
৩২.	ক্লাউড বেসড সিএনসি	৬ সপ্তাহ
৩৩.	এনার্জি মনিটরিং	৬ সপ্তাহ
৩৪.	ড্রাইভিং	৩৬০ ঘণ্টা
৩৫.	পোর্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড লজিস্টিক্স	স্নাতক
৩৬.	থ্রিডি প্রিন্টিং (3D Printing)	৩৬০ ঘণ্টা
৩৭.	প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট	স্নাতকোত্তর
৩৮.	অটোক্যাড টু-ডি (Autocad 2D)	২১ দিন
৩৯.	জিআইএস	২১ দিন
৪০.	কোয়ালিটি কন্ট্রোল	-
৪১.	ডিপ্লোমা ইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট	৬ মাস

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ/ডিগ্রি/ট্রেড/অকুপেশন/পেশার নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
৪২.	ডিগ্রি অন অটোমোবাইল টেকনোলজি কোর্স	৪ বছর
৪৩.	ডিগ্রি অন এয়ারক্র্যাফ্ট মেইনটেন্যান্স (এরোস্পেস) টেকনোলজি	৪ বছর
৪৪.	ডিগ্রি অন এয়ারক্র্যাফ্ট মেইনটেন্যান্স (এভিওনিক্স) টেকনোলজি	৪ বছর
৪৫.	ডিগ্রি অন ডেটা টেলিকমিউনিকেশন টেকনোলজি	৪ বছর
৪৬.	ডিগ্রি অন শিপ বিল্ডিং টেকনোলজি	৪ বছর
৪৭.	ডিগ্রি অন মেরিন টেকনোলজি	৪ বছর
৪৮.	ডিগ্রি অন পাওয়ার টেকনোলজি	৪ বছর
৪৯.	ডিগ্রি অন রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং টেকনোলজি	৪ বছর
৫০.	ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড নেভিগেশন ইক্যুইপমেন্ট ইন্সটলেশন	৪ মাস
৫১.	মেশিন শপ প্র্যাকটিস	৪ মাস
৫২.	শিপ মেশিনারি ইন্সটলেশন	৪ মাস
৫৩.	অটো মেকানিক্স	৪ মাস
৫৪.	মোটর ড্রাইভিং উইথ বেসিক মেইনটেন্যান্স	৪ মাস

৪.৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যেসকল বিশেষায়িত কোর্স/ডিগ্রি/ট্রেডের সুযোগ সৃষ্টি আবশ্যক :

ক্রমিক	কোর্স/ ডিগ্রি/ ট্রেড	কোর্সের প্রয়োজনীয় সময়কাল
১.	কোল্ড চেইন ম্যানেজমেন্ট : • কোল্ড স্টোরেজ ম্যানেজমেন্ট • ফ্রিজিং ট্রান্সপোর্টেশন • কোল্ড স্টোরেজ ওয়্যারহাউজ	৩৬০ ঘণ্টা
২.	ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং লজিস্টিক্স রোড শিপিং—ক্যাপ্টেন, সারেং, সুকানি, সেলার	ঐ
৩.	ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং লজিস্টিক্স রোড শিপিং—কমার্শিয়াল পাইলট	২৫০ ঘণ্টা

ক্রমিক	কোর্স/ ডিগ্রি/ ট্রেড	কোর্সের প্রয়োজনীয় সময়কাল
৪.	ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং লজিস্টিক্স রোড শিপিং—ট্রান্সপোর্ট পাইলট	১৫০০ ঘণ্টা
৫.	হসপিটালিটি লজিস্টিক্স (ট্যুরিজম, হেলথ)	ঐ
৬.	ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং	ঐ
৭.	মার্কেট অ্যানালিস্ট (ইনভেন্টরি অ্যান্ড স্টোর ম্যানেজমেন্ট)	ঐ
৮.	হেভি ইক্যুইপমেন্ট ড্রাইভার : ● ট্রেইলার ড্রাইভার ● ফর্কলিফ্ট ড্রাইভার ● (লোডার অ্যান্ড আনলোডার)	ঐ
৯.	মেকানিক	ঐ
১০.	রুট প্ল্যানার	ঐ
১১.	ওয়্যারহাউজ অ্যাসোসিয়েটস	ঐ
১২.	ইনভেন্টরি ক্লার্ক	ঐ
১৩.	শিপিং অ্যান্ড রিসিভিং ক্লার্ক	ঐ
১৪.	লজিস্টিক্স কো-অর্ডিনেটর	ঐ
১৫.	সাপ্লাই চেইন অ্যানালিস্ট	ঐ
১৬.	ডিমান্ড প্ল্যানার	ঐ
১৭.	কার্গো হ্যান্ডলিং স্পেশালিস্ট	৩৬০ ঘণ্টা
১৮.	কাস্টমস ব্রোকার	৩৬০ ঘণ্টা
১৯.	ডিমান্ড অ্যান্ড ইনভেন্টরি প্ল্যানার	৩৬০ ঘণ্টা
২০.	ডেসপ্যাচার	৩৬০ ঘণ্টা
২১.	ফ্লিট অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজারস	৩৬০ ঘণ্টা
২২.	ফর্কলিফ্ট অপারেটর	৩৬০ ঘণ্টা
২৩.	ইনভেন্টরি কন্ট্রোলার	৩৬০ ঘণ্টা
২৪.	ইনভেন্টরি ম্যানেজার	৩৬০ ঘণ্টা
২৫.	ইনভেন্টরি স্পেশালিস্ট	৩৬০ ঘণ্টা

ক্রমিক	কোর্স/ ডিগ্রি/ ট্রেড	কোর্সের প্রয়োজনীয় সময়কাল
২৬.	লোড প্ল্যানার	৩৬০ ঘণ্টা
২৭.	লজিস্টিক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেটর	৩৬০ ঘণ্টা
২৮.	লজিস্টিক্স স্পেশালিস্ট/কো-অর্ডিনেটর	৩৬০ ঘণ্টা
২৯.	লজিস্টিক্স অ্যানালিস্ট	৩৬০ ঘণ্টা
৩০.	লজিস্টিক্স কন্ট্রোলার	৩৬০ ঘণ্টা
৩১.	লজিস্টিক্স ইঞ্জিনিয়ার	৩৬০ ঘণ্টা
৩২.	লজিস্টিক্স ম্যানেজার	৩৬০ ঘণ্টা
৩৩.	লজিস্টিক্স অপারেশনস অ্যাসিসট্যান্ট	৩৬০ ঘণ্টা
৩৪.	অর্ডার প্রসেসিং/কাস্টমার সার্ভিস	৩৬০ ঘণ্টা
৩৫.	পিক প্যাক অপারেশন	৩৬০ ঘণ্টা
৩৬.	রিভার্স লজিস্টিক্স স্পেশালিস্ট	৩৬০ ঘণ্টা
৩৭.	শিপিং ডকুমেন্টেশন স্পেশালিস্ট	৩৬০ ঘণ্টা
৩৮.	ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার	৩৬০ ঘণ্টা
৩৯.	ট্রান্সপোর্টেশন স্পেশালিস্ট	৩৬০ ঘণ্টা
৪০.	ট্রাক ড্রাইভারস	৩৬০ ঘণ্টা
৪১.	ওয়্যারহাউজ ম্যানেজার	৩৬০ ঘণ্টা
৪২.	ওয়্যারহাউজ সুপারভাইজার	৩৬০ ঘণ্টা
৪৩.	ওয়্যারহাউজ ওয়ার্কার	৩৬০ ঘণ্টা
৪৪.	ক্যাটাগরি ম্যানেজার, স্পেশালিস্ট, অ্যানালিস্ট	৩৬০ ঘণ্টা
৪৫.	কন্ট্রাক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর/ম্যানেজার	৩৬০ ঘণ্টা
৪৬.	প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজার	৩৬০ ঘণ্টা
৪৭.	প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট	৩৬০ ঘণ্টা
৪৮.	ইমপোর্ট/এক্সপোর্ট স্পেশালিস্ট	৩৬০ ঘণ্টা
৪৯.	অর্ডার ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট	৩৬০ ঘণ্টা
৫০.	সেলস্ অ্যান্ড অপারেশনস প্ল্যানার (এস অ্যান্ড ওপি অ্যানালিস্ট)	৩৬০ ঘণ্টা
৫১.	চেইন ম্যানেজমেন্ট	৩৬০ ঘণ্টা
৫২.	ট্রেড কমপ্লায়েন্স স্পেশালিস্ট (কমার্শিয়াল)	৩৬০ ঘণ্টা

৪.৫ বর্তমানে লজিস্টিক্স খাত/উপখাতভিত্তিক প্রশিক্ষণ/ডিগ্রি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা :

সরকারি প্রতিষ্ঠান	বেসরকারি প্রতিষ্ঠান	নন-গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন (NGO)
১। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) ২। বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি ৩। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) ৪। বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) ৫। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন নির্বাচিত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ৬। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি ৭। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (বাংলাদেশ ক্ষুদ্র কুটির শিল্প কর্পোরেশনের (বিসিক) অধিভুক্ত) ৮। ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ফর কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ (বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের অধিভুক্ত) ৯। বাংলাদেশ কাউন্সিল ফর সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ ১০। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ১১। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয় ১২। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	১। বাংলাদেশ সোসাইটি ফর হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ২। ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ ৩। ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ ৪। বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই) ৫। ইন্টারন্যাশনাল সাপ্লাই চেইন এডুকেশন অ্যালায়েন্স ৬। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ৭। ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ৮। বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি ৯। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	১। পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন ২। ব্র্যাক ৩। ইউসেফ ৪। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

পরিশিষ্ট ০৫

লজিস্টিক্স উপখাতসমূহে বিনিয়োগ সম্ভাবনা

৫.১ জাতীয় শিল্প নীতি, ২০২২-এর পরিশিষ্টে চিহ্নিত লজিস্টিক্স খাতকে ২১টি উপখাতে প্রকৃতি অনুযায়ী নিম্নলিখিতভাবে বিন্যস্ত করা যেতে পারে :

ক. পরিবহণ সেবা :

১। বিমান/এভিয়েশন সেবা

২। রেল পরিবহণ সেবা

৩। সড়ক পরিবহণ ও যোগাযোগ

৪। অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ সেবা

খ. জাহাজ চলাচল সেবা :

১। সমুদ্র বন্দর সেবা

২। পণ্যবাহী সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল সেবা

৩। আঞ্চলিক ফিডার ভেসেল ও লাইটার/কোস্টাল/উপকূলীয় জাহাজ চলাচল শিল্প সেবা

৪। মেইন-লাইন অপারেটর সেবা

৫। অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ সেবা

৬। যন্ত্রচালিত ট্রলারযোগে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ শিল্প সেবা

গ. পণ্য খালাস, ছাড়করণ ও অগ্রায়ণ সেবা :

১। ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং সেবা

২। ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং সেবা

৩। গ্লোবাল লজিস্টিক্স সেবা

ঘ. পণ্য সংরক্ষণ ও গুদামজাতকরণ সেবা :

১। তেল/গ্যাস/এলএনজি ট্যাংক টার্মিনাল সেবা

২। টেম্পারেচার কন্ট্রোল্ড লজিস্টিক্স/কোল্ড চেইন/কোল্ড স্টোরেজ সেবা

৩। প্রাইভেট ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো অ্যান্ড কন্টেইনার ফ্রেইট স্টেশন সেবা

৪। প্রাইভেট ওয়্যারহাউজ সেবা

ঙ. প্রযুক্তিভিত্তিক সার্বিক লজিস্টিক্স সেবা :

১। কুরিয়ার ও পোস্টাল সার্ভিস সেবা

২। রাইড শেয়ারিং সেবা

৩। তথ্য ও প্রযুক্তিগত লজিস্টিক্স সেবা

৪। ফাইন্যান্সিয়াল লজিস্টিক্স সেবা

৫। ই-কমার্স লজিস্টিক্স সেবা

৫.২ বিনিয়োগের সম্ভাব্য ধরন হিসাবে ২১টি উপখাতকে নিম্নলিখিতভাবে বিন্যস্ত করা যেতে পারে :

ক্রম	লজিস্টিক্স উপখাত	বিনিয়োগের সম্ভাব্য ধরন		
		সরকারি	সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি)	বেসরকারি
১	সড়ক পরিবহণ ও যোগাযোগ	✓	✓	
২	বিমান/এভিয়েশন সেবা	✓	✓	
৩	রেল পরিবহণ সেবা	✓	✓	
৪	সমুদ্রবন্দর সেবা	✓	✓	✓
৫	পণ্যবাহী সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল সেবা	✓		✓
৬	আঞ্চলিক ফিডার ভেসেল ও লাইটার/কোস্টাল/উপকূলীয় জাহাজ চলাচল শিল্প সেবা			✓
৭	মেইন-লাইন অপারেটর সেবা	✓		✓
৮	অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ সেবা	✓	✓	✓
৯	ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং সেবা			✓
১০	তেল/গ্যাস/এলএনজি ট্যাংক টার্মিনাল সেবা	✓	✓	
১১	টেম্পারেচার কন্ট্রোল্ড লজিস্টিক্স/কোল্ড চেইন/কোল্ড স্টোরেজ সেবা			✓
১২	প্রাইভেট ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো অ্যান্ড কন্টেইনার ফ্রেইট স্টেশন সেবা			✓
১৩	কুরিয়ার ও পোস্টাল সার্ভিস সেবা	✓	✓	✓
১৪	রাইড শেয়ারিং সেবা			✓
১৫	ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং সেবা			✓
১৬	তথ্য ও প্রযুক্তিগত লজিস্টিক্স সেবা			✓
১৭	ফাইন্যান্সিয়াল লজিস্টিক্স সেবা			✓
১৮	যন্ত্রচালিত ট্রলারযোগে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ শিল্প সেবা		✓	✓
১৯	প্রাইভেট ওয়্যারহাউজ সেবা			✓
২০	ই-কমার্স লজিস্টিক্স সেবা			✓
২১	গ্লোবাল লজিস্টিক্স সেবা			✓

পরিশিষ্ট ০৬

লজিস্টিক্স খাতের উন্নয়নে গবেষণালব্ধ সুপারিশমালা

লজিস্টিক্স খাতের উন্নয়নে গবেষণালব্ধ সুপারিশমালা

নং	গবেষণার নাম/বিষয়বস্তু	গবেষণা সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	মূল সুপারিশমালা
০১	Making Vision 2041 a Reality: Perspective Plan of Bangladesh ২০২১-২০৪১	সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	• রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ট্রেড ও ট্রান্সপোর্ট লজিস্টিক্স পরিষেবা প্রাপ্তির ব্যয় হ্রাস, • লজিস্টিক্স ও সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনার ডিজিটালাইজেশন, • বহুমাধ্যম পরিবহণ ব্যবস্থার সমন্বয়, • জাতীয় মহাসড়ক ও আঞ্চলিক সড়কের উন্নয়ন, • আন্তঃশহর সংযোগ (ইন্টারসিটি কানেক্টিভিটি) নিশ্চিতকরণ, • পরিবহণ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার উন্নয়ন, • বিদ্যমান সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, • পরিবহণ খাতের সেবা ও অবকাঠামো উন্নয়নে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ উৎসাহিতকরণ, • সমুদ্র বন্দর হতে কারখানা পর্যন্ত আমদানিকৃত পণ্য/কাঁচামাল/যন্ত্র/যন্ত্রাংশ পরিবহণ সহজীকরণ, • নৌ বন্দর হতে কারখানা পর্যন্ত আমদানিকৃত পণ্য/কাঁচামাল/যন্ত্র/যন্ত্রাংশ পরিবহণ সহজীকরণ, • সামগ্রিক সক্ষমতা নিশ্চিতকরণে লজিস্টিক্স খাতের দক্ষতা বৃদ্ধি, • অবকাঠামো খাতে প্রতিবছর ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি।
০২	Progressing Toward Sustainable Graduation: Achievements and Future Pathways	সাপোর্ট টু সাসটেইনেবল গ্র্যাজুয়েশন প্রজেক্ট, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	• প্রয়োজনীয় নীতি সংস্কার, • সংস্থাসমূহের সমন্বয় সাধন, • বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন অ্যাগ্রিমেন্ট বাস্তবায়ন, • পরিবহণ খাতের সমন্বয়, • সমুদ্র বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন, • স্থল বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন, • বেসরকারি আইসিডি উন্নয়ন, • বিমান পরিবহণ খাতের উন্নয়ন ইত্যাদি।

নং	গবেষণার নাম/বিষয়বস্তু	গবেষণা সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	মূল সুপারিশমালা
০৩	Moving Forward Connectivity and Logistics to Sustain Bangladesh's Success	বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপ	• সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে সমন্বয় সাধন, • এভিডেন্স বেজড সিদ্ধান্ত গ্রহণ, • বিদ্যমান অবকাঠামোর পরিচর্যা, • অবকাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, • বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ, • নীতিসমূহের কার্যকর বাস্তবায়ন, • লজিস্টিক্স সেবাসমূহের গুণগতমান সমন্বয় সাধন, • নিরবচ্ছিন্ন আঞ্চলিক সংযোগ স্থাপন ইত্যাদি।
০৪	Connecting to Thrive Challenges and Opportunities of Transport Integration in Eastern South Asia	বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপ	• বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার পণ্য পরিবহণ ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে বাণিজ্য সক্ষমতা বৃদ্ধি, • বিভিন্ন জেলার সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের প্রসার, • প্রতিযোগিতামূলক ট্রাক পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, • মহাসড়কে যান পরিবহণের গড় গতি বৃদ্ধি, • পরিবহণ খাতে দক্ষ মানবসম্পদের যোগান নিশ্চিতকরণ, • মূলধন ও জমির সর্বোত্তম উপযোগিতা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি।
০৫	Country Private Sector Diagnostic: Creating Markets in Bangladesh	ইন্টারন্যাশনাল ফাইনান্স কর্পোরেশন	• সমন্বিত বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহণ খাত মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, • জাতীয় বহুমাধ্যম পরিবহণ সমন্বয় কমিটি গঠন, • জাতীয় লজিস্টিক্স কৌশল প্রণয়ন, • লজিস্টিক্স খাতের মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক প্রণয়ন, • বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, • লজিস্টিক্স খাতে বিনিয়োগ আকর্ষণে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন, • লজিস্টিক্স খাতকে দেশীয় পুঁজিবাজার ও বিদেশি উৎস হতে অর্থ আনয়নের সুযোগ প্রদান, • লজিস্টিক্স খাতে তথ্যের স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, • বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন,

নং	গবেষণার নাম/বিষয়বস্তু	গবেষণা সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	মূল সুপারিশমালা
			• বন্দর পরিচালনায় 'ল্যান্ড লর্ড মডেল' অনুসরণ, • কাস্টমস কার্যক্রমের দ্রুতায়ন নিশ্চিতকরণে বন্দর ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থার প্রচলন, • অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপো পরিচালনায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, • লজিস্টিক্স খাতে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে যৌথ বিনিয়োগ নীতি সহজীকরণ, • কোল্ড স্টোরেজ শিল্পের বিকাশে ফ্রিজ, রেফ্রিজারেটরসহ অন্যান্য যন্ত্রের আমদানি শুল্ক হ্রাস, • খাদ্য নিরাপত্তা মানের উন্নয়ন ও অডিট নিশ্চিতকরণ, • টার্মিনাল ও ওয়্যারহাউজ নির্মাণে পিপিপি মডেল উৎসাহিতকরণ ইত্যাদি।
০৬	The Impact of COVID-19 on Logistics	ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	• এয়ার কার্গো পরিষেবার সক্ষমতা বৃদ্ধি, • কার্গো পরিবীক্ষণের সক্ষমতা বৃদ্ধি, • ক্রস বর্ডার বাণিজ্যে প্রটোকল নিশ্চিতকরণ, • প্রযুক্তি নির্ভর ই-কমার্স ব্যবস্থার প্রসার, • বৈশ্বিক ভ্যালু চেইনের পুনর্নির্ধারণ ও আধুনিকায়ন • দেশীয় চাহিদাভিত্তিক লজিস্টিক্স চাহিদা নির্ধারণ ইত্যাদি।
০৭	Bangladesh Economic Corridor Development Highlights	এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক	• ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট, যশোর ও খুলনা ট্রেড করিডরের সঙ্গে সংযুক্ত চারটি জাতীয় মহাসড়কে প্রয়োজনীয় ক্রসিং-এর ব্যবস্থা রাখা, • হাওড় অঞ্চলে সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন • সড়কের উপর চাপ হ্রাসে রেল নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ইত্যাদি।
০৮	Business Model on Agro Based Product	কৃষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে জয়েন্ট ভেঞ্চার অব নিউ ভিশন সলিউশন্স লিমিটেড এবং ট্রি ভিশন লিমিটেড কর্তৃক সম্পাদিত	• অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরি, • পচনশীল, অপচনশীল পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে নিজস্ব লজিস্টিক্স ব্যবস্থার প্রচলন, • ফ্রোজেন ভ্যান, কাভার্ড ভ্যান, চিলিং চেম্বার স্থাপন ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি।

নং	গবেষণার নাম/বিষয়বস্তু	গবেষণা সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	মূল সুপারিশমালা
০৯	Business Model on BPO's Mail and Parcel Service	কৃষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে জয়েন্ট ভেঞ্চার অব নিউ ভিশন সলিউশন্স লিমিটেড এবং ট্রি ভিশন লিমিটেড কর্তৃক সম্পাদিত	• অনলাইন প্ল্যাটফর্মভিত্তিক ই-কমার্স ব্যবস্থার প্রচলন, • লজিস্টিক্স ব্যবস্থার প্রবর্তন, • Application Programming Interface (API)-এর মাধ্যমে Domestic Mail Monitoring System (DMMS) Software-কে প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে সংযুক্ত করা, • Artificial Intelligence (AI) and Internet of Things (IoT) ভিত্তিক সমন্বিত পরিবহণ ও লজিস্টিক্স সেবা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা, • মেইল প্রসেসিং সেন্টার ও উক্ত সেন্টারে ইকুইপমেন্টের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি।
১০	Formulating National Logistics Industry Development Policy for Bangladesh: Experience from Global Good Practices-Outcomes and Way Forward	বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট	• জাতীয় লজিস্টিক্স ডেভেলপমেন্ট কমিটি/টাস্ক ফোর্স গঠন, • জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি ও মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন, • এয়ার ফ্রেইট ও এয়ার এক্সপ্রেস শিল্পের বিকাশ নিশ্চিতকরণে নীতি সহায়তা, • বেসরকারি আইসিডি কর্তৃক সকল আমদানি ও রপ্তানি পণ্য ছাড়করণ, • ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং, কাস্টমস এজেন্ট, আইসিডি/ অফ ডক স্থাপনে বিনিয়োগ প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ, • লজিস্টিক্স খাতে ডিজিটালাইজেশন নিশ্চিতকরণ, • ই-কমার্স ও ক্রস বর্ডার বাণিজ্যের প্রসারে নীতি সহায়তা, • প্রধান নৌ-পথ ও নৌবন্দরের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা নিশ্চিতকরণ, • অথোরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরদের সংখ্যা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, • কাস্টমস ব্যবস্থার আধুনিকায়নে ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো কার্যকর, • দক্ষ মানবসম্পদ গড়তে সমন্বিত কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন, • নীতি প্রণয়নকালে পরিবেশবান্ধব গ্রিন লজিস্টিক্স ব্যবস্থার প্রসার নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট ০৭

জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি ২০২৪ বাস্তবায়নের নমুনা কর্মপরিকল্পনা

৭.১ অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত

ক্রমিক	বর্ণনা	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক (KPI)
	সড়ক অবকাঠামো		
০১	জাতীয় মহাসড়কের সঙ্গে দেশের সকল বিমানবন্দর, নৌবন্দর, সমুদ্রবন্দর, স্থলবন্দর এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল ও শিল্পাঞ্চলকে সংযুক্ত করা	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	• বর্ণিত অবকাঠামোসমূহের সঙ্গে প্রস্তুতকৃত সংযোগ সড়কের প্রকৃতি ও দৈর্ঘ্য • সংযোগকৃত অবকাঠামোসমূহের বর্ণনা • সংযোগ সড়কসমূহের মান ও লেন সংখ্যা
০২	দেশে সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক করিডোর চিহ্নিতকরণ ও এসকল করিডোর বিকাশের আওতায় কয়েকটি অঞ্চলকে কানেক্টিভিটি হাব (সেবা কেন্দ্র) হিসাবে গড়ে তোলা এবং এর সঙ্গে অর্থনৈতিক অঞ্চল, শিল্পাঞ্চল, বিমান বন্দর, নৌ বন্দর, সমুদ্র বন্দর, স্থল বন্দর, ওয়্যারহাউজ এবং আইসিডি সংযুক্তকরণ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	• আন্তঃদেশীয় অর্থনৈতিক করিডোর চিহ্নিতকরণ • এতৎসঙ্গে কানেক্টিভিটি হাব-এর স্থান ও সংখ্যা • এ সকল কানেক্টিভিটি হাবের সঙ্গে সংযুক্ত বিমানবন্দর, নৌবন্দর, সমুদ্রবন্দর, স্থলবন্দর, ওয়্যারহাউজ এবং আইসিডির সংখ্যা
০৩	পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ওজন নিশ্চিতকরণে ও মহাসড়কের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে ওজন কেন্দ্র/ অ্যাক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	• যানবাহনের নির্ধারিত ওজন চিহ্নিতকরণ • স্থাপনকৃত অটোমেটেড অ্যাক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের সংখ্যা • নিয়ম ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের সংখ্যা
০৪	আন্তঃদেশীয় অর্থনৈতিক করিডোরে চলাচলকারী পণ্য পরিবহণে ব্যবহৃত যানবাহনের জন্য অন্য দেশে গ্রহণযোগ্য পারমিট ইস্যু নিশ্চিতকরণ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	• আন্তঃদেশীয় অর্থনৈতিক করিডোরভিত্তিক ইস্যুকৃত পারমিটের সংখ্যা

ক্রমিক	বর্ণনা	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক (KPI)
০৫	আন্তঃদেশীয় অর্থনৈতিক করিডোরে চলাচলকারী পণ্য পরিবহণে ব্যবহৃত যানবাহনের জন্য পণ্য পরিবহণ চার্জ/ ট্যারিফ নির্ধারণ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	• চার্জ/ট্যারিফ হারের তালিকা প্রস্তুত • পণ্য পরিবহণে ব্যবহৃত যানবাহনের সংখ্যা • আদায়কৃত চার্জ/ট্যারিফের পরিমাণ
০৬	যানবাহন ট্র্যাকিং ও ট্রেসিং নিশ্চিতকরণে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন (আরএফআইডি) এবং জিপিএস ব্যবস্থার ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	• যানবাহনে ট্র্যাকিং ও ট্রেসিং পদ্ধতি ব্যবহারের পরিমাণ

* এ নীতির অনুচ্ছেদ ৪.২.২ অনুযায়ী নীতি জারির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল বাস্তবায়নকারী সংস্থা তাদের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করে জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সচিবালয়ে প্রেরণ করবে।

ক্রমিক	বর্ণনা	বাস্তবায়নকারী সংস্থা*	মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক (KPI)
০৭	পণ্য পরিবহণে মাল্টি অ্যাক্সেল সমৃদ্ধ ও আধুনিক যানবাহনের ব্যবস্থাকরণ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	• আধুনিক যানবাহনের পরিমাণ • মাল্টি অ্যাক্সেল পরিবহণের সংখ্যা
০৮	পরিবেশবান্ধব ও গ্রিন ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থার বিকাশ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	• গ্রিন/পরিবেশবান্ধব পরিবহণের সংখ্যা
০৯	টোলপ্লাজাসমূহের পূর্ণ অটোমেশন ও আরএফআইডির ব্যবহার প্রচলন ও পণ্যবাহী যানবাহনের জন্য ডেডিকেটেড লেন নিশ্চিতকরণ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সেতু বিভাগ	• অটোমেশন ও আরএফআইডি সমৃদ্ধ টোলপ্লাজার সংখ্যা • ডেডিকেটেড লেন সংখ্যা • ব্যবহারের হার
১০	জাতীয় মহাসড়কে যানবাহনের গড় গতি ঘণ্টায় ৮০-১২০ কিলোমিটারে নির্ধারণ করত দেশের সকল জাতীয় মহাসড়কের দুই পাশে সার্ভিস লেন ব্যতীত ন্যূনতম ৪ লেনের ক্যারিজওয়ে নির্মাণ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	• যানবাহনের গড় গতি নির্ধারণ • সার্ভিস লেনের সংখ্যা • এক্সপ্রেসওয়ের সংখ্যা • যাতায়াতের সময় (Journey Time)
১১	পণ্য পরিবহণে ব্যবহৃত সকল সড়কে ক্রসিং-এ আন্ডারপাস নির্মাণ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	• ক্রসিং-এ সময় হ্রাসের হার • ব্যয় হ্রাসের হার

ক্রমিক	বর্ণনা	বাস্তবায়নকারী সংস্থা*	মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক (KPI)
১২	মহাসড়কের পাশে গাড়ির চালকদের জন্য বিশ্রামাগার, ওয়াশরুম, সার্ভিস সেন্টার, রিফুয়েলিং স্টেশন, ইলেক্ট্রিক ভেহিকেল চার্জিং স্টেশন, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র এবং যানবাহনের জরুরি মেরামতের জন্য পরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	• সেবাসমূহের সংখ্যা ও পরিমাণ • বেসরকারি খাত ও পিপিপি মডেলে বাস্তবায়িত সেবার সংখ্যা
১৩	মহাসড়কের সেফটি অডিট সম্পন্ন করত এ সংক্রান্ত ডেটাবেজ তৈরি	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	• সেফটি অডিট, শিডিউল ও সুপারিশ বাস্তবায়নের সংখ্যা • ডেটাবেজ তৈরি • দুর্ঘটনা ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের হার
১৪	সড়ক পরিবহন খাতে দক্ষ জনশক্তির নিয়োগ নিশ্চিতকরণ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	• নিয়োজিত দক্ষ জনশক্তির (সনদপ্রাপ্ত) সংখ্যা • গাড়ি চালক চিহ্নিতকরণ ব্যবস্থা
১৫	চালকদের জন্য মজুরি কাঠামো, চিকিৎসা ভাতা, বিমা সেবা, দুর্ঘটনা ভাতা ইত্যাদি প্রদানের ব্যবস্থাকরণ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	• মজুরি কাঠামো নির্ধারণ ও প্রয়োগ • ভাতাসমূহ নির্ধারণ ও প্রদান • বিমা সেবার সংখ্যা
১৬	সড়ক পথে বিভিন্ন যানবাহনে পণ্য পরিবহণের মাশুল/ ভাড়া নির্ধারণ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	• নির্ধারিত মাশুল/ভাড়া তালিকা
১৭	সড়ক ও মহাসড়ক অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় লজিস্টিক্স সংক্রান্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তকরণ ও বাস্তবায়ন	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	• পরিকল্পনার নাম • বাস্তবায়ন অগ্রগতি • লজিস্টিক্স সংক্রান্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তকরণের আবশ্যকীয় চেকলিস্ট/তালিকা

স্থল বন্দর/টোল অবকাঠামো			
ক্রমিক	**বর্ণনা**	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা***	**মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক (KPI)**
১৮	সকল স্থলবন্দরের সঙ্গে সড়ক ও রেল এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নৌ যোগাযোগ স্থাপন	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ	• বহুমাত্রিক পরিবহণ ব্যবস্থা সংবলিত স্থল বন্দরের সংখ্যা
১৯	আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর স্থল বন্দর ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ	• অটোমেটেড বর্ডার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং সেন্ট্রাল ড্যাশবোর্ড সংবলিত বন্দরের সংখ্যা
২০	স্থল বন্দরসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, পণ্য হ্যান্ডলিং-এর ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সংরক্ষণে পণ্যভিত্তিক বিশেষায়িত আধুনিক ওয়্যারহাউজ নির্মাণ	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ	• স্থলবন্দরসমূহে ট্রাক/কাভার্ড ভ্যানের ডুয়েল টাইম হ্রাস • স্থলবন্দরভিত্তিক Throughput (চলাচলকৃত পণ্যের পরিমাণ ও যানবাহনের সংখ্যা) বৃদ্ধি • পণ্য হ্যান্ডলিং এবং সংরক্ষণজনিত অপচয় হ্রাস • রপ্তানি পণ্যের স্টাফিং স্পেস বৃদ্ধি • বন্দরসমূহের কার্গো হ্যান্ডলিং সক্ষমতা ও সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি
২১	স্থল বন্দরসমূহে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রেল সাইডিং ফ্যাসিলিটি স্থাপন	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ	• রেল কন্টেইনার ডুয়েল টাইম হ্রাস
২২	স্থল বন্দর ব্যবস্থাপনায় অত্যাবশ্যকীয় সেফটি, সিকিউরিটি ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ	• স্থল বন্দরের নিরাপত্তা মান প্রতিপালনের হার • দুর্ঘটনা ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের হার
২৩	স্থল বন্দর/টোল অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ	• পরিকল্পনার নাম • বাস্তবায়ন অগ্রগতি

রেল অবকাঠামো			
ক্রমিক	**বর্ণনা**	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা***	**মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক (KPI)**
২৪	দেশের সকল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ নৌবন্দর, সমুদ্রবন্দর, স্থলবন্দর এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল, শিল্পাঞ্চল, ও আইসিডি হইতে পণ্য পরিবহনের জন্য পৃথক রেল লাইন স্থাপন	রেলপথ মন্ত্রণালয়	• নির্মিত রেললাইনের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার) • নির্মিত রেললাইনের লেন সংখ্যা • সংযোগকৃত (কানেক্টিভিটি) অঞ্চল/সংখ্যা
২৫	পণ্য ও যাত্রী পরিবহন সেবার বিকাশে বিদ্যমান সকল রেললাইনকে পর্যায়ক্রমে ব্রডগেজে এবং কমপক্ষে ডাবল লেনে রূপান্তর	রেলপথ মন্ত্রণালয়	• ব্রডগেজে রেলপথের পরিমাণ (কিলোমিটার) • ডাবল লেনে রূপান্তরের পরিমাণ
২৬	সকল রেল ও সড়ক ক্রসিং-এ আন্ডারপাস/ওভারপাস নির্মাণ করে নিরবচ্ছিন্ন চলাচল নিশ্চিতকরণ	রেলপথ মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু বিভাগ	• ক্রসিং-সংক্রান্ত স্টপেজ হ্রাসের সংখ্যা
২৭	আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য প্রক্রিয়া সহজীকরণে স্থাপিত লজিস্টিক্স হাবে (সেবা প্রদান কেন্দ্র) রেল আইসিডি ও ওয়্যারহাউজ স্থাপন	রেলপথ মন্ত্রণালয়	• স্থাপিত রেল আইসিডি ও ওয়্যারহাউজের সংখ্যা
২৮	রেলের সঙ্গে সকল পরিবহন মাধ্যমের সংযোগ স্থাপন (কানেক্টিভিটি হাব) ও সহজে পণ্য স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও আধুনিকায়ন	রেলপথ মন্ত্রণালয়	• রেল অবকাঠামোর সংখ্যা • প্রশিক্ষিত রেল জনবলের সংখ্যা • কানেক্টিভিটি হাবের সংখ্যা
২৯	আন্তঃদেশীয় অর্থনৈতিক করিডোরে পণ্য পরিবহনের জন্য বিদ্যমান রেলপথ আধুনিকায়ন ও নতুন রেল লাইন নির্মাণ	রেলপথ মন্ত্রণালয়	• আন্তঃদেশীয় অর্থনৈতিক করিডরের সঙ্গে সংযোগকারী রেললাইন ও রুটের সংখ্যা
৩০	রেলে আধুনিক যন্ত্রনির্ভর পণ্য হ্যান্ডলিং ব্যবস্থাকরণ	রেলপথ মন্ত্রণালয়	• আধুনিক যন্ত্রনির্ভর পণ্য হ্যান্ডলিং ব্যবস্থা সমৃদ্ধ স্টেশন সংখ্যা
৩১	অভ্যন্তরীণ রুটে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ ফ্রেইট রেলের সময়সূচি (শিডিউল) নিশ্চিতকরণ	রেলপথ মন্ত্রণালয়	• ফ্রেইট রেল শিডিউল সংখ্যা • পণ্য পরিবহন বৃদ্ধি (মে.টন)

ক্রমিক	বর্ণনা	বাস্তবায়নকারী সংস্থা*	মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক (KPI)
৩২	পণ্যবাহী রেলের জন্য চাহিদার নিরিখে পৃথক রেল ট্র্যাক নির্মাণ	রেলপথ মন্ত্রণালয়	• পণ্য পরিবহনের জন্য প্রয়োজনীয় রেল রুট চিহ্নিতকরণ • পণ্য পরিবহনের জন্য নির্মিত রেল লাইনের পরিমাণ
৩৩	দেশের সকল রেল নেটওয়ার্কে আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক সিগন্যালিং সিস্টেমের প্রবর্তন	রেলপথ মন্ত্রণালয়	• আধুনিক সিগন্যালিং সিস্টেম প্রবর্তিত স্টেশনের সংখ্যা
৩৪	সেন্ট্রাল ট্রাফিক কন্ট্রোল সিস্টেমসহ একটি আধুনিক রেল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের প্রবর্তন	রেলপথ মন্ত্রণালয়	• সেন্ট্রাল ট্রাফিক কন্ট্রোল সিস্টেম প্রবর্তন • সেন্ট্রাল ট্রাফিক কন্ট্রোল সিস্টেম প্রবর্তিত স্টেশনের সংখ্যা
৩৫	রেলওয়েতে বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশন প্রবর্তন	রেলপথ মন্ত্রণালয়	• বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশন সংবলিত রেলপথের পরিমাণ
৩৬	রেলের মাধ্যমে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে গড় গতিবেগ ৮০-১০০ কি.মি./ঘণ্টা নিশ্চিতকরণের জন্য বিদ্যমান রেল ট্র্যাক ও রেল ইঞ্জিন আধুনিকায়ন করা	রেলপথ মন্ত্রণালয়	• পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে রেলের গড় গতিবেগ (কিমি/ঘণ্টা) • যাতায়াতের সময় (Journey time)
৩৭	রেল মহাপরিকল্পনায় পণ্য পরিবহনের জন্য বিশেষ কৌশল নির্ধারণ ও প্রকল্প প্রণয়ন	রেলপথ মন্ত্রণালয়	• মহাপরিকল্পনা হালনাগাদকরণ • বাস্তবায়িত প্রকল্প সংখ্যা
৩৮	রেলপথে পণ্য পরিবহনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	রেলপথ মন্ত্রণালয়	• রেলপথে পণ্য পরিবহনের নিরাপত্তা মান নির্ধারণ • নির্ধারিত মান অনুযায়ী দুর্ঘটনা ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের হার
৩৯	আন্তঃদেশীয় পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে রেল ইন্টারচেঞ্জ ইউনিটের আধুনিকায়ন	রেলপথ মন্ত্রণালয়	• আন্তঃদেশীয় পণ্য পরিবহনের লক্ষ্যে আধুনিকায়নকৃত ইন্টারচেঞ্জ স্টেশনের সংখ্যা • রেল ইন্টার-চেঞ্জ ব্যবস্থায় পারদর্শী দক্ষ জনবলের সংখ্যা • রেল ইন্টার-চেঞ্জের সময়

ক্রমিক	বর্ণনা	বাস্তবায়নকারী সংস্থা*	মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক (KPI)
৪০	রেল পরিবহন খাতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা ও নিয়োগের জন্য রেলওয়ে জোন ও বিভাগীয় পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার পাশাপাশি বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে চাহিদার ভিত্তিতে আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী সার্টিফিকেট কোর্স বাস্তবায়ন	রেলপথ মন্ত্রণালয়	• দক্ষ মানবসম্পদের ঘাটতি পূরণের হার • অত্যাবশ্যকীয় 'কী স্কিলস (Key Skills)' নির্ধারণ ও তার ঘাটতি পূরণের হার
অভ্যন্তরীণ নৌপথ ও নৌবন্দর অবকাঠামো			
৪১	নৌ পথে পণ্য পরিবহন বৃদ্ধিকরণ	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	• নৌপথে বন্দরকেন্দ্রিক পণ্য পরিবহন বৃদ্ধির হার • বন্দর ব্যতীত অন্যান্য রুটে পণ্য পরিবহন বৃদ্ধির হার
৪২	পণ্য পরিবহনের চাহিদার ভিত্তিতে নৌপথের শ্রেণিবিন্যাস, গুরুত্বপূর্ণ রুটসমূহ চিহ্নিতকরণ ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	• শ্রেণিবিন্যাসের তথ্য-সংবলিত চিহ্নিত রুটের সংখ্যা • নির্মিত অবকাঠামোর সংখ্যা/পরিমাণ • সমুদ্রবন্দরের সঙ্গে সংযুক্ত নৌবন্দরের সংখ্যা
৪৩	সকল মৌসুমে ও সকল রুটে চলাচল উপযোগী পণ্যবাহী নৌযানের যোগান নিশ্চিত রাখা	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	• পণ্যবাহী চলাচল উপযোগী নৌযান সংখ্যা
৪৪	আন্তর্জাতিক মানের নৌ যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীয় ডিজিটালাইজড নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালুকরণ	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	• কেন্দ্রীয় ডিজিটালাইজড নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালুকরণ (AIS, ENC, VTS, RIS, রাডার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি) • আন্তর্জাতিক যোগাযোগ স্থাপন
৪৫	নৌ পথে সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের বিদ্যমান উচ্চতা সংক্রান্ত নীতিমালা যুগোপযোগীকরণ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	• উচ্চতা-সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধন • ব্রিজ ও সেতু নির্মাণে নীতিমালা বাস্তবায়ন

ক্রমিক	বর্ণনা	বাস্তবায়নকারী সংস্থা*	মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক (KPI)
৪৬	আধুনিক কাস্টমস সুবিধাদিসহ নৌ বন্দরে সহজ ও নিরাপদে পণ্য স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	• কাস্টমস সুবিধা সংবলিত নৌ বন্দরের সংখ্যা • আধুনিক সুবিধাদি সংবলিত অবকাঠামো (কন্টেইনার টার্মিনাল, আধুনিক ক্রেন, ওয়্যারহাউজ, রপ্তানি পণ্য স্টাফিং স্পেস বৃদ্ধি, স্ক্যানার/নন-ইনট্রুসিভ ইন্সপেকশন ইত্যাদি) নির্মাণের পরিমাণ/সংখ্যা • পণ্য খালাসের পরিমাণ ও সময়
৪৭	নৌপথে পণ্য পরিবহণে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	• নৌ পরিবহণের নিরাপত্তা মান প্রতিপালন • নৌ দুর্ঘটনা হ্রাসের হার • ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের হার
৪৮	নৌপথে পণ্য পরিবহণের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে দক্ষ জনবল তৈরিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	• প্রধান দক্ষতা (কী স্কিলস-key Skills) চিহ্নিতকরণ ও চাহিদার ঘাটতি পূরণের হার
৪৯	অভ্যন্তরীণ নৌপথ অবকাঠামো উন্নয়ন-সংক্রান্ত স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় লজিস্টিক্স সংক্রান্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তকরণ ও বাস্তবায়ন	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	• লজিস্টিক্স-সংক্রান্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তকরণের আবশ্যকীয় চেকলিস্ট/তালিকা • বাস্তবায়ন অগ্রগতি
সমুদ্রবন্দর অবকাঠামো			
৫০	সমুদ্রবন্দরে পণ্য ওঠা-নামা করার জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর সরঞ্জাম সংযোজন	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	• সংযোজিত অত্যাধুনিক সরঞ্জামের তালিকা, প্রকৃতি ও সংখ্যা

ক্রমিক	বর্ণনা	বাস্তবায়নকারী সংস্থা*	মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক (KPI)
৫১	পোর্ট কমিউনিটি সিস্টেমের (ভেসেল ট্র্যাকিং সিস্টেম, টার্মিনাল অপারেটিং সিস্টেম ইত্যাদি) মাধ্যমে সমুদ্রগামী জাহাজের গতিপথ ও অবস্থান চিহ্নিতকরণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	• বন্দর সীমায় জাহাজ আগমনের সময় হতে পণ্য খালাস পর্যন্ত সময় হ্রাসকরণ • বহির্নোঙরে জাহাজ অবস্থানের সময় হ্রাসের হার
৫২	সমুদ্র বন্দরে চলাচলকারী জাহাজের পারমিট ফি এবং বন্দর ব্যবহার ফি যৌক্তিক হারে নির্ধারণ	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	• বন্দর ব্যবহারের ব্যয় হ্রাস • পরিবহন ব্যয় হ্রাস
৫৩	সমুদ্র বন্দর অবকাঠামোর সামগ্রিক কার্যক্রম আধুনিকায়নে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	• মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন • স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন
৫৪	সমুদ্রবন্দর অবকাঠামোর সামগ্রিক উন্নতি নিশ্চিতকরণে আন্তর্জাতিক মেরিটাইম অরগানাইজেশনের সঙ্গে সমন্বয় করে মেরিটাইম সিঙ্গেল উইন্ডো ব্যবস্থাপনার প্রচলন	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	• মেরিটাইম সিঙ্গেল উইন্ডো বাস্তবায়ন
৫৫	বিদেশি পতাকাবাহী পণ্য পরিবহণকারী জাহাজের ক্ষেত্রে সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	• নোঙর ও পণ্য খালাস সময় ও ব্যয় হ্রাস
৫৬	সমুদ্রবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় লজিস্টিক্স সংক্রান্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তকরণ ও বাস্তবায়ন	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	• লজিস্টিক্স সংক্রান্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তকরণের আবশ্যকীয় চেকলিস্ট/তালিকা বাস্তবায়ন অগ্রগতি
বিমান বন্দর অবকাঠামো			
৫৭	আকাশপথে পণ্য পরিবহণের জন্য আন্তর্জাতিক ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ বিমান বন্দরসমূহেও ডেডিকেটেড এয়ার কার্গো সার্ভিস চালু, এয়ার কার্গো টার্মিনাল, এয়ার সাইড অপারেশন এবং এয়ার ফ্রেইট স্টেশন/ওয়্যারহাউজসহ লজিস্টিক্স হাব স্থাপন	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	• লজিস্টিক্স সুবিধা সংবলিত অভ্যন্তরীণ বিমান বন্দরের সংখ্যা • চালুকৃত এয়ার কার্গোর সংখ্যা • স্থাপিত টার্মিনালের সংখ্যা • স্থাপিত ওয়্যারহাউজের সংখ্যা • স্থাপিত লজিস্টিক্স হাবের সংখ্যা

ক্রমিক	বর্ণনা	বাস্তবায়নকারী সংস্থা*	মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক (KPI)
৫৮	সকল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে আধুনিক পণ্য হ্যান্ডলিং ও অপারেশন এবং কাস্টম সুবিধা স্থাপন	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	• পণ্য হ্যান্ডলিং ও অপারেশনের সময় হ্রাসের হার • কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সে সময় হ্রাসের হার
৫৯	দেশের সকল আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরের বিদ্যমান পণ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আধুনিক সরঞ্জাম ও প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	• দুর্ঘটনা ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের হার
৬০	সকল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ঔষধ, মৎস্য, কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য, খাদ্যপণ্য ইত্যাদির গুণগতমান নিশ্চিতকরণে বিশেষায়িত কোল্ড চেইন ব্যবস্থাপনা স্থাপন ও এসকল পণ্যের রপ্তানি সহজীকরণ ও দ্রুতায়নে বিমান বন্দরে গ্রিন চ্যানেল স্থাপন	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	• স্থাপিত কোল্ড চেইন সংখ্যা ও পরিমাণ • স্থাপিত গ্রিন চ্যানেল সংখ্যা • আকাশ পথে পণ্য পরিবহণের ব্যয় ও সময় হ্রাস
৬১	ক্রস বর্ডার ই-কমার্স ব্যবস্থার প্রসারে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহে পণ্য সর্টিং ও প্রসেসিং সেন্টার স্থাপন	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	• স্থাপিত পণ্য সর্টিং ও প্রসেসিং সেন্টারের সংখ্যা
৬২	এয়ার এক্সপ্রেস ও এয়ার কার্গো ইন্ডাস্ট্রির জন্য আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে সুনির্দিষ্ট স্থান বরাদ্দকরণ	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	• বিমানবন্দরে স্থান বরাদ্দকরণ • এয়ার এক্সপ্রেস ও এয়ার কার্গোর মাধ্যমে পরিবাহিত পণ্যের পরিমাণ
৬৩	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত/অব্যবহৃত বিমানবন্দরসমূহ চালুকরণ	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	• পুনঃচালুকৃত বিমানবন্দরের সংখ্যা
৬৪	আমদানি ও রপ্তানি পণ্য পরিবহণের সুবিধার্থে (সময় ও ব্যয় হ্রাসে) সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরের সঙ্গে আঞ্চলিক বিমানবন্দরের সংযোগ স্থাপন করা	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	• সম্ভাব্য ক্ষেত্রে আঞ্চলিক নতুন রুটের সংখ্যা
৬৫	বিমান বন্দরের সামগ্রিক কার্যক্রম আধুনিকায়নে লজিস্টিক্স-সংক্রান্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তকরত মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	• মহাপরিকল্পনায় লজিস্টিক্স-সংক্রান্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তির চেকলিস্ট/ তালিকা • স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

৭.২ লজিস্টিক্স খাত ও বাণিজ্য সহজীকরণ (Trade Facilitation) সংক্রান্ত

ক্রমিক	বর্ণনা	বাস্তবায়নকারী সংস্থা*	মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক (KPI)
৬৬	আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত দাখিলযোগ্য অত্যাবশ্যকীয় ডকুমেন্টস এবং প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও কার্যধাপ হ্রাসকরণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/ সংস্থা/ কর্তৃপক্ষ	• আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত সময় হ্রাসের হার • আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত ব্যয় হ্রাসের হার • আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত ডকুমেন্টের সংখ্যা হ্রাসের হার • আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের কায়িক পরীক্ষা হ্রাসের হার • ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো, মেরিটাইম সিঙ্গেল উইন্ডো, অটোমেটেড বর্ডার ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার এবং অন্যান্য তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সমন্বিত (co-ordinated) বর্ডার ব্যবস্থাপনার প্রচলন • National Single Window (NSW) চালুকরণ • WTO Trade Facilitation Agreement-এর প্রতিপালন (Compliance) বৃদ্ধির হার • Authorized Economic Operator-এর সংখ্যা বৃদ্ধির হার • গ্রিন চ্যানেল ব্যবহারের মাধ্যমে পণ্য খালাসের হার
৬৭	আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি সমৃদ্ধ স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনা এবং তথ্যের স্বচ্ছ ও অবাধ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ		
৬৮	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং আধুনিক নন-ইনট্রুসিভ ইন্সপেকশনের মাধ্যমে পণ্যের কায়িক পরীক্ষা হ্রাসকরণ		
৬৯	আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত সকল সার্টিফিকেট, লাইসেন্স ও পারমিট ইস্যুকারী সংস্থার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন আন্তঃসংযোগ স্থাপন		
৭০	আমদানি রপ্তানি সহায়ক যুগোপযোগী অবকাঠামো (আইসিডি/অফ ডক/বন্ডেড ওয়্যারহাউজ/পরীক্ষাগার/ কোল্ড চেইন ইত্যাদিসহ) স্থাপনে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ এবং এ-সংক্রান্ত নীতিমালা সহজীকরণ		

৭.৩ লজিস্টিক্স খাতে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার-সংক্রান্ত

ক্রমিক	বর্ণনা	বাস্তবায়নকারী সংস্থা*	মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক (KPI)
৭১	প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (বিএনডিএ) অনুসরণ	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	● বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক সময়ভিত্তিক কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট প্রদান
৭২	সড়ক ও নৌ পথে পণ্যবাহী সকল যানবাহনে বাধ্যতামূলকভাবে ট্র্যাকিং সিস্টেম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	সড়ক পরিবহন এবং মহাসড়ক বিভাগ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	● ভেহিকল ট্র্যাকিং সিস্টেমের আওতাধীন পরিবহণের সংখ্যা ও তা বৃদ্ধির হার ● ভেসেল ট্র্যাকিং সিস্টেমের আওতাধীন নৌ-যানের সংখ্যা ও তা বৃদ্ধির হার
৭৩	সকল টোল প্লাজাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে টোল আদায়	সড়ক পরিবহন এবং সেতু মন্ত্রণালয়	● অটোমেটেড টোল প্লাজার সংখ্যা ● স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে টোল প্রদানকারী গাড়ির সংখ্যা/ হার
৭৪	অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সকল পার্সেলে ট্র্যাকিং সিস্টেম প্রবর্তন এবং ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন কর্তৃক প্রদত্ত ট্র্যাকিং মেকানিজম অনুসরণ	ডাক অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কুরিয়ার অ্যান্ড মেইলিং সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ	● ট্র্যাকিং সিস্টেমের আওতাধীন পার্সেলের সংখ্যা
৭৫	সমন্বিত জাতীয় লজিস্টিক্স ট্র্যাকিং প্ল্যাটফর্ম প্রবর্তন এবং ডেটা ওয়্যারহাউজিং-এর মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী লজিস্টিক্স তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	● জাতীয় লজিস্টিক্স ট্র্যাকিং প্ল্যাটফর্ম এবং লজিস্টিক্স ডেটা ওয়্যারহাউজিং সুবিধার সংখ্যা
৭৬	জাতীয় লজিস্টিক্স ড্যাশবোর্ড প্রস্তুতকরণ এবং লজিস্টিক্স মান উন্নয়ন সূচকভিত্তিক জাতীয় উন্নয়ন পরিমাপক টুল প্রণয়ন	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	● লজিস্টিক্স পারফরম্যান্স উন্নয়ন পরিমাপক টুল ● জাতীয় লজিস্টিক্স পারফরমেন্স ড্যাশবোর্ড
৭৭	লজিস্টিক্স খাতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের পরিসর নিরূপণ, প্রযুক্তি অভিযোজনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান এবং স্থানীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবনে উৎসাহ প্রদান	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় শিল্প মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	● সরকারি ও বেসরকারি খাতে লজিস্টিক্স-সংক্রান্ত আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের হার ● লজিস্টিক্স খাতে ব্যবহৃত স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত প্রযুক্তির সংখ্যা ● প্রযুক্তির পেটেন্ট রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যা

৭.৪ লজিস্টিক্স খাতে প্রাতিষ্ঠানিক ও দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত

ক্রমিক	বর্ণনা	বাস্তবায়নকারী সংস্থা*	মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক (KPI)
৭৮	লজিস্টিক্স খাতের ধারাবাহিক দক্ষতা উন্নয়নে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০২২-এ বর্ণিত খাতসমূহের আলোকে উপখাতভিত্তিক পাঠক্রম (Curriculum) প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান	• লজিস্টিক্স-সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী/সনদায়িত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা • লজিস্টিক্স সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে খাত-সংশ্লিষ্ট কর্মসংস্থানের হার
৭৯	লজিস্টিক্স খাতের মানবসম্পদ উন্নয়নে উচ্চ শিক্ষার মূল ধারায় লজিস্টিক্স বিষয়ক বিশেষায়িত ডিপ্লোমা/অনার্স/মাস্টার্স/পিএইচডি কোর্স/ প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্তকরণ	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন	• লজিস্টিক্স-সংশ্লিষ্ট শিক্ষা গ্রহণকারী/শিক্ষার্থীর সংখ্যা • লজিস্টিক্স সংশ্লিষ্ট শিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীর মধ্যে খাত সংশ্লিষ্ট কর্মসংস্থানের হার
৮০	আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দেশ/সংস্থা/ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পারস্পরিক স্বীকৃতি/সমঝোতা চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণকে বৈশ্বিক পর্যায়ে উন্নীতকরণ	লজিস্টিক্স-সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান	• সমঝোতা চুক্তির সংখ্যা/ এক্রিডিটেড সনদের সংখ্যা • সমঝোতা চুক্তি/এক্রিডেটেড সনদের আওতায় প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা
৮১	লজিস্টিক্স খাতে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে 'লজিস্টিক্স শিল্প দক্ষতা পরিষদ (লজিস্টিক্স আইএসসি)' গঠন	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	• লজিস্টিক্স শিল্প দক্ষতা পরিষদ (লজিস্টিক্স আইএসসি) গঠন; • লজিস্টিক্স আইএসসির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার
৮২	লজিস্টিক্স বিষয়ে কম্পিটেন্সি-বেজড দক্ষ জনবল চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থাকরণ	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	• সমন্বিত কম্পিটেন্সি বেজড দক্ষ জনবল ডেটাবেজ
৮৩	যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীবাহিনী সৃজনে জাতীয় ইন্টার্নশিপ নীতিমালা ২০২৩-এর আলোকে লজিস্টিক্স খাত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন	লজিস্টিক্স খাত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/সরকারি সংস্থা/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান	• ইন্টার্নের সংখ্যা ও তা বৃদ্ধির হার

ক্রমিক	বর্ণনা	বাস্তবায়নকারী সংস্থা*	মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক (KPI)
৮৪	মানসম্মত প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণে প্রশিক্ষক/এসেসর তৈরির লক্ষ্যে (Training of Trainers) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ	শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ	• প্রশিক্ষক/এসেসরের সংখ্যা • ট্রেড বেজড প্রশিক্ষক/ এসেসর চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে ডেটাবেজ প্রণয়ন
৮৫	নতুন প্রযুক্তির বিষয় বিবেচনায় রেখে প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান জনবলের আপ-স্কিলিং/রি-স্কিলিং-এর মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের লজিস্টিক্স সেবা সংশ্লিষ্ট কর্মীদের দক্ষতার পর্যায়ক্রমিক উন্নয়ন	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, লজিস্টিক্স সেবা সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান	• সরকারি ও বেসরকারি খাতে অদক্ষ ও স্বল্পদক্ষ কর্মী হতে দক্ষ কর্মীতে উন্নীতকরণের হার
৮৬	দেশে-বিদেশে দক্ষ লজিস্টিক্স জনশক্তির আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড, সকল ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল, সংশ্লিষ্ট স্কিলস ট্রেনিং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	• লজিস্টিক্স খাতে কর্মসংস্থানের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও তা অর্জনের হার • দেশে নিয়োগকৃত লজিস্টিক্স-সংশ্লিষ্ট কর্মীর সংখ্যা • বিদেশে নিয়োগকৃত লজিস্টিক্স-সংশ্লিষ্ট কর্মীর সংখ্যা • লজিস্টিক্স-সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত প্রকল্পে প্রস্তাবিত জনবলের সংখ্যা • সর্বজনীন পেনশন স্কিম, কন্ট্রিবিউটরি পেনশন ফান্ডসহ এ ধরনের কল্যাণমূলক ফান্ডের সঙ্গে সংযুক্ত কর্মীর সংখ্যা
৮৭	লজিস্টিক্স খাতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণে যথাযথ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ	লজিস্টিক্স-সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান	• লজিস্টিক্স খাতে সনদায়িত নারী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা • সনদায়িত নারী প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে খাত-সংশ্লিষ্ট কর্মসংস্থানের হার

ক্রমিক	বর্ণনা	বাস্তবায়নকারী সংস্থা*	মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক (KPI)
৮৮	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লজিস্টিক্স খাতে বিদেশি দক্ষ কর্মী ও প্রশিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে বিডা, বেজা, বেপজা, ইপিবি, বিসিক, এসএমই ফাউন্ডেশন এর প্রযোজ্য নীতিমালা/নির্দেশিকা সহজতর ও খাত সহায়ক করা	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন	● বিদেশি দক্ষ কর্মী ও প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষিত স্থানীয় কর্মীর সংখ্যা এবং দক্ষতা স্থানান্তরের (Skills Transfer) হার

৭.৫ লজিস্টিক্স খাতে বিনিয়োগ সংক্রান্ত

ক্রমিক	বর্ণনা	বাস্তবায়নকারী সংস্থা*	মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক (KPI)
৮৯	লজিস্টিক্স খাতে বিনিয়োগ আকর্ষণে উপ-খাতভিত্তিক সময়াবদ্ধ লক্ষ্যমাত্রা-সংবলিত কৌশল প্রণয়ন	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	● বিনিয়োগের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ● প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ● প্রকৃত বিনিয়োগের পরিমাণ
৯০	লজিস্টিক্স খাতে উপ-খাতভিত্তিক বিনিয়োগ প্রকল্প চিহ্নিতকরণ	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	● বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি

ক্রমিক	বর্ণনা	বাস্তবায়নকারী সংস্থা*	মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক (KPI)
৯১	লজিস্টিক্স খাতে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ কর্তৃপক্ষ/ দপ্তর/সংস্থা	• বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা ও বিনিয়োগের পরিমাণ
৯২	অগ্রাধিকার খাতে প্রযোজ্য রাজস্ব ও আর্থিক সুবিধাসমূহ লজিস্টিক্স খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগেও প্রদান করা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক	• লজিস্টিক্স খাতে প্রযোজ্য সুবিধার ঘোষণা সংবলিত প্রজ্ঞাপন
৯৩	লজিস্টিক্স খাতে বিশেষায়িত/নির্দিষ্ট পিপিপি প্রকল্পে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	• লজিস্টিক্স খাতে বিশেষায়িত/নির্দিষ্ট পিপিপি প্রকল্পের সংখ্যা • লজিস্টিক্স খাতে বিশেষায়িত/ নির্দিষ্ট পিপিপি প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ
৯৪	লজিস্টিক্স খাতের বিনিয়োগ বিকাশে প্রচলিত আইন, নীতি, পদ্ধতি, প্রশাসনিক আদেশ ইত্যাদি বিনিয়োগবান্ধব করা, প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ এবং সমাধানের লক্ষ্যে সংস্থাসমূহের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ সাধন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	• চিহ্নিত প্রতিবন্ধকতা নিরসনের হার
৯৫	লজিস্টিক্স উপখাতসমূহ বিকাশে দেশি, বিদেশি, অনাবাসী বাংলাদেশি, বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ সেবা প্রদানে One Stop Service-সহ অন্যান্য সুবিধাসমূহ নিশ্চিতকরণ	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	• One Stop Service-এ অন্তর্ভুক্ত বিনিয়োগ সংক্রান্ত সেবার সংখ্যা • One Stop Service-হতে সেবা গ্রহীতার সংখ্যা

ক্রমিক	বর্ণনা	বাস্তবায়নকারী সংস্থা*	মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক (KPI)
৯৬	প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্টক মার্কেটসহ অন্যান্য উৎস হতে বিদ্যমান আইন অনুসারে মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন	• প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি মার্কেটে নিবন্ধিত লজিস্টিক্স সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
৯৭	অর্থনৈতিক অঞ্চল সমূহে লজিস্টিক্স হাব/সিটি গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	• অর্থনৈতিক অঞ্চল/হাই-টেক পার্কসমূহে লজিস্টিক্স ফ্যাসিলিটির সংখ্যা
৯৮	বিদ্যমান আইনের আওতায় বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকৃত মূলধন প্রত্যাবাসনের নীতিমালা সহজীকরণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক	• প্রত্যাবাসন সংশ্লিষ্ট সহজীকৃত নীতিমালার সংখ্যা
৯৯	লজিস্টিক্স খাতে বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	• লজিস্টিক্স খাতে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ • লজিস্টিক্স খাতে যৌথ বিনিয়োগের পরিমাণ
১০০	রেলপথে কৃষি/কৃষিজাত পণ্য পরিবহণে পূর্ণাঙ্গ আকারে বিশেষায়িত কুলিং কার/ রেফ্রিজারেটর সংযোজন	রেলপথ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষ	• কুলিং কার ও রেফ্রিজারেটরের সংখ্যা ও পরিমাণ
১০১	রেল মাধ্যমে পণ্য পরিবহণ সেবায় বেসরকারি বিনিয়োগের সুযোগ প্রদান	রেলপথ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষ	• রেল মাধ্যমে পণ্য পরিবহণ সেবায় বেসরকারি বিনিয়োগ নীতি প্রণয়ন • PPP প্রকল্প সংখ্যা • কন্টেইনার কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (CCBL)-এর অনুমোদিত ব্যবসা পরিকল্পনা (Business Plan)
১০২	নৌপথে পণ্য পরিবহণের মাশুল হার যৌক্তিকীকরণ	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়,	• প্রতিযোগিতামূলক মাশুল/ভাড়ার হার (পরিমাণ) • ব্যবহারকারীর সংখ্যা

ক্রমিক	বর্ণনা	বাস্তবায়নকারী সংস্থা*	মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক (KPI)
১০৩	নৌযান নির্মাণ ও অপারেশনের জন্য দেশীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগবান্ধব উপযোগী পরিবেশ তৈরি	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষ	• নৌপথের বিভিন্ন মাধ্যমে বিনিয়োগকারীর সংখ্যা ও পরিমাণ
১০৪	সরকারি/বেসরকারি বিনিয়োগে কন্টেইনার/পণ্যের অস্থায়ী মজুদের জন্য নিরাপদ ও সাশ্রয়ী ওয়্যারহাউজ/অফ ডক/আইসিডি নির্মাণ	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	• বেসরকারি বিনিয়োগে নির্মিত ওয়্যারহাউজ/অফ ডক/আইসিডির সংখ্যা • মজুতকালীন সময় হ্রাসের হার • দুর্ঘটনা ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের হার • ওয়্যারহাউজ/অফ ডক/আইসিডি সংক্রান্ত নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনের হার
১০৫	আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রতিবেশী দেশসমূহের তুলনায় কার্গো স্ক্রিনিং ব্যয় যৌক্তিক হারে হ্রাস	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	• কার্গো স্ক্রিনিং ব্যয় হ্রাসের হার
১০৬	আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বেসরকারি খাত কর্তৃক কার্গো স্ক্রিনিং মেশিন ও ইউনিট লোড ডিভাইস স্থাপনে সমন্বয় সাধন ও বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ অথরিটি (PPPA)	• মেশিন ও ডিভাইস স্থাপনে সমন্বয় সাধন • বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ

৭.৬ পরিবেশবান্ধব লজিস্টিক্স খাত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত

ক্রমিক	বর্ণনা	বাস্তবায়নকারী সংস্থা*	মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক (KPI)
১০৭	লজিস্টিক্স সংক্রান্ত সকল কৌশল/ মহাপরিকল্পনা/কর্মপরিকল্পনায় সবুজ ও পরিবেশবান্ধব লজিস্টিক্স ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ	সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	• পরিবেশবান্ধব লজিস্টিক্স ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের হার
১০৮	বছরভিত্তিক কার্বন নিঃসরণ হ্রাস লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	• NDC অনুযায়ী কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের সময়াবদ্ধ অগ্রগতির হার
১০৯	সবুজ ও নিরাপদ লজিস্টিক্স ব্যবস্থার বিকাশে গ্রিন ট্যাক্স ধার্যকরণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কর অবকাশ সুবিধা প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অর্থ বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	• গ্রিন ট্যাক্স এবং কর অবকাশ সুবিধা প্রণয়নযোগ্য পণ্যের এবং প্রযুক্তির তালিকা প্রণীত • বছরভিত্তিক গ্রিন ট্যাক্স বাস্তবায়নের হার • জিডিপিতে গ্রিন ট্যাক্সের অবদান
১১০	গ্রিন হাউজ গ্যাসের নিঃসরণ হ্রাসে কার্বন ক্রেডিট ব্যবস্থার প্রচলন	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	• CDM Executive Board-এ নিবন্ধিত লজিস্টিক্স-সংক্রান্ত প্রকল্প সংখ্যা
১১১	পরিবহণ খাতের জন্য কার্বন মুক্তকরণ (Decarbonization) কৌশল প্রণয়ন	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)	• কার্বন মুক্তকরণ (Decarbonization) কৌশলের বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার
১১২	লজিস্টিক্স অবকাঠামো ও পরিবহণ ব্যবস্থায় নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণে কৌশল প্রণয়ন	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)	• লজিস্টিক্স অবকাঠামো ও পরিবহণ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত নবায়নযোগ্য শক্তির হার

ক্রমিক	বর্ণনা	বাস্তবায়নকারী সংস্থা*	মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক (KPI)
১১৩	পরিবেশবান্ধব, সবুজ লজিস্টিক্স ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে কার্বন ফুটপ্রিন্ট/সার্কুলার ইকোনোমি ইত্যাদির প্রসারে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	• কার্বন ফুটপ্রিন্ট/সার্কুলার ইকোনমি ইত্যাদিতে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের হার
১১৪	পরিবেশবান্ধব লজিস্টিক্স সংক্রান্ত যন্ত্র/যন্ত্রাংশ আমদানি প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমদানি কর যৌক্তিকীকরণ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)	• পরিবেশবান্ধব লজিস্টিক্স-সংক্রান্ত যন্ত্র/যন্ত্রাংশ আমদানি বৃদ্ধির হার • আমদানির সময় হ্রাসের হার

৭.৭ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে লজিস্টিক্স অবকাঠামো সংক্রান্ত

ক্রমিক	বর্ণনা	বাস্তবায়নকারী সংস্থা*	মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক (KPI)
১১৫	প্রতিটি অর্থনৈতিক অঞ্চল ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের মহাপরিকল্পনায় লজিস্টিক্স হাব নির্মাণে স্থান নির্ধারণ	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা)	• অর্থনৈতিক অঞ্চল ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের মহাপরিকল্পনায় লজিস্টিক্স হাবের স্থান নির্ধারণ
১১৬	প্রতিটি অর্থনৈতিক অঞ্চল ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সের ব্যবস্থাকরণ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)	• কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স সুবিধা-সংবলিত জোনের সংখ্যা • জোন-সংশ্লিষ্ট আমদানি ও রপ্তানি পণ্য খালাসের সময় হ্রাসের হার
১১৭	অর্থনৈতিক অঞ্চল ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের অভ্যন্তরে ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান, লরি, কন্টেইনার, কারসহ যাবতীয় যানবাহনের জন্য ফ্রেইট টার্মিনাল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও ডিপো স্থাপন	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)	• মহাপরিকল্পনায় লজিস্টিক্স হাবের অভ্যন্তরে ফ্রেইট টার্মিনাল ও ডিপো স্থাপনের জন্য স্থান নির্ধারণ • ফ্রেইট টার্মিনাল ও ডিপো সংবলিত জোনের সংখ্যা

ক্রমিক	বর্ণনা	বাস্তবায়নকারী সংস্থা*	মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক (KPI)
১১৮	অর্থনৈতিক অঞ্চল ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল পরিকল্পনা/নির্মাণকালে মহাসড়ক, নৌ ও রেলপথের সঙ্গে সংযোগ বিষয়ে বিবেচনা	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা), সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থা	● বহুমাত্রিক পরিবহণ ব্যবস্থা সংবলিত জোনের সংখ্যা
১১৯	দেশের শিল্পঘন এলাকাসমূহে বেসরকারি বিনিয়োগে লজিস্টিক্স ফ্যাসিলিটি স্থাপন উৎসাহিতকরণ	শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)	● শিল্পঘন এলাকাসমূহে বেসরকারি বিনিয়োগে স্থাপিত লজিস্টিক্স ফ্যাসিলিটির সংখ্যা।

পাদটীকাঃ

সাম্প্রতিক দশকগুলোতে বাংলাদেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগে ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি অর্জন ও আন্তর্জাতিকায়নের ফলে সার্বিক সরবরাহ ব্যবস্থার দ্রুত ও টেকসই উন্নয়ন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে, যার অন্যতম অংশ লজিস্টিক্স। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বাংলাদেশের লজিস্টিক্স খাতকে বৈশ্বিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে দেশীয় ও বৈশ্বিক সরবরাহ শিকলে (Local and Global Supply Chain) সংযুক্ত প্রতিটি অংশীজন কর্তৃক লজিস্টিক্স ব্যবস্থার বাস্তবমুখী ও সামগ্রিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। বিশেষত, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের বর্তমানে প্রাপ্ত বিভিন্ন সহায়তা ও সুবিধাদি অবলোপনের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণের সাথে পণ্য সঞ্চালন প্রক্রিয়ার ব্যয় হ্রাসে অত্যাবশ্যকিয়তা বিবেচনায় লজিস্টিক্স খাতকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসেবে বিবেচনায় আনা হয়। এ প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এঁর নির্দেশনায় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া (তৎকালীন সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়) এর নেতৃত্বে বেসরকারি খাত এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে লজিস্টিক্স উন্নয়ন সংক্রান্ত সংস্কার সচেতনতা (Reform Awareness) সৃষ্টির লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক সরকারি-বেসরকারি সংলাপ (Public-Private Dialogue) প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। একই সাথে, বিভিন্ন দেশের সমজাতীয় কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত নেতৃবৃন্দের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে কার্যক্রম সম্পর্কে এবং এর কারিগরি ও প্রযুক্তিগত তথ্যাবলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেয়া হয়। বাংলাদেশের লজিস্টিক্স খাতের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে ২০২০ সালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে লজিস্টিক্স খাত নিয়ে বিশেষায়িত সংলাপের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব ও Business Initiatives Leading Development (BUILD)-এর সভাপতির কো-চেয়ারে গঠিত হয় 'Logistics Infrastructure Development Working Committee (LIDWC)' । উক্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২-এ লজিস্টিক্স খাতকে 'অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত' ও 'রপ্তানি বহুমুখীকরণ' শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। পাশাপাশি বাংলাদেশে প্রচলিত লজিস্টিক্স সংক্রান্ত কার্যক্রমকে বিন্যাস করে ২১টি লজিস্টিক্স উপখাত চিহ্নিত করা হয়। এই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের লজিস্টিক্স খাতের সকল অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তৎপরিপ্রেক্ষিতে ২২ জানুয়ারি ২০২৩-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে সরকারি, বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সমন্বয়ে লজিস্টিক্স খাতের সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, বাণিজ্য ও বিনিয়োগে সক্ষমতা বৃদ্ধি, দক্ষ পণ্য পরিবহণ ও সেবা নিশ্চিতকল্পে 'জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি' (National Logistics Development and Coordination Committee—NLDCC) গঠিত হয়। NLDCC-এর কার্যসম্পাদনের সুবিধার্থে বিভিন্ন অংশীজন ও খাত সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে পরবর্তীতে জাতীয় কমিটির আওতায় ৫টি বিশেষায়িত উপকমিটি গঠন করা হয়। একটি সর্বজনগৃহীত জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে লজিস্টিক্স খাত সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি, বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী অংশীজনদের সমন্বয়ে এবং NLDCC সচিবালয়ের তত্তাবধানে একটি বিস্তৃত কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি, ২০২৪ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়। এক্ষেত্রে দেশীয় অংশগ্রহণমূলক মডেল

(Homegrown Participatory Model) অনুসরণ করে সরকারি বেসরকারী দপ্তর, বেসরকারি খাত, উন্নয়ন সহযোগীসহ সকল পর্যায়ের অংশীজনের প্রায়োগিক মতামত, সমস্যা, সম্ভাবনা ও প্রত্যাশার প্রতিফলন নিশ্চিত করা হয়। গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে বাংলাদেশের প্রধান বাণিজ্য সহযোগী ও সমজাতীয় অর্থনীতির ১৩টি দেশের লজিস্টিক্স নীতি, কৌশল, রোডম্যাপ, মহাপরিকল্পনা ইত্যাদি পর্যালোচনা; লজিস্টিক্স খাত সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানে সুপারিশ প্রণয়ন; দেশে প্রচলিত লজিস্টিক্স সেবা খাতের উপখাতসমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা ও এর নীতি সংশ্লিষ্টতা পর্যালোচনা; বৈশ্বিক উদাহরণ বিবেচনায় লজিস্টিক্স পারফরমেন্স ইনডেক্স-এর সূচকসমূহে বাংলাদেশের ক্রম উন্নয়নে করণীয় নির্ধারণ; মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশকভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন; লজিস্টিক্স খাতের বিদ্যমান দক্ষতার ঘাটতি চিহ্নিতকরণ ও ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরূপণে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন; বাংলাদেশের লজিস্টিক্স খাতের বিদ্যমান বিনিয়োগ প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণের পাশাপাশি দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষে কৌশল নির্ধারণ ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও, উক্ত নীতি প্রণয়নের জন্য লজিস্টিক্স সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গবেষণালব্ধ তথ্যাদি ব্যবহার ও বিশ্লেষণের পাশাপাশি জাতীয় উন্নয়ন কৌশল, টেকসই নীতি সংস্কার ও স্মার্ট ইকোসিস্টেমের বিষয়াবলি বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া এর সার্বিক নির্দেশনা ও নেতৃত্বে, NLDCC সচিবালয়ের সমন্বয়ে এ কার্যক্রমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাণিজ্য, শিল্প, নৌ-পরিবহন, সড়ক ও মহাসড়ক, রেলপথ, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ/মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিবগণ বিশেষভাবে অবদান রেখেছেন। জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি, উপকমিটিসমূহ ও টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপের সকল সরকারি ও বেসরকারি খাতের সদস্য, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবসায়ী সংগঠনসমূহ এই নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছেন। প্রত্যাশা করা যায় "জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি, ২০২৪" জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণে অব্যর্থ অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd